পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 317 Sunday, 18 October 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৩১৭ সংখ্যা ❋ ১ কার্তিক ১৪৩৩, রবিবার, ১৮ অক্টোবর, ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বিজ্ঞপ্তি

দূর্গাপুজো উপলক্ষে দুরন্তবার্তার সকল পাঠক পাঠিকা,শুভানুধ্যায়ী বিজ্ঞাপন দাতাগণকে জানাই শারদীয়ার শুভেচ্ছা। এই উপলক্ষে আগামী ১৮.১০.২০২৬ থেকে ২১.১০.২০২৬ পর্যন্ত পত্রিকার সমস্ত দপ্তর বন্ধ থাকবে। ২২.১০.২০২৬ থেকে যথারীতি প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক

চোরবাগানে অতিরিক্ত ভিড়, বিভ্রান্তিকর ঘোষণা নাকি বৃষ্টি- ১৯ জনের মৃত্যুর দায় কার?

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৭ অক্টোবর ঃবাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের আনন্দ মুহূর্তে বদলে গেল শোক আর আতঙ্কে। উত্তর কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীনের পুজোমণ্ডপে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ১৯ জন। ভারী বৃষ্টি, বিপুল দর্শনার্থীর ভিড় এবং হুড়োহুড়ির জেরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় বলে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। আহত হয়েছেন ৩৫ জনেরও বেশি মানুষ। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই ভিড়ের চাপে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে চিকিৎসা সূত্রে দাবি। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু কীভাবে ঘটল এই মর্মান্তিক বিপর্যয়? অতিরিক্ত ভিড়, বিভ্রান্তিকর ঘোষণা, বৃষ্টি, নাকি প্রশাসনিক গাফিলতি-এখন উঠছে একাধিক প্রশ্ন। ঠিক কী থেকে শুরু এই বিপর্যয়? এবার চোরবাগান সর্বজনীনের পুজো বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রচার এবং ব্লগারদের ভিডিয়োর মাধ্যমে মণ্ডপের পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সপ্তমীর দিন বিকেল থেকেই দর্শনার্থীদের ভিড় বাড়তে থাকে। সন্ধ্যার দিকে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবি, সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ বৃষ্টি শুরু হলে বহু মানুষ একসঙ্গে মণ্ডপের ভিতরে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেন। তাতেই প্রবেশপথে চাপ বাড়ে। শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি ও হুড়োহুড়ি। সেই পরিস্থিতিতে মণ্ডপের একাংশ ভেঙে পড়ে বলে অভিযোগ। তবে ঠিক কী কারণে এই বিপর্যয় ঘটেছে, তা এখনও নিশ্চিত নয়। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পরেই প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে। সরু গলি, কম জায়গা, ভিড় নিয়ন্ত্রণে প্রশ্ন-চোরবাগান সর্বজনীনের মণ্ডপের অবস্থান সরু গলির ভিতরে। জায়গা সীমিত হওয়ায় বিপুল দর্শনার্থীর ভিড় সামলানো কঠিন ছিল বলেই মনে করছেন স্থানীয়দের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, প্রথম থেকেই ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। দীর্ঘক্ষণ দর্শনার্থীদের আটকে রাখা এবং সাধারণ দর্শনার্থীদের তুলনায় ভিআইপি প্রবেশের ব্যবস্থায় বেশি গুরুত্ব দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। তবে এই অভিযোগগুলির স্বাধীনভাবে যাচাই হওয়া প্রয়োজন, তবু দুর্ঘটনার পর ভিড় ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন এড়ানো যাচ্ছে না। এত বিপুল সংখ্যক মানুষ আসতে পারেন, তা আগে থেকে অনুমান করে পর্যাপ্ত প্রবেশ ও বেরোনোর পথ, ব্যারিকেড এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা জরুরি। বিভ্রান্তিকর ঘোষণা কি বাড়িয়েছিল আতঙ্ক? প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশের দাবি, দুর্ঘটনার সময় মণ্ডপ থেকে কিছু ঘোষণা করা হয়েছিল, যা দর্শনার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করে। তবে কী ঘোষণা করা হয়েছিল এবং তার সঙ্গে হুড়োহুড়ির সরাসরি কোনও যোগ ছিল কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ভিড়ের মধ্যে সামান্য আতঙ্কও দ্রুত বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে সরু প্রবেশপথে মানুষ একসঙ্গে সামনে এগোতে শুরু করলে পিছনের চাপ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। তাই জরুরি পরিস্থিতিতে মাইকে কী বার্তা দেওয়া হবে, কীভাবে মানুষকে নিরাপদে বের করা হবে এবং কে সেই নির্দেশ দেবেন-এই বিষয়গুলিও তদন্তের আওতায় আনা প্রয়োজন। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন-স্থানীয়দের অভিযোগ, ভিড়ের তুলনায় পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন ছিল না। স্বেচ্ছাসেবকদের ভিড় নিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণ কতটা ছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। দুর্ঘটনার পর আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত অ্যাম্বুল্যান্স ছিল কি না, সেই অভিযোগও সামনে এসেছে। অন্যদিকে, পুলিশ সূত্রের দাবি, শুরু থেকেই ভিড় নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু বৃষ্টি এবং দর্শনার্থীদের বিপুল চাপের কারণে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এই দুই ধরনের বক্তব্যের মধ্যে কোনটি বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মেলে, তা নির্ধারণ করতে সিসিটিভি ফুটেজ, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান এবং নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। উসবের শহরে এখন একটাই প্রশ্ন-চোরবাগানের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা শুধু কয়েকটি পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি নয়, কলকাতার পুজোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার সামনেও বড় প্রশ্নচিহ্ন। বৃষ্টি একটি কারণ হতে পারে, কিন্তু বিপুল ভিড়ের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যথাযথ প্রস্তুতি ছিল কি না, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। এখন প্রয়োজন দোষারোপের আগে নিরপেক্ষ তদন্ত, আহতদের যথাযথ চিকিসা এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রমাণের ভিত্তিতে ব্যবস্থা। ভবিষ্যতে এমন বিপর্যয় এড়াতে ভিড় নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা, জরুরি নির্গমনপথ, প্রশিক্ষিত নিরাপত্তাকর্মী এবং দ্রুত চিকিসা পরিষেবা নিশ্চিত করতে হবে। উসবের আনঃদ যেন আর কখনও এভাবে শোকে পরিণত না হয়-চোরবাগানের

‘হিন্দুত্ব মুর্দাবাদ’ স্লোগানের অভিযোগ!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৭ অক্টোবর ঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে আঃদোলন ঘিরে নতুন বিতর্ক। গোয়ার পানাজিতে বিক্ষোভ চলাকালীন হিঃদুধর্মবিরোধী স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে প্রায় ৩০০ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। অভিযোগের কেঃদ্রে রয়েছে ককরোচ পার্টি (সিজেপি)-র বিক্ষোভ। গত ১১ অক্টোবরের ওই কর্মসূচির একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পরেই বিষয়টি নিয়ে পুলিশি তপরতা শুরু হয় বলে জানা গিয়েছে। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। অন্যদিকে, গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত জানিয়েছেন, রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার কোনও চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না। পানাজিতে ১১ অক্টোবরের বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন সিজেপির বহু কর্মী-সমর্থক। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে আয়োজিত ওই কর্মসূচিতে ধর্মীয় উসকানিমূলক স্লোগান দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ পুলিশের।

চোরবাগানে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ১৭ জনের মৃত্যু! শোকস্তব্ধ কলকাতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৭ অক্টোবর ঃ পুজোর আনঃদ মুহূর্তে বদলে গেল শোকের আবহে। উত্তর কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গাপুজোর মণ্ডপে ভিড়ের চাপে গেটের একাংশ ভেঙে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। প্রাণ হারিয়েছেন ১৭ জন। মৃতদের মধ্যে পাঁচ বছরের এক শিশুও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আহত ১৫ জন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিসাধীন। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেঃদ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দুর্ঘটনার জেরে রবিবারের সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করেছেন শাহ। অন্যদিকে, মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। উসবের মরশুমে এমন মর্মান্তিক ঘটনায় শোকস্তব্ধ কলকাতা। কীভাবে ঘটল ভয়াবহ দুর্ঘটনা? শনিবার সপ্তমীর দিন সকাল থেকেই কলকাতায় বৃষ্টির দাপট ছিল। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই ছাতা মাথায় শহরের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে ভিড় জমিয়েছিলেন দর্শনার্থীরা। বিকেলের দিকে বৃষ্টি কিছুটা কমলেও সন্ধ্যায় ফের বৃষ্টি শুরু হয়। তার মধ্যেই প্যান্ডেল হপিংয়ের ভিড় বাড়তে থাকে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার কিছু পরে চোরবাগান সর্বজনীনের পুজোমণ্ডপে বিপর্যয় ঘটে। ভিড়ের চাপে গেটের একাংশ ভেঙে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে তৈরি হয় হুড়োহুড়ির পরিস্থিতি। পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতিতে বহু মানুষ আহত হন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে থাকে। পরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেঃদু অধিকারী কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করেন এবং চিকিসকদের সঙ্গে কথা বলেন। সেখানেই তিনি ১৭ জনের মৃত্যুর খবর জানান। আহত ১৫ জনের চিকিসা চলছে। তদন্তের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর, আটক একাধিক ব্যক্তি দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন প্রশাসনের

আধিকারিকেরা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠন করা হবে। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ এবং দমকল বিভাগের হাতে দুর্ঘটনাস্থল তুলে দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, পুজো কমিটির তরফে মাইকে ঘোষণা করার পর দর্শনার্থীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। কয়েকটি পরিবারের সদস্যদের দাবি, বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীদের বাঁশির শব্দের পরেই ভিড়ের মধ্যে ছোটাছুটি শুরু হয়। তবে দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, দুর্ঘটনার জন্য কারা দায়ী, তা খতিয়ে দেখা হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে পুজো কমিটির কর্তৃপক্ষ, বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী এবং দায়িত্বে থাকা কয়েকজনকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। একই সঙ্গে শোকাহত পরিবারগুলির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে রাজ্য সরকার।শোকপ্রকাশ মোদি-শাহর, বাতিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কর্মসূচি- চোরবাগানের দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শোকপ্রকাশ করেন কেঃদ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এক্স হ্যান্ডেলে শোকবার্তা জানান তিনি। রবিবার দ্বিতীয় সপ্তমীতে কলকাতায় তাঁর একাধিক কর্মসূচি নির্ধারিত ছিল। কিন্তু দুর্ঘটনার পর সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদিও এই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করা হয়েছে। আহতদের জন্যও আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করা হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তরফে জানানো হয়েছে। নিরাপত্তার কারণে বন্ধ একাধিক পুজোমণ্ডপ- চোরবাগানের দুর্ঘটনার পর দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে গোটা শহরে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কলকাতার বেশ কয়েকটি পরিচিত পুজোমণ্ডপে আপাতত দর্শনার্থীদের প্রবেশ বন্ধ রাখা হয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছে চেতলা অগ্রণী, আলিপুর সর্বজনীন, অ্যালেন পার্ক, ত্রিধারা সম্মিলনী এবং টালা প্রত্যয়ের মতো জনপ্রিয় পুজো। প্রশাসনের তরফে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভিড় নিয়ন্ত্রণ, প্রবেশ ও বেরোনোর পথ এবং দর্শনার্থীদের চলাচল নিয়ে নতুন করে সতর্কতা জারি হয়েছে। উসবের আনঃদের মাঝেই চোরবাগানের এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা একাধিক পরিবারকে শোকের সাগরে ভাসিয়েছে। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আহতদের চিকিসা, মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো এবং কী কারণে এই বিপর্যয় ঘটল, তা নিরপেক্ষ তদন্তে সামনে আনা। পুজোর শহরে এমন ঘটনা যাতে আর না ঘটে, তার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার যথাযথ পর্যালোচনাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

চোরবাগানে কী ঘটেছিল সপ্তমীর সন্ধ্যায়? ভয়াবহ অভিজ্ঞতা শোনালেন প্রত্যক্ষদর্শী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৭ অক্টোবর ঃ মেয়ের হাত ধরে রয়েছি, নাতনিকে খুঁজছি! চারদিকে শুধু আর্তনাদ, বাঁচার জন্য হাহাকার। উত্তর কলকাতার গিরিশ পার্কের চোরবাগান সর্বজনীনের পুজোমণ্ডপে ভয়াবহ দুর্ঘটনার স্মৃতি বলতে গিয়ে শিউরে উঠছেন কোন্নগরের বাসিঃদা অনিঃদ্যকুমার দাস। সপ্তমীর সন্ধ্যায় প্রবল ভিড়, বৃষ্টি এবং হুড়োহুড়ির মধ্যে প্রাণ বাঁচাতে কার্যত লড়াই করতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর দাবি, মণ্ডপের ভিতরে থাকা বৃত্তাকার ‘ করিডর’-এ বিপত্তি ঘটে। বাইরে তখন প্রবল বৃষ্টি। একসঙ্গে বহু মানুষ মণ্ডপের ভিতরে ঢুকে পড়ায় পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা এবং জরুরি পরিষেবার ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

কোন্নগর থেকে পরিবারের সঙ্গে পুজো দেখতে এসেছিলেন অনিঃদ্যকুমার দাস। চোরবাগানের পুজোমণ্ডপের সাজসজ্জা এবং প্রতিমার প্রশংসা শুনেই সেখানে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু আনঃদের সন্ধ্যা যে এমন ভয়াবহ অভিজ্ঞতায় পরিণত হবে, তা কল্পনাও করতে পারেননি। অনিঃদ্যবাবুর কথায়, আচমকাই ভিড়ের মধ্যে তুমুল হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। সঙ্গে ছিলেন মেয়ে ও নাতনি। কোনওমতে দু’জনের হাত ধরে তাঁদের সামলানোর চেষ্টা করছিলেন তিনি। কিন্তু মানুষের চাপ এতটাই বেড়ে যায় যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানে, চারদিকে তখন বাঁচার জন্য চিকার, আর্তনাদ। একজনের উপর আরেকজন পড়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। সেই পরিস্থিতিতে পরিবারের সদস্যদের নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। এলিভেটেড করিডরেই কি ঘটেছিল বিপত্তি? অনিঃদ্যবাবুর দাবি, চোরবাগানের মণ্ডপে ঢোকার রাস্তাটি ছিল সরু। তার উপর একটি নির্মীয়মাণ বাড়ির কারণে চলাচলের জায়গা আরও সীমিত বলে মনে হয়েছিল তাঁর। মণ্ডপে প্রবেশের সময় উদ্যোক্তাদের ভিআইপি লাইনের ব্যবস্থা সামলাতে ব্যস্ত থাকতে দেখেছিলেন বলেও দাবি তাঁর। মণ্ডপের ভিতরে ছিল বৃত্তাকার একটি ‘ করিডর’, যেখান দিয়ে ঘুরে দর্শনার্থীদের বেরিয়ে আসতে হত। প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য অনুযায়ী, সেই অংশেই বিপত্তি ঘটে। বাইরে তখন জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে একসঙ্গে বহু মানুষ মণ্ডপের ভিতরে ঢুকে পড়েন। তার পরেই ভিড়ের চাপে তৈরি হয় বিশৃঙ্খলা। তবে ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছিল, তা তদন্তের মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব। প্রত্যক্ষদর্শীর এই বয়ান সেই সন্ধ্যার পরিস্থিতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরলেও, ঘটনার সম্পূর্ণ চিত্র জানতে প্রশাসনিক তদন্ত প্রয়োজন। ‘ হেল্প’ বলে চিকার, কোথায় ছিল উদ্ধারকারী দল?দুর্ঘটনার সময় পুলিশ, স্বেচ্ছাসেবক এবং অ্যাম্বুল্যান্সের উপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনিঃদ্যবাবু। তাঁর দাবি, বিপদের মুহূর্তে সাহায্যের জন্য চিকার করেও দ্রুত সহায়তা পাচ্ছিলেন না তাঁরা। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ ছিল যে পরিবারের সদস্যদের নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াই কঠিন হয়ে পড়েছিল।তিনি জানান, একসময় তাঁর মেয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছিলেন। অন্যদিকে, নাতনিকে খুঁজে পাওয়ার চিন্তায় দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কোনওমতে নাতনির হাত ধরে রেখেছিলেন। কীভাবে সবাইকে নিরাপদে বাইরে নিয়ে যাবেন, তা বুঝতে পারছিলেন না।কিছুটা দূরে কয়েকজনকে পড়ে থাকতে দেখেন তিনি। স্থানীয় কয়েকজন মানুষ মণ্ডপের অংশ ভেঙে আটকে পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধারের চেষ্টা করছিলেন বলেও তাঁর দাবি। কিন্তু ততক্ষণে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থার ঘাটতি ছিল? উঠছে প্রশ্ন-চোরবাগানের দুর্ঘটনার পর ভিড় নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা, প্রবেশ ও বেরোনোর পথের ব্যবস্থা, প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকের উপস্থিতি এবং জরুরি চিকিসা পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে সরু জায়গায় বিপুল দর্শনার্থীর চাপ সামলানোর মতো ব্যবস্থা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা জরুরি। অনিঃদ্যবাবুর বক্তব্য, এত বড় পুজোয় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল। তাঁর অভিযোগ, দুর্ঘটনার সময় সেই ব্যবস্থার অভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এখনও উদ্বেগে রয়েছেন তিনি।

চোরবাগান বিপর্যয়ের পর কর্মসূচি বাতিল, শুভেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে কালীঘাটে পুজো অমিত শাহের!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৭ অক্টোবর ঃ চোরবাগান সর্বজনীনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার ছায়া কলকাতার দুর্গোসবে। মহাসপ্তমীর সন্ধ্যায় ভয়াবহ পদপিষ্টের ঘটনায় ১৯ জনের মৃত্যুর খবর সামনে আসার পর শোকপ্রকাশ করেছিলেন কেঃদ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বাতিল করেছিলেন রবিবারের একাধিক পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচিও। রবিবার সকালে কলকাতার কালীঘাট মঃদরে পুজো দিলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেঃদু অধিকারী, রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ অন্য নেতারা। কালীঘাটে পুজো দেওয়ার পর চোরবাগান বিপর্যয়ে আহতদের দেখতে হাসপাতালে যাওয়ার কথা রয়েছে শাহের। আহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও তিনি কথা বলতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, মহাসপ্তমীর রাতেই কলকাতায় পৌঁছেছিলেন অমিত শাহ। কিন্তু শহরে আসার পরেই চোরবাগান সর্বজনীনের দুর্ঘটনার খবর সামনে আসে। উত্তর কলকাতার ওই পুজোমণ্ডপে ভিড়ের চাপে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়। মণ্ডপের ভিতরে হুড়োহুড়ি ও পদপিষ্টের ঘটনায় প্রাণ হারান ১৯ জন। আহত হন আরও অনেকে। এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর পেয়ে সমাজমাধ্যমে শোকপ্রকাশ করেন কেঃদ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। রবিবার দ্বিতীয় সপ্তমীতে কলকাতার একাধিক পুজোমণ্ডপ পরিদর্শন-সহ তাঁর নানা কর্মসূচি নির্ধারিত ছিল। কিন্তু দুর্ঘটনার পর সেই সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করা হয়। উসবের আবহে এমন বিপর্যয়ে শোকস্তব্ধ শহর। রবিবার সকালে কালীঘাট মঃদিরে পৌঁছন অমিত শাহ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেঃদু অধিকারী, রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ দলের অন্যান্য নেতারা। মঃদিরে পুজো দেওয়ার পর তাঁদের পরবর্তী কর্মসূচি ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

চোরবাগানের দুর্ঘটনার পর শাহের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি বাতিল হওয়ায় তাঁর কলকাতা সফরের সূচিতে পরিবর্তন এসেছে। এখন তাঁর প্রধান কর্মসূচিগুলির মধ্যে রয়েছে দুর্ঘটনায় আহতদের সঙ্গে দেখা করা। হাসপাতালে গিয়ে তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি চিকিসার বিষয়েও খোঁজখবর নিতে পারেন কেঃদ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কালীঘাটে পুজো দেওয়ার পর অমিত শাহ চোরবাগান বিপর্যয়ে আহতদের দেখতে হাসপাতালে যাবেন বলে জানা গিয়েছে। আহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও তাঁর কথা হতে পারে। এই সফরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেঃদু অধিকারীও তাঁর সঙ্গে থাকবেন বলে খবর। দুর্ঘটনার পর থেকেই আহতদের চিকিসা এবং উদ্ধারকাজ নিয়ে তপর প্রশাসন। একাধিক পরিবারের কাছে এই বিপর্যয় অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে এনেছে। এমন পরিস্থিতিতে আহতদের সঙ্গে দেখা করা এবং তাঁদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোই শাহের পরবর্তী কর্মসূচির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে চলেছে। চোরবাগানের দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদিও। মৃতদের পরিবারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহতদের জন্যও আর্থিক সহায়তার কথা জানানো হয়েছে। উসবের মরশুমে কলকাতার এই মর্মান্তিক ঘটনা ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং পুজোমণ্ডপের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। কীভাবে এই বিপর্যয় ঘটল, নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও ঘাটতি ছিল কি না এবং ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এড়াতে কী পদক্ষেপ করা প্রয়োজন-এখন সেই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা জরুরি। কালীঘাটে পুজো দিয়ে আহতদের দেখতে হাসপাতালে যাওয়ার কথা অমিত শাহের। অন্যদিকে, চোরবাগান দুর্ঘটনার তদন্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সহায়তা করার বিষয়টিও এখন প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। শোকের আবহে কলকাতার মানুষের প্রত্যাশা, আহতেরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন এবং এই মর্মান্তিক ঘটনার প্রকৃত কারণ তদন্তে সামনে আসুক।

এসআইআর বিতর্কের মাঝেই বড় প্রস্তাব! নির্বাচন কমিশনকে চিঠি মহারাষ্ট্রের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৭ অক্টোবর ঃ এসআইআর-এ ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়লে ফের নাম তোলার প্রক্রিয়া আরও সহজ করতে চায় মহারাষ্ট্রের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। সেই লক্ষ্যে ফর্ম ৬ সংশোধনের প্রস্তাব দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর। প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য, আগে ভোটার তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা স্কুঙ-এর সময় যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের পুনরায় নাম অন্তর্ভুক্তির আবেদন করতে গিয়ে যেন নিজেদের ‘ ভোটার’ বলে ঘোষণা করতে না হয়। ফর্মের ভাষা নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করে আবেদনকারীদের জন্য সহজতর ব্যবস্থা চালুর সুপারিশ করা হয়েছে। তবে এই প্রস্তাব নিয়ে এখনও পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। ফর্ম ৬ নিয়ে আপত্তি কোথায়? সাধারণত ভোটার তালিকায় নতুন করে নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ফর্ম ৬ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু স্কুঙ-এর সময় ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিদেরও পুনরায় নাম তোলার আবেদনের জন্য এই ফর্ম জমা দিতে বলা হয়েছে।এখানেই তৈরি হয়েছে সমস্যা। ফর্মটির বর্তমান ঘোষণাপত্রে আবেদনকারীকে প্রথমবার ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করছেন বলে ঘোষণা করতে হয়। অথচ যাঁদের নাম আগে থেকেই ভোটার তালিকায় ছিল, তাঁদের ক্ষেত্রে এই ঘোষণা বিভ্রান্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে।অনেক আবেদনকারীর মনে প্রশ্ন তৈরি হতে পারে, আগে ভোটার থাকা সত্ত্বেও নিজেদের নতুন ভোটার হিসেবে ঘোষণা করলে তা কি ভুল তথ্য দেওয়া বলে বিবেচিত হবে? এই সংশয়েই অনেকে ফর্ম জমা দিতে দ্বিধা করতে পারেন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ।সূত্রের খবর, এই ব্যবহারিক সমস্যা দূর করতেই গত সপ্তাহে ফর্ম ৬ সংশোধনের প্রস্তাব নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। কী কী পরিবর্তনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে?- ‘ ভোটার’ শব্দবন্ধ বাদ ফর্ম ৬-এর শিরোনাম থেকে ‘ ভোটার’ শব্দবন্ধ তুলে দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে, যাতে আগে ভোটার তালিকায় নাম থাকা ব্যক্তিরাও আবেদন করতে অস্বস্তি বোধ না করেন।- বিকল্প ঘোষণাপত্রের ব্যবস্থা যাঁদের নাম আগে কোনও বিধানসভা কেঃদ্রের ভোটার তালিকায় ছিল, কিন্তু বর্তমানে কোনও কেঃদ্রের তালিকাতেই নেই, তাঁদের জন্য পৃথক ঘোষণার বিকল্প রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। এতে আবেদনকারীরা নিজেদের পূর্ববর্তী ভোটার পরিচয় স্পষ্টভাবে জানাতে পারবেন।- পুরনো ভোটার পরিচয়পত্রের নম্বর দেওয়ার সুযোগ আবেদনকারীরা যাতে তাঁদের আগের ভোটার পরিচয়পত্রের নম্বর উল্লেখ করতে পারেন, সেই ব্যবস্থাও চালুর প্রস্তাব রয়েছে। এর ফলে নির্বাচনী আধিকারিকদের পক্ষে আবেদনকারীর পূর্ববর্তী ভোটার তালিকাভুক্তির তথ্য যাচাই করা সহজ হতে পারে।এই পরিবর্তনগুলি কার্যকর হলে স্কুঙ-এর সময় নাম বাদ পড়া ব্যক্তিদের পুনরায় ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির আবেদন আরও স্পষ্ট ও সহজ হতে পারে। তবে প্রস্তাবগুলি এখনও নির্বাচন কমিশনের বিবেচনাধীন কি না, সে বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।ফর্ম ৬-এর ঘোষণাপত্র ঘিরে উদ্বেগের পিছনে আইনি বিষয়ও রয়েছে। ১৯৫০ সালের [illegible]-এর ৩১ নম্বর ধারায় নির্বাচনী তালিকা সংক্রান্ত আবেদনে জেনেশুনে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। এই অপরাধে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডই হতে পারে।আগে ভোটার তালিকায় নাম ছিল, কিন্তু স্কুঙ-এর পর তা বাদ পড়েছে-এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে নতুন ভোটার হওয়ার ঘোষণা বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে।

‘বাংলাদেশ বা ফ্রান্স নয় ভারত, সরকার বদলাবে শুধু নির্বাচনে’

নেহা বোরার ভিডিও শেয়ার করে বিরোধীদের নিশানা রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর ঃবাংলাদেশ ও ফ্রান্সের উদাহরণ টেনে ভারতে অশান্তি ছড়ানোর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুললেন কেঃদ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে বিরোধীদের বিক্ষোভের আবহে তাঁর মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। কেঃদ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, ভারতে সরকার পরিবর্তন হতে পারে, তবে তা একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই। কোনও বিদেশি শক্তি বা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নয়। একই সঙ্গে সমাজমাধ্যমে এআইএসএ নেত্রী নেহা বোরার একটি বিতর্কিত ভিডিও শেয়ার করে বিরোধী শিবিরকে নিশানা করেছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের সাম্প্রতিক অশান্তির মতো পরিস্থিতি ভারতেও তৈরি করার চেষ্টা হয়েছিল। রবিবার সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেন কিরেণ রিজিজু। সেখানে বাংলাদেশে হিংসা এবং ফ্রান্সে দাঙ্গা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের প্রসঙ্গ টেনে ভারতে অশান্তি ছড়ানোর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলেন তিনি। রিজিজুর দাবি, কিছু ভারত-বিরোধী গোষ্ঠী এবং কয়েক জন রাজনীতিক তরুণদের উস্কানি দিয়ে রাস্তায় হিংসা ছড়ানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। যদিও তাঁর এই অভিযোগের সমর্থনে পোস্টে কী নির্দিষ্ট প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। কেঃদ্রীয় মন্ত্রী লেখেন, বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের মতো পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করা হলেও ষড়যন্ত্রকারীরা ভুলে গিয়েছেন যে ভারত একটি আলাদা দেশ। তাঁর কথায়, ভারতে সরকার পরিবর্তন সম্ভব, কিন্তু তা নির্বাচনের মাধ্যমেই হবে। পোস্টে জর্জ সোরোসের নাম উল্লেখ করেও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলেন তিনি। রিজিজুর এই মন্তব্যের রাজনৈতিক তাপর্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, একদিকে নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে বিরোধীদের আঃদোলন চলছে, অন্যদিকে ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে তরুণদের প্রতিবাদও রাজনৈতিক আলোচনার কেঃদ্রে উঠে এসেছে। রিজিজুর পোস্টে এআইএসএ নেত্রী নেহা বোরার একটি বিতর্কিত ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে। গত ১৪ অক্টোবর সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাকারে নেহা বাংলাদেশের আঃদোলনের সঙ্গে ভারতের তরুণদের প্রতিবাদের তুলনা করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। নেহার বক্তব্য ছিল, বাংলাদেশের আঃদোলন গণতন্ত্র ও ভোটাধিকারের দাবিকে সামনে এনেছিল। তাঁর মতে, ভারতের তরুণদের আঃদোলনেও গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার রক্ষার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অধিকার, শিক্ষার বেসরকারিকরণ, শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক প্রভাব এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। নেহার অভিযোগ ছিল, দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার পরিসর সংকুচিত হচ্ছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের তরুণদের আঃদোলনের প্রসঙ্গ তুলে ভারতের জেন-জি প্রজন্মের প্রতিবাদের সঙ্গে তার তুলনা করেন তিনি। এই মন্তব্যের পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক শুরু হয়। বাংলাদেশের আঃদোলনের সঙ্গে ভারতের প্রতিবাদের তুলনা কি শুধুই গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে বক্তব্য, নাকি এর মধ্যে বৃহত্তর রাজনৈতিক বার্তা রয়েছে-তা নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হয়। নেহা বোরার বক্তব্যকে কেঃদ্র করে প্রশ্ন উঠেছে, বাংলাদেশের মতো সরকার বা শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের কোনও পরিকল্পনা কি ভারতে রয়েছে? তবে এমন কোনও ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে, এমন তথ্য সামনে আসেনি। রিজিজুর বক্তব্য মূলত এই বিষয়ে তাঁর রাজনৈতিক অভিযোগ ও আশঙ্কারই প্রকাশ। বিজেপি দীর্ঘদিন ধরেই মার্কিন ধনকুবের জর্জ সোরোস এবং তাঁর সংস্থা ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশনকে ঘিরে বিভিন্ন রাজনৈতিক অভিযোগ তুলে এসেছে। দলের একাংশের দাবি, বিদেশি অর্থ ও প্রভাবের মাধ্যমে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের চেষ্টা হয়।

ছ'মাস পর্যন্ত শিশুদের খাদ্যপণ্যে সুক্রোজ ও ফ্রুক্টোজ মেশানোয় নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব এফএসএসএআইয়ের

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর ঃ ছ'মাস পর্যন্ত বয়সি শিশুদের জন্য তৈরি খাদ্যপণ্যে সুক্রোজ ও ফ্রুক্টোজ মেশানো নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছে ভারতীয় খাদ্য সুরক্ষা ও মান কর্তৃপক্ষ (এফএসএসএআই)। এ জন্য 'খাদ্য সুরক্ষা ও মান (শিশু পুষ্টির জন্য খাদ্যপণ্য) বিধি, ২০২০'-এ সংশোধনের খসড়া প্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ। শনিবার এফএসএসএআই জানিয়েছে, 'খাদ্য সুরক্ষা ও মান (শিশু পুষ্টির জন্য খাদ্যপণ্য) সংশোধনী বিধি, ২০২৬'-এর খসড়া ১৬ অক্টোবর ভারতের সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। শিশুদের বয়স অনুযায়ী পুষ্টির চাহিদা বিবেচনায় রেখে তাদের খাদ্যপণ্যে অতিরিক্ত শর্করার ব্যবহার সীমিত করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। বর্তমান নিয়মে জন্ম থেকে ২৪ মাস পর্যন্ত শিশুদের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির পুষ্টিকর খাদ্যপণ্যের পুষ্টিগত গঠন, গুণমান ও সুরক্ষার মান নির্ধারণ করা রয়েছে। এতে কার্বোহাইড্রেটের পছন্দসই উৎস হিসেবে ল্যাকটোজ ও গ্লুকোজ পলিমারের উল্লেখ রয়েছে। তবে নির্ধারিত সীমার মধ্যে সুক্রোজ ও ফ্রুক্টোজ ব্যবহারের অনুমতিও রয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে ছ'মাস পর্যন্ত শিশুদের জন্য তৈরি খাদ্যপণ্যে সুক্রোজ ও ফ্রুক্টোজ মেশানোর উপর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে। খসড়া অনুযায়ী, এই বয়সের শিশুদের জন্য নির্ধারিত খাদ্যপণ্যে ওই দুই ধরনের শর্করা যোগ করা যাবে না। এফএসএসএআইয়ের মতে, জীবনের প্রথম ছ'মাস শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই সময়ে শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্যপণ্যে অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত শর্করা মেশানো এড়ানো জরুরি। কম বয়সে অতিরিক্ত শর্করা গ্রহণের ফলে সম্ভাব্য স্বাস্থ্যঝুঁকি, বিশেষত শৈশবে স্থূলতা ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যার ঝুঁকি কমানোর বৃহত্তর উদ্যোগকেও এই প্রস্তাব সমর্থন করবে। জীবনের প্রথম ছ'মাস শুধুমাত্র স্তন্যপান করানোর বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুপারিশের সঙ্গেও এই প্রস্তাব সামঞ্জস্যপূর্ণ। এফএসএসএআই জানিয়েছে, শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্যপণ্যের মান আরও শক্তিশালী হলে নির্মাতারা শিশুদের নির্দিষ্ট পুষ্টির চাহিদা অনুযায়ী পণ্য তৈরিতে উৎসাহিত হবেন। খসড়া বিজ্ঞপ্তির উপর সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির কাছ থেকে আপত্তি ও পরামর্শ চাওয়া হয়েছে। সরকারি গেজেটের প্রতিলিপি জনসাধারণের জন্য উপলব্ধ হওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপত্তি ও পরামর্শ জমা দেওয়া যাবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত মতামত বিবেচনা করার পর সংশোধনীটি চূড়ান্ত করবে এফএসএসএআই।

বিহারের সারণে ছাপরায় ডান্ডিয়া উৎসব অনুষ্ঠিত

সারণ, ১৭ অক্টোবর ঃ বিহারের সারণ জেলার জান্নাত প্যালেসে 'রোটারি ক্লাব অফ সারণ'-এর তত্ত্বাবধানে এক জাঁকজমকপূর্ণ ডান্ডিয়া উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। শুক্রবার রাত ৮টায় শুরু হওয়া এই বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি গভীর রাত পর্যন্ত অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবে আয়োজক প্রতিষ্ঠান 'রাজেশ ফ্যাশন'-এর পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, এই ডান্ডিয়া নাইট বা ডান্ডিয়া সন্ধ্যার মূল আকর্ষণ ছিল ঐতিহ্যবাহী সংগীত, মনোমুগ্ধকর নৃত্য এবং উৎসবের এক দারুণ মেলবন্ধন, যা উপস্থিত সকল দর্শক ও অতিথিদের মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বাসিন্দারা ঐতিহ্যবাহী ও রঙিন পোশাকে সজ্জিত হয়ে ডান্ডিয়ার ছন্দে নেচে-গেয়ে এই আনন্দে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং উৎসবের আমেজ উপভোগ করেন। ছাপরার প্রাক্তন বিধায়ক ড. সি. এন. গুপ্তা সহ শহরের বহু বিশিষ্ট ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এই অনুষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে যে মনোরম সাংস্কৃতিক আবহ তৈরি হয়েছিল, তাঁরা তার উচ্চ প্রশংসা করেন।

দক্ষিণ ভারতের একাধিক রাজ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আইএমডি-র

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর ঃ দক্ষিণ ভারতের একাধিক রাজ্যে আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। একই সঙ্গে দেশের বেশ কয়েকটি অংশে বজ্রবিদ্যুৎ- সহ ঝড়ের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সাউথ ইন্টেরিয়র কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং কাড়াইকালে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এর পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশ, উপকূলীয় কর্ণাটক, কেরল এবং মাহেতেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। বৃষ্টির পাশাপাশি বজ্রপাতের সতর্কতাও জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। পূর্বাভাসে বলা হয়েছে- ছত্তিশগড়, উপকূলীয় কর্ণাটক, গোয়া, মধ্যপ্রদেশ, মরাঠওয়াড়া এবং ওড়িশার বিচ্ছিন্ন কিছু এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ- সহ ঝড় ও বজ্রপাত হতে পারে। খারাপ আবহাওয়ার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

হিমাচলে ফের তুষারপাত

শিমলা, ১৭ অক্টোবর ঃ হিমাচল প্রদেশের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে নতুন করে হওয়া তুষারপাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে স্বাভাবিক জনজীবন। চাম্বা জেলার গুরুত্বপূর্ণ সাচ পাসে প্রায় এক ফুট পুরু বরফ জমে যাওয়ায় বৈরাগড়-সাচ পাস-কিল্লার সড়ক সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে শনিবার চাম্বা জেলা সদরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে দুর্গম পাঙ্গি উপত্যকার। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, কেবল চাম্বাই নয়, লাহুল-স্পিতি এবং কাংড়ার উঁচু পাহাড়ি এলাকাগুলিতেও ভারী তুষারপাত নথিভুক্ত হয়েছে। তাপমাত্রা দ্রুত নেমে যাওয়ার পাশাপাশি রাস্তাঘাট পিচ্ছিল ও বরফাবৃত হয়ে পড়ায় পাহাড়ি পথে যান চলাচল বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছে প্রশাসন এবং স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

রাজস্থানে বৃষ্টির জেরে আবহাওয়ায় বদল, সকাল-সন্ধ্যায় বাড়ছে শীতের আমেজ

জয়পুর, ২৩ অক্টোবর ঃ রাজস্থানে পশ্চিমা ঝঞ্ঝার প্রভাবে হওয়া বৃষ্টিপাত আবহাওয়ার পরিবর্তন এনেছে। অনেক জেলায় সকাল ও সন্ধ্যায় শীতলতা বেড়েছে এবং সঙ্গে রয়েছে প্রবল বাতাস। দিনের তাপমাত্রাও ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমে গেছে। অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে আবহাওয়ার এই পরিবর্তন গরম থেকে স্বস্তি আনলেও কৃষকদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, এই বৃষ্টিতে মাঠের কাটা ফসল নষ্ট হযে. যেতে পারে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে,বিগত ২৪ ঘণ্টায় জয়পুর, যোধপুর, আজমির, পালি, দৌসা, আলওয়ার, ভরতপুর, ধোলপুর, টঙ্ক এবং করৌলি সহ বেশ কয়েকটি জেলায় প্রবল বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টিপাত হযেছে। শুক্রবার সকালে করৌলিতে ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ায় আবহাওয়ায় শীতলতা এসেছে। রাজধানী জয়পুরে বৃষ্টির পর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল এবং সারাদিন আবহাওয়া. তুলনামূলকভাবে শীতল ছিল। বৃষ্টি ও মেঘের প্রভাবে রাজ্যের অনেক শহরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কমেছে। আলওয়ার, বিকানের এবং ফতেহপুরে দিনের তাপমাত্রা প্রায় ছয় ডিগ্রি কমেছে। আলওয়ারে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, অন্যদিকে মাউন্ট আবুতে রেকর্ড করা হয়েছে ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাজধানী জয়পুরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পিলানিতে রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পশ্চিম রাজস্থানেও তাপপ্রবাহ কমেছে। বারমেরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং চিতোরগড়ে ছিল ৩৮ ডিগ্রি সেলসিযাস। আবহাওয়া দফতরের মতে, রাজ্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমার সম্ভাবনা রযেছে এবং আবহাওয়া পরিষ্কার থাকবে। আগামী চার থেকে পাঁচ দিনে তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে, যা দিনের বেলায় গরম বাড়িয়ে দেবে। তবে, সকাল ও সন্ধ্যায় আবহাওয়া শীতল থাকতে পারে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, অক্টোবরের শেষ কয়েকদিন এবং নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পাহাড়ি এলাকায় তুষারপাতের ফলে উত্তর ভারত থেকে শীতল বাতাস রাজস্থানে পৌঁছাতে পারে। এর ফলে রাজ্যের তাপমাত্রা প্রায় পাঁচ ডিগ্রি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রযেছে। ফলস্বরূপ, আগামী দিনগুলিতে রাজস্থানে শীত ধীরে ধীরে আরও তীব্র হতে পারে।

ডাল লেকে দূষণ রোধে বড় পদক্ষেপ, জ্বালানি চালিত মোটর বোট ও ওয়াটার স্কি নিষিদ্ধ করল হাইকোর্ট

শ্রীনগর, ১৭ অক্টোবর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের বিশ্বখ্যাত ডাল লেকের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে কঠোর অবস্থান নিল জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ হাইকোর্ট। হ্রদে পেট্রোল-ডিজেল চালিত মোটর বোট এবং ওয়াটার স্কি (জেট স্কি) পরিচালনার ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আদালত। উচ্চ আদালতের এই রায়কে পরিবেশপ্রেমী ও স্থানীয় বাসিন্দারা স্বাগত জানালেও, বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় জীবিকা হারানোর আশঙ্কায় গভীর উদ্বেগে পড়েছেন বোট চালক ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা। আদালত সূত্রে জানা গেছে, ডাল লেকের জলে বিষাক্ত তেল ও জ্বালানি মিশে জলদূষণ চরম আকার ধারণ করায় এবং বোটের তীব্র আওয়াজে হ্রদের বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী কাশ্মীরি শিকারার পাশাপাশি যান্ত্রিক এই বোটগুলি দীর্ঘ দিন ধরে পর্যটন ব্যবসায় ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, হ্রদের জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষার্থে জ্বালানি চালিত সমস্ত যান্ত্রিক জলযানের চলাচল অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। আদালতের এই ঐতিহাসিক নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে পরিবেশবিদ ও স্থানীয়দের একাংশ জানিয়েছেন, ডাল লেককে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে এমন কড়া পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল দীর্ঘ দিন ধরেই। তবে অন্য প্রান্তে তৈরি হয়েছে জীবিকার সংকট। মোটর বোট চালক ও বোট মালিকদের দাবি, হঠাৎ এই নিষেধাজ্ঞার ফলে বহু পরিবার রাতারাতি কর্মহীন হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে পড়ল। আদালতের রায়কে সম্মান জানিয়ে অবিলম্বে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিবেশবান্ধব ব্যাটারি বা সৌরশক্তি চালিত বোট কেনার জন্য ভর্তুকি প্রদান ও উপযুক্ত পুনর্বাসনের দাবি তুলেছেন তাঁরা।

ইডব্লিউএস সংরক্ষণের যোগ্যতার নিয়ম বদল নিয়ে শীঘ্রই সমাধানঃ গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত

জোধপুর, ১৭ অক্টোবর ঃ আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির (ইডব্লিউএস) সংরক্ষণের যোগ্যতার নিয়মে পরিবর্তন নিয়ে ইতিবাচক ইঙ্গিত দিলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। তিনি জানান, এই নিয়ম পরিবর্তনের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের স্তরে আলোচনা চলছে। সম্প্রতি এ নিয়ে একটি বৈঠকও হয়েছে। তাঁর আশা, শীঘ্রই এই বিষয়ে কোনও সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসবে। শনিবার জোধপুর সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় শেখাওয়াত বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ করেছিলেন। ২০১৪ -১৫ সালেও তিনি লোকসভায় এই বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার সরব হয়েছিলেন। তবে সংরক্ষণের জন্য বর্তমানে নির্ধারিত যোগ্যতার নিয়মে কৃষিনির্ভর পরিবারগুলির প্রতি সুবিচার হচ্ছে না। তিনি বলেন, গ্রামীণ এলাকার যে পরিবারগুলির জীবিকার একমাত্র অবলম্বন কৃষিকাজ, কিংবা শহরে বসবাস করলেও যেসব পরিবারের আয় কৃষির উপর নির্ভরশীল, বর্তমান যোগ্যতার বিধানে তাদের স্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষা হচ্ছে না। শেখাওয়াত জানান, বিষয়টি সরকারের কাছে তোলা হয়েছিল। কিন্তু 'ইয়ুথ ফর ইক্যুয়ালিটি'-র দায়ের করা বিশেষ অনুমতিমূলক আবেদন (এসএলপি) সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন থাকায় সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। এখন সেই আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় গোটা দেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করবে। কয়েকটি রাজ্য অবশ্য বর্তমান নিয়মে পরিবর্তনের পক্ষে নয়। তাই সব দিক খতিয়ে দেখে সমাধান খোঁজার চেষ্টা চলছে। **রাজস্থানি ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিয়েও আশাবাদী**- রাজস্থানি ভাষাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নে শেখাওয়াত বলেন, ১৯৯১ সাল থেকেই তিনি এই দাবির আন্দোলনের সঙ্গে রয়েছেন। এটি রাজস্থানের মানুষের আত্মপরিচয় ও মর্যাদার প্রশ্ন। তাঁর বক্তব্য, বিভিন্ন ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার ৩২টিরও বেশি প্রস্তাব এখনও বিবেচনাধীন রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এ বিষয়ে কাজ করছে। সরকারের স্তরে আলোচনা চলছে এবং শীঘ্রই সিদ্ধান্ত হবে বলে তিনি আশাবাদী। রাজস্থানি ভাষার স্বীকৃতির দাবির পক্ষে আন্তর্জাতিক স্তরে পাওয়া স্বীকৃতির কথাও উল্লেখ করেন তিনি। শেখাওয়াতের দাবি, রাজস্থানি, ভোটি ও ভোজপুরি ভাষার বিশেষত্ব হল, ভারতের বাইরেও বিভিন্ন দেশে এগুলির পরিচিতি ও স্বীকৃতি রয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, নেপালে রাজস্থানি ভাষা, হিমালয় অঞ্চলের দেশগুলিতে ভোটি এবং গিরমিটিয়া ভারতীয়দের মাধ্যমে একাধিক দেশে ভোজপুরি পরিচিতি পেয়েছে। এই পরিস্থিতি ভাষাগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিকে আরও জোরালো করে। পঞ্চায়েত নির্বাচনেও জয়ের আশা বিজেপির- রাজস্থানে আসন্ন পঞ্চায়েতি রাজ নির্বাচনে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বার্তা দেওয়ার প্রশ্নে শেখাওয়াত বলেন, বিজেপির কর্মীরা শুধু নির্বাচনের সময় সক্রিয় থাকেন না। তাঁরা পাঁচ বছর ধরেই সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন, সংগঠনের বিস্তার ঘটান, সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করেন এবং দলের আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যান। নির্বাচনের সময় এই সমস্ত প্রচেষ্টাকে একত্রিত করে জয়ের লক্ষ্যে কাজ করা হয়। তিনি বলেন, রাজ্যে 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকাতেও তৃতীয় ইঞ্জিন যুক্ত করাই বিজেপির লক্ষ্য। শহরাঞ্চলে পুরসভা নির্বাচনের মাধ্যমে দল ইতিমধ্যেই তৃতীয় ইঞ্জিন যুক্ত করেছে বলে দাবি করেন তিনি। শেখাওয়াতের দাবি, রাজস্থানের ৭০ শতাংশেরও বেশি পুরসভা ও নগর স্থানীয় সংস্থায় বিজেপির বোর্ড রয়েছে। আসন্ন পঞ্চায়েতি রাজ নির্বাচনেও প্রায় একই ধরনের ফল পাওয়ার আশা করছেন তাঁরা।

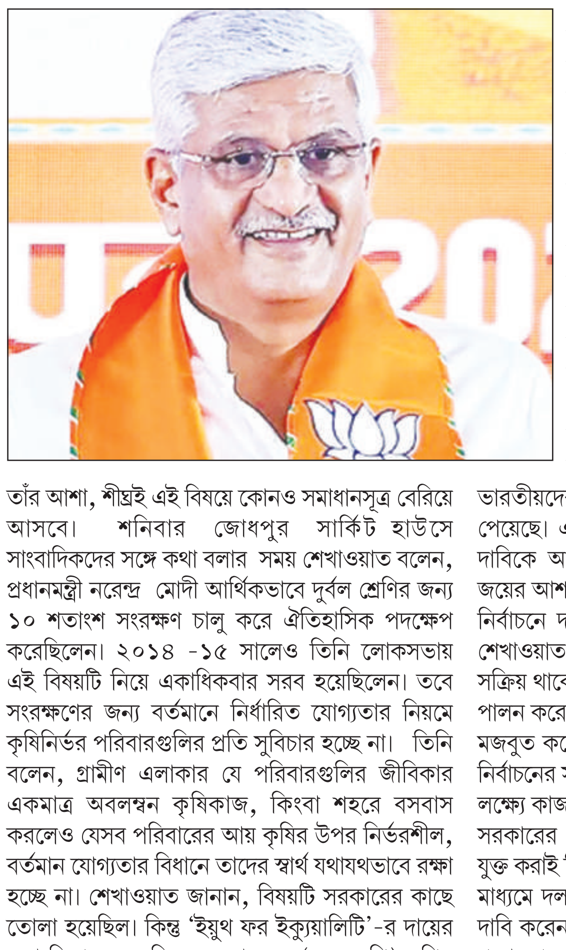

মহাসপ্তমীর পুণ্যলগ্নে দেবীবন্দনা, মাতোয়ারা আপামর বাঙালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অক্টোবর ঃ শিউলিঝরা সকাল আর ঢাকের তালে সূচনা হলো মহাসপ্তমীর। ভোরের আলো ফুটতেই গঙ্গার ঘাটগুলিতে ভিড় জমিয়েছিলেন পুরোহিত ও ভক্তরা- উদ্দেশ্য নবপত্রিকা বা 'কলাবউ' স্নান। শাস্ত্রমতে দেবীর নয়টি রূপের প্রতীক এই নবপত্রিকাকে স্নান করিয়ে মণ্ডপে নিয়ে আসার পরেই শুরু হয় সপ্তমীবিহীত পুজো। ঢাকের বাদ্যি, ধুনুচি আর কাঁসর-ঘণ্টার ধ্বনিতে জেগে উঠেছে শহরের প্রতিটি অলিগলি। সকাল থেকেই বারোয়ারি মণ্ডপ থেকে শুরু করে বনেদি বাড়ির উঠোনে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার লম্বা লাইন। পাটভাঙা শাড়ি আর নতুন পাঞ্জাবিতে সেজে আট থেকে আশি-সব বয়সের মানুষ শামিল হয়েছেন দেবীবন্দনায়। বেলুড় মঠ থেকে শুরু করে বাগবাজার সার্বজনীন-সকাল থেকেই ভক্তির আবহে মিশেছে মিলনের সুর। শ্রীভূমি, সুরুচি সংঘ, টালা প্রত্যয় কিংবা চেতলা অগ্রণীর মতো বিগ বাজেটের মণ্ডপগুলিতে আলোর কারুকার্য দেখতে জনস্রোত শুরু হয়েছে। ট্র্যাফিক ও নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণে তপর কলকাতা পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকরা। সবমিলিয়ে মহাসপ্তমীতে আনন্দে মাতোয়ারা আপামর বাঙালি।

উর্বানা মোড়ে দুর্ঘটনা মৃত যুবক, জখম সহযাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অক্টোবর ঃ শনিবার ভোরে কলকাতার চৌবাগা রোড ও আনন্দপুর রোডের সংযোগস্থল উর্বানা মোড়ে বাইক ও টয়োটা ফরচুনারের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক যুবকের। দুর্ঘটনায় বাইকের পিছনে বসে থাকা আরও এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর গাড়ি ফেলে পালিয়ে যান চারচাকা গাড়ির চালক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার ভোর আনুমানিক ৪টা ২০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, WB-20BY-9669 নম্বরের একটি বাইকে দুই যুবক চৌবাগা রোড ধরে দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাচ্ছিলেন। উর্বানা মোড়ে আনন্দপুর রোডের দিকে বাঁক নেওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে আসা UP-32QB-0070 নম্বরের কালো রঙের টয়োটা ফরচুনারের সঙ্গে বাইকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের জেরে বাইকচালক প্রত্যুষ পানাই (৩০) রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর মাথায় আঘাত পান। তাঁকে এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাইকের পিছনে থাকা প্রসূন কুমার (২৭), ঝাড়খণ্ডের গোড্ডা জেলার গান্ধীনগরের বাসিন্দা এবং মেঘনাদ সাহা ইনস্টিটিউটের ছাত্র, চিকিৎসার জন্য রুবি হাসপাতালে ভর্তি হন। পুলিশের প্রাথমিক দাবি, দুর্ঘটনার সময় বাইকচালক ও সহযাত্রী কেউই হেলমেট পরেননি। তাঁরা মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন বলেও জানানো হয়েছে। দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। দুটি গাড়িই নিরাপত্তার স্বার্থে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পলাতক চালকের খোঁজ চলছে।

রামলীলা ময়দানে ১ নভেম্বর জনসভার অনুমতি পেল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর ঃ আগামী ১ নভেম্বর দিল্লির ঐতিহাসিক রামলীলা ময়দানে বড় ধরনের রাজনৈতিক সমাবেশ ও জনসভা আযোজনের জন্য কংগ্রেস দলকে আনুষ্ঠানিক অনুমতি দিয়েছে দিল্লি পুলিশ। পুলিশের তরফে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় অনাপত্তি শংসাপত্র বা নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) ইতিমধ্যেই প্রদান করা হয়েছে। মধ্য দিল্লি জেলার উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসিপি) রোহিত রাজবীর সিং জানিয়েছেন, কংগ্রেস ১ নভেম্বর রামলীলা ময়দানে এই সমাবেশের পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং এই বিষয়ে নির্দিষ্ট এনওসি বা ছাড়পত্রের জন্য পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। নির্ধারিত স্থানে প্রস্তুতি ও সমাবেশ সফলভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে ২৫ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের জন্য এই এনওসি জারি করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, এই সমাবেশ চলাকালীন এলাকার সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখা, যান চলাচল সুচারু রাখা এবং সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি ও নিরাপত্তা এজেন্সির সঙ্গে সমন্বয় বজায় রেখে বিশেষ ট্রাফিক ও নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হচ্ছে।

'কুমহারার সেবা সহায়তা পোর্টাল' চালু করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন

পাটনা, ১৭ অক্টোবর ঃ পাটনার কুমহরার বিধানসভা এলাকার বাসিন্দাদের সমস্যা দ্রুত সমাধান এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির কার্যকর নিষ্পত্তির লক্ষ্যে শনিবার 'কুমহারা সেবা সহাযতা পোর্টাল-আপনার বিধায়ক সর্বদা আপনার পাশে, জনসেবায় নিবেদিত' চালু করা হযেছে। রাজেন্দ্রনগরের গণপতি উৎসব হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পোর্টালটির উদ্বোধন করেন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। অনুষ্ঠানে বিজেপির বিহার প্রদেশ সভাপতি সঞ্জয় সরাবগি, কুমহরারের বিধায়ক সঞ্জয় গুপ্ত-সহ দলের একাধিক প্রবীণ নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই পোর্টালের মূল উদ্দেশ্য হল বিধানসভা এলাকার বাসিন্দাদের সমস্যাগুলি সংশ্লিষ্ট দফতর ও আধিকারিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং সেগুলির সমাধানের প্রক্রিয়াকে সহজ ও কার্যকর করে তোলা। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিজেদের সমস্যা এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষযগুলি তুলে ধরতে পারবেন। এই উদ্যোগ জনসাধারণ ও জনপ্রতিনিধির মধ্যে যোগাযোগ আরও মজবুত করার পাশাপাশি জনসমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়াকে সুসংগঠিত করতে সাহায্য করবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির বিহার প্রদেশ সভাপতি সঞ্জয় সরাবগি এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বিজেপি জনসেবা এবং মানুষের সমস্যার সমাধানে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে। মানুষের অসুবিধা দূর করা এবং তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করে তোলা দলের কর্মসংস্কৃতির অংশ। কুমহরার সেবা সহায়তা পোর্টাল সেই ভাবনারই প্রতিফলন। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ নিজেদের বক্তব্য জানানোর একটি সহজ মাধ্যম পাবেন। সরাবগি বলেন, প্রযুক্তির ব্যবহার তখনই সার্থক হয়, যখন তার সুফল সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছেও পৌঁছায়। ডিজিটাল মাধ্যমে জনসমস্যা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এই উদ্যোগ জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহি বাড়াতে এবং জনগণের সঙ্গে আরও ভালো সমন্বয় গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তিনি একে জনসেবার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, বিজেপির লক্ষ্য শুধু উন্নয়নমূলক প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নয়, মানুষের সমস্যার কথা শোনা এবং তার সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়াও। জনগণের আস্থা ও সহযোগিতার মাধ্যমেই জনকল্যাণমূলক প্রচেষ্টা আরও শক্তিশালী হয়। কুমহরারের বিধায়ক সঞ্জয় গুপ্ত বলেন, এই পোর্টাল চালুর মূল উদ্দেশ্য হল এলাকার বাসিন্দাদের সমস্যাগুলি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া, জনস্বার্থের বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং সমাধানের প্রক্রিয়াকে সহজ করা। তিনি বলেন, কুমহরারের মানুষের সেবায় তিনি সর্বদা নিবেদিত থাকবেন। পোর্টালটি জনগণ ও তাঁর মধ্যে যোগাযোগের একটি কার্যকর মাধ্যম হয়ে উঠবে। অনুষ্ঠানে পদ্মশ্রী ড. আর এন সিং, পদ্মশ্রী ড. শান্তি রায়, বিজেপির প্রদেশ সহ-সভাপতি অনামিকা পাসওয়ান, পাটনা মহানগর সভাপতি রূপ নারায়ণ কুশওয়াহা, প্রদেশ মিডিয়া ইনচার্জ দানিশ ইকবাল, প্রদেশ সহ-মিডিয়া ইনচার্জ অমিত প্রকাশ বাবলু-সহ দলের একাধিক পদাধিকারী, ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং বহু কর্মী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন অজয় মিশ্র।

২২৬ বছরে পদার্পণ সিঙ্গাবাদ-তিলাসন জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজোর, অটুট প্রাচীন ঐতিহ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৩ অক্টোবর ঃ সময়ের সঙ্গে বদলেছে অনেক কিছু। হারিয়ে গেছে জমিদারি প্রথা, কমেছে পুরনো জৌলুস। কিন্তু আজও অটুট রযেছে প্রাচীন রীতিনীতি ও ঐতিহ্য। ২২৬ বছরে পদার্পণ করল মালদার হবিবপুর ব্লকের তিলাসন এলাকার সিঙ্গাবাদ-তিলাসন জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজো। শতাব্দীপ্রাচীন এই পুজোকে ঘিরে এবারও এলাকায় উৎসবের আবহ। পুরনো জমিদার বাড়িতে দুর্গাপুজো উপলক্ষে চলছে জোরকদমে প্রস্তুতি। রায় পরিবারের উদ্যোগে আযোজিত এই পুজো শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং এলাকার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে এই পুজোর আযোজন করে আসছে পরিবারটি। সময় বদলালেও পুজোর প্রাচীন রীতিনীতি ধরে রাখার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এই পুজোর অন্যতম আকর্ষণ প্রাচীন কিছু আচার। প্রচলিত রীতি অনুযাযী, সপ্তমীর সকালে সীমান্তের ওপার থেকে ঘট আনা হয়। পাশাপাশি, পাঁচ রাউন্ড গুলির শব্দের মধ্য দিয়ে দেবীর আরাধনা শুরুর রীতিও আজও বজায় রয়েছে বলে জানা যায়। পুরনো জমিদার বাড়ির দুর্গাপুজোকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও উৎসাহ দেখা যায়। ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও পারিবারিক পরম্পরার মেলবন্ধনে ২২৬ বছরের এই পুজো আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। পুরনো রীতিনীতি বজায় রেখেই এবারও দেবী দুর্গার আরাধনায় মেতেছে রায় পরিবার।

চুঁচুড়ার সানন্দা বারিকের মৃত্যুর আসল কারণ এখনও স্পষ্ট নয়, গ্রেফতার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১৭ অক্টোবর ঃ অবশেষে শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করে চুঁচুড়া থানার পুলিশ। পঞ্চমীর সন্ধ্যায় বন্ধ ঘর থেকে স্ত্রীর রক্তাক্ত দেহ পর থেকেই খোঁজ মিলছিল না স্বামী মদনমোহন বারিকের। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, সাংসারিক অশান্তি এবং বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের সন্দেহ থেকেই স্ত্রীকে খুন করে থাকতে পারে অভিযুক্ত। তবে হুগলির চুঁচুড়ার প্রতাপপুরের সানন্দা বারিকের মৃত্যুর আসল কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। অভিযুক্তকে জেরা করে পুরো বিষয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, গলা টিপে খুন করা হয়েছে সানন্দাকে। তবে, তাঁরা মাথায় আঘাতে চিহ্ন রয়েছে। ফলে, খুনের প্রকৃত কারণ জানা যাবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই, এমনটাই জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে বন্ধ ঘর থেকে সানন্দার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার পরে থেকেই মদনমোহনের ফোন বন্ধ ছিল এবং তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। এর পরেই সানন্দার পরিবারের পক্ষ থেকে চুঁচুড়া থানায় জামাইয়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে নেমে পুলিশের সন্দেহ হয় মদনমোহনের উপর। গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। ওড়িশার বালেশ্বরের বাসিন্দা মদনমোহনের সঙ্গে প্রায় ১৩ বছর আগে বিয়ে হয়েছিল সানন্দার।

যাদবপুরে বামেদের বুক স্টল ভাঙাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অক্টোবর ঃ দুর্গাপূজার মরসুমে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে বামপন্থীদের বুক স্টল ভাঙচুর বা তুলে দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে। এর জেরে শনিবার সন্ধ্যায় যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটি বুক স্টল উচ্ছেদ করাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘটনাস্থলে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানো হয় এবং স্টলটি ভাঙার জন্য বুলডোজার পর্যন্ত নিয়ে আসা হয় বলে অভিযোগ। গত কয়েক দিন ধরেই পূজার মণ্ডপগুলির আশপাশে বামেদের বুক স্টলগুলিতে বাধা দেওয়ার একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে। শনিবার সন্ধ্যায় যাদবপুর ৮বি সংলগ্ন এলাকায় সিপিএমের একটি বুক স্টল সরাতে পুলিশ নির্দেশ দেয় বলে অভিযোগ ওঠে। এর পরেই পুলিশ ও সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে তীব্র বচসা ও বাদানুবাদ শুরু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী এবং রাজ্য কমিটির সদস্য সুদীপ সেনগুপ্ত-সহ একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব। পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ তাঁদের উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা চলে। স্টলটি অপসারণ বা সরানোর ক্ষেত্রে পুলিশের কাছে কোনো বৈধ আইনি নির্দেশ বা লিখিত নোটিশ রয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বাম নেতারা। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে এলাকায় ব্যাপক জনস্রোত ও উত্তেজনা তৈরি হয়। ঘটনাস্থলে বহু বাম কর্মী-সমর্থক জড়ো হয়ে স্লোগান দিতে শুরু করেন। অভিযোগ ওঠে, স্টলটি ভেঙে ফেলার জন্য পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে একটি বুলডোজার আনা হয়েছিল। বুলডোজার দেখে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে এবং ক্ষুব্ধ বাম কর্মী-সমর্থকেরা বুলডোজারের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ দেখাতে শুরু করেন। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে পড়ে আপাতত সিপিএমের ওই বুক স্টলটি সরানো সম্ভব হয়নি এবং বাম সমর্থকেরা ঘটনাস্থলে অন। থেকে বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন।

রাশিফল

মেষঃআজ মেষ রাশির জাতকদের জন্য দারুণ একটি দিন হতে চলেছে। আপনার সম্পর্কগুলিতে উষ্ণতা ও সুখ বজায় থাকবে। আজ আপনি প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানোর পরিকল্পনা করবেন।

বৃষঃআজ আপনি নিজের মধ্যে নতুন শক্তি ও উদ্দীপনা অনুভব করবেন, যা আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে অনুপ্রাণিত করবে। ।

মিথুনঃকিছু মানসিক চাপ থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজ, আপনি আপনার ভাই বা বোনের সাহায্য থেকে সুবিধা পেতে পারেন।

কর্কটঃ আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু একজন স্বার্থপর বদরাগী ব্যক্তিকে এড়িয়ে চলবেন কারণ তিনি আপনাকে কিছু মানসিক উত্তেজনা দেবে যা পুনরায় সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।

সিংহ ঃ আজ আপনার জন্য কিছু চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে। আপনার জীবনে অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি নতুন পদ্ধতির প্রয়োজন অনুভব করতে পারেন। শুভদিন।

কন্যাঃ আজ কন্যা রাশির জাতকদের জন্য একটি অত্যন্ত বিশেষ দিন। আপনার চারপাশে প্রচুর শক্তি অনুভব করবেন। এই সময়ে আপনি আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে গভীর বোঝাপড়া এবং নিষ্ঠা নিয়ে আসবেন। সংসারে শান্তি হতে পারে

তুলাঃ কোন ঝগড়াটে ব্যক্তির সাথে বিবাদ আপনার মেজাজ খারাপ করতে পারে। বিবেচক হোন এবং যদি পারেন তাহলে এটি এড়িয়ে যান, যেহেতু সংঘর্ষ এবং অতিরিক্ত উত্তেজনা কখনোই আপনাকে সাহায্য করবে না। শুভদিন হবে।

বৃশ্চিকঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। যদিও অর্থ আপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদান, তবে এর প্রতি এত সংবেদনশীল হয়ে উঠবেন না যে এটি আপনার সম্পর্কগুলিকে নষ্ট করে। আপনি আপনার পরিবারের জন্য কতটা যত্ন করেন তা উপলব্ধি করার জন্য তাদেরকে মৌখিক এবং অমৌখিক বার্তা দেওয়া বজায় রাখুন।

ধনুঃ আজকের দিনটি চমকার হতে চলেছে। আপনার আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচকতা আরও বৃদ্ধি পাবে। নতুন অভিজ্ঞতার জন্য এই সময়টি অনুকূল, যা আপনার ব্যক্তিত্বকে আরও সমৃদ্ধ করার সুযোগ দেবে। ।

মকরঃ আজকের আকাশ অত্যন্ত শুভ ইঙ্গিত দিচ্ছে। আজ আপনার জন্য নতুন করে শুরু করার সময়।

কুম্ভঃআজ আপনার নিজের জন্য যথেষ্ট সময় থাকবে, তাই আপনার স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য দীর্ঘক্ষণ হাঁটার জন্য যেতে পারেন। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে।

মীনঃ কিছু সৃজনশীল কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখুন। বিবেচকের মত বিনিয়োগ করুন। সংসারে শান্তি।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশে অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

পঞ্চাশের দোরগোড়ায় সাবেকি বাংলার নস্টালজিয়া, রামকৃষ্ণপুর দেশপ্রিয় ঠাকুর পাঠকেন্দ্রের ভাবনায় 'সাবেকিআনায় মা দুর্গা'

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৭ অক্টোবর ঃ পঞ্চাশের দোরগোড়ায়

সাবেকি বাংলার নস্টালজিয়া, রামকৃষ্ণপুর দেশপ্রিয় ঠাকুর পাঠকেন্দ্রের ভাবনায় 'সাবেকিআনায় মা দুর্গা'। সময় বদলেছে, বদলেছে পুজোর আয়োজনের ধরনও। থিমের বৈচিত্র্য আর আধুনিকতার ভিড়ে কোথাও যেন হারিয়ে যেতে বসেছে বাঙালির চিরচেনা সাবেকিয়ানা। সেই হারানো দিনের স্মৃতিকেই এবারের দুর্গোৎসবে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর দেশপ্রিয় ঠাকুর পাঠকেন্দ্র। পুজোর পঞ্চাশতম বছরে তাদের নিবেদন 'সাবেকিআনায় মা দুর্গা'। অনন্তরাম মুখার্জি লেনের এই বারোয়ারি পুজোয় মণ্ডপজুড়ে রয়েছে বাঙালির ঘরোয়া সংস্কৃতি ও বনেদি ঐতিহ্যের ছাপ। হাতপাখা, কুলো, লাল চেলি ও সোলার ফুলের মতো পরিচিত উপকরণ দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপ। আয়োজনের প্রতিটি পরতে রয়েছে সাবেকি বাংলার চেনা রূপকে নতুন করে আবিষ্কারের প্রয়াস। বনেদি বাড়ির প্রতিমার আদলে ডাকের সাজে সজ্জিত হয়েছেন দেবী দুর্গা। উদ্যোক্তাদের মতে, পুজোর চাকচিক্যের পাশাপাশি বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি ও শিকড়কে মনে রাখাও সমান জরুরি। সেই ভাবনা থেকেই সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে সাবেকি ধারাকে বিশেষভাবে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত। ক্লাবের পক্ষে বিশ্বনাথ দত্ত ও সায়ন নিয়োগী জানান, পঞ্চাশ বছরের এই পথচলা তাঁদের কাছে শুধু উৎসবের উদ্যাপন নয়, বরং ঐতিহ্যকে আগামী প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়ারও সুযোগ। চতুর্থীর দিন বেলুড় মঠের মহারাজ স্বামী আত্মভূতানন্দজি, রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহা-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে পুজোর উদ্বোধন হয়। তবে আয়োজনের পরিধি কেবল মণ্ডপ ও প্রতিমাতেই সীমাবদ্ধ নয়। উৎসবের আনন্দ সমাজের প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিতে এলাকার প্রায় ২৫ জন অসহায় মহিলার হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিয়েছেন ক্লাবের সদস্যরা। নবমীতে অন্নকূট উৎসবের পাশাপাশি দশমীর সন্ধ্যা ও লক্ষ্মীপুজোর বিজয়ার দিনে থাকছে বিজয়া সম্মিলনী। দশমীর বিকেলে মহিলা সদস্যদের শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়ে দেবীকে নিরঞ্জনের জন্য গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা বাজেটের এই পুজোর থিম পরিকল্পনা করেছেন শিল্পী সৌরিশ জানা। মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে রয়েছে সামন্ত ডেকোরেটর। সুবর্ণজয়ন্তীর এই বিশেষ আয়োজনে রামকৃষ্ণপুর দেশপ্রিয় ঠাকুর পাঠকেন্দ্রের বার্তা স্পষ্ট-নতুনত্বের সন্ধানে এগিয়ে চলার পাশাপাশি অতীতের ঐতিহ্যকেও বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। আর সেই বার্তাকেই সাবেকি বাংলার সাজে দেবী আরাধনার মধ্য দিয়ে দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরছেন উদ্যোক্তারা।

মহাসপ্তমীতে লেক কালীবাড়িতে পুজো দিলেন শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অক্টোবর ঃ সাধকের বিশ্বাস, ভক্তি ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের মেলবন্ধন দক্ষিণ কলকাতার সাদার্ন অ্যাভিনিউ অঞ্চলের লেক কালীবাড়ি। প্রতিদিনই এই মন্দিরে মা কালীর দর্শন পেতে ভিড় জমান অসংখ্য ভক্ত। দুর্গাপুজোর মহাসপ্তমীতে সেই মন্দিরে হাজির হলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি ও সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। লেক কালীবাড়ির প্রধান দেবী মা দক্ষিণাকালী। ভক্তদের কাছে তিনি 'মা করুণাময়ী' নামেও পরিচিত। এদিন মন্দিরে পৌঁছে মায়ের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মন্দিরের প্রধান সেবায়েত নিতাইচন্দ্র বসু। সেবায়েতের হাত দিয়ে দেবীর চরণে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। মায়ের কাছে রাজ্যের উন্নতি, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন তিনি। পাশাপাশি, লেক কালীবাড়ির উদ্যানে আয়োজিত দুর্গাপুজোর মণ্ডপেও যান শমীক ভট্টাচার্য। মহাসপ্তমীর আরতিতে অংশ নিয়ে মায়ের আরাধনায় সামিল হন তিনি। এদিন রাজ্যে অতীতে দুর্গাপুজো স্বাধীনভাবে আয়োজন করা যেত না বলে অভিযোগও তোলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও চর্চা শুরু হয়েছে।

কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তের স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত দুর্গাকে রক্ষা করতে সশস্ত্র বাহিনী পাঠাচ্ছে লালবাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অক্টোবর ঃ কথিত আছে, মা দুর্গা মর্তে এসে উত্তর কলকাতার শিবকৃষ্ণ দাঁ'র বাড়িতে সাজেন। খেতে যান কুমোরটুলির অভয়চরণ মিত্রর বাড়িতে ও শোভাবাজার রাজবাড়িতে রাত জেগে নাচ দেখেন। কিন্তু বাস্তবে শুধু শিবকৃষ্ণ দাঁ অথবা কলকাতার বাড়ির পুজোগুলিতেই যে দেবী সেজে উঠবেন, এমনটা নয়। বারোয়ারি পুজোগুলিতেও দশভুজা সেজে ওঠেন গয়নায়। আর সেই সোনার গয়নার পাহারায় থাকবে সশস্ত্র পুলিশ। লালবাজার জানিয়েছে, এই বছর উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতা পর্যন্ত মোট ১৫ টি পুজোমণ্ডপে প্রতিমার গা ভর্তি স্বর্ণালঙ্কার। সেসব পুজোর মণ্ডপগুলিতে ঠাকুর দেখতে গেলে দূর থেকেই দর্শনার্থীদের চোখে পড়ে সোনা ও রুপোর গয়নাগুলি। ভিড়ের আড়ালে চোর-ডাকাতরা গয়না হাতানোর ছক করতে পারে, এই আশঙ্কা তো থাকেই। তাই এই ১৫ পুজোমণ্ডপ ঘিরে কড়া পাহারা পুলিশের। পুজোর রাতগুলিতে নিদ্রাহীন প্রহরায় নিরাপত্তারক্ষীরা। সাধারণত প্রত্যেক পুজো কমিটিই হিসাব করে দুর্গাপ্রতিমাকে গয়না পরায়। বিসর্জনের আগে ফের খুলে ওই গয়না নিজেদের হেফাজতে রেখে দেন পুজো উদ্যোক্তারা। কিন্তু মায়ের সোনার গয়নার উপর যে নজর পড়তে পারে চোর বা ডাকাতদেরও। যখন মণ্ডপ কিছুটা ফাঁকা থাকে, তখনই তারা চেষ্টা করতে পারে গয়না হাতানোর। তাই এবার ১৫ টি পুজো মণ্ডপে উদ্যোক্তারা মা দুর্গার গয়না রক্ষার জন্য লালবাজারের সাহায্য নিয়েছে। পুলিশও সশস্ত্র বাহিনী পাঠাচ্ছে সেই গয়না রক্ষা করতে। মধ্য কলকাতার একটি বড়ও নামী পুজো, যেটি ভিড় আকর্ষণ করছে, সেটির গয়না পাহারা দিতে লালবাজার মোতায়েন করেছে দু'জন পুলিশ অফিসার ও রাইফেলধারী দু'জন পুলিশকর্মী। ওই দুই অফিসারের মধ্যে একজন সাব-ইন্সপেক্টর বা সার্জেন্ট ও একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর থাকছেন তাঁদের সার্ভিস পিস্তল নিয়ে। তালতলার এসএন ব্যানার্জি রোডের একটি মণ্ডপে গয়নার পাহারায় পিস্তল নিয়ে থাকছেন একজন করে এসএসআই ও দু'জন করে রাইফেলধারী কনস্টেবল। বাকি ১৩ টি মণ্ডপেই গয়নার পাহারায় থাকছেন স্বয়ংক্রিয় রাইফেল-সহ দু'জন করে পুলিশকর্মী। এই ১৩টি মণ্ডপের মধ্যে চারটিই পূর্ব কলকাতার বেনিয়াপুকুর অঞ্চলে। বাকিগুলি উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর ও জোড়াবাগান, দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জ, কালীঘাট, ভবানীপুর, গড়িয়াহাট, পঞ্চসায়র ও পূর্ব কলকাতার এন্টালিতে। যতক্ষণ মায়ের গায়ে গয়না থাকবে, ততক্ষণই থাকবে পুলিশের পাহারা। দু'টি শিফটে মোতায়েন করা হয়েছে এই পুলিশকর্মী ও আধিকারিকদের, যাতে এক মিনিটের জন্যও গয়না পুলিশের নজরের বাইরে না যায়। কোনও দর্শনার্থী বা বহিরাগত যাতে দুর্গাপ্রতিমার খুব কাছাকাছি না যান, সেদিকেও নজর থাকছে পুলিশের। এ ছাড়াও ওই পুজো উদ্যোক্তারা নিজেদের স্বেচ্ছাসেবকদের সতর্ক করেছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী ও কিছু ক্ষেত্রে গানম্যানও মোতায়েন করা হয়েছে। সঙ্গে পুলিশের অনুরোধে এই ১৫ টি মণ্ডপে একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। সিসিটিভির মনিটরে পুজো উদ্যোক্তারাও নজরদারি রাখছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মহাষষ্ঠিতে কলকাতার নিরাপত্তায় কড়া নজরদারিঃ পুলিশি অভিযানে গ্রেফতার ৬৫, ৪৯৫টি ট্রাফিক চালান কাটা হলো

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর ঃ শারদীয়া দুর্গোৎসবের পবিত্র ও আনন্দঘন মহাষষ্ঠির দিনটিতে কলকাতার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, সার্বিক নিরাপত্তা এবং সুগম ট্রাফিক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে মাঠে নেমেছিল কলকাতা পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও জনবহুল এলাকায় এক বিশেষ ও সঘন চেকিং অভিযান পরিচালনা করা হয়। এই ব্যাপক ধরপাকড় ও তল্লাশি অভিযানের মাধ্যমে উৎসবের মরসুমে যে সমস্ত অসামাজিক ব্যক্তি বা চালক আইন অমান্য করার চেষ্টা করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন সূত্রে প্রাপ্ত সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই বিশেষ অভিযানে শহরের বিভিন্ন পুলিশ ডিভিশনের আওতাধীন এলাকাগুলি থেকে মোট ৬৫ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, উৎসবের দিনগুলিতে জনসমক্ষে বেআইনি মদ্যপান ও সমাজবিরোধীদের কার্যকলাপে লাগাম টানতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে মোট ২.৪ লিটার অবৈধ দেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে। উৎসবের এই উপচে পড়া ভিড়ের মাঝে রাস্তায় সাধারণ মানুষ ও পথচারীদের সুরক্ষা সর্বাগ্রে বজায় রাখতে ট্রাফিক বিভাগও এবার অত্যন্ত কঠোর ও আপসহীন ভূমিকা নিয়েছে। নিয়মনীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গাড়ি চালানোর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ট্রাফিক পুলিশ মোট ৪৯৫ টি ঘটনায় আইনগত কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে সবথেকে বেশি, অর্থাৎ ১৮৯টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে বাইক বা দুচাকা বাহনে তিন জন করে সওয়ারি বা ট্রিপল রাইডিং করার অপরাধে। এছাড়াও মোটর ভেহিকেলস অ্যাক্ট এবং অন্যান্য ট্রাফিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘনের দায়ে মোট ৮৫ টি গাড়ি বা যানবাহন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর বাইরেও বেপরোয়া গতিতে এবং অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানোর অপরাধে ৬৫ টি মামলার চালান কাটা হয়েছে। অন্যদিকে, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর মতো গুরুতর ও অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকায় মোট ৬১ জন চালকের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, অন্যান্য বিভিন্ন ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘনের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে আরও ৯২ জনের নামে চালান কাটা হয়েছে। কলকাতার পুলিশ প্রশাসন স্পষ্টভাবে এই বার্তা দিয়েছে যে, দুর্গোৎসবের এই আনন্দে যাতে কোনোভাবেই বিঘ্ন না ঘটে, তার জন্য আইন- শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সঙ্গে বিন্দুমাত্র আপস করা হবে না।

পুজোর ভিড় সামলাতে হাওড়া ও শিয়ালদহে বিশেষ ব্যবস্থা পূর্ব রেলের

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর ঃ ভিড় সামলাতে তৎপর রেল কর্মী থেকে শুরু করে রেলপুলিশ ও। শনিবার মহাসপ্তমীতে পুজোর ভিড় সামিল দিতেই হাওড়া ও শিয়ালদহে বিশেষ ব্যবস্থা পূর্ব রেলের। উল্লেখ্য, দুর্গাপুজোর ভিড় সামলাতে হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করল পূর্ব রেল। যাত্রীদের নিরাপদে ও সুশৃঙ্খলভাবে ট্রেনে ওঠা সুনিশ্চিত করতে নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ, নির্দিষ্ট অপেক্ষমাণ অঞ্চল এবং অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পুজোর সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ ঠাকুর দেখতে এবং বাড়ি ফিরতে ট্রেনে যাতায়াত করছেন। এই পরিস্থিতিতে প্ল্যাটফর্মে অতিরিক্ত ভিড় ও পদপিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা এড়াতে স্টেশনের মূল চত্বরের বাইরে অপেক্ষমাণ অঞ্চল তৈরি করা হয়েছে। ট্রেনের সময় অনুযায়ী ধাপে ধাপে যাত্রীদের প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে। দূরপাল্লার ট্রেনের জন্য সুনির্দিষ্ট সারি করতে হচ্ছে ও যথারীতি ব্যারিকেডের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। নিরাপত্তা জোরদার করতে হাওড়া ও শিয়ালদহে অতিরিক্ত আরপিএফ ও জিআরপি কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। সিসিটিভির মাধ্যমে চলছে নজরদারি। পাশাপাশি, একাধিক ভাষায় নিয়মিত ঘোষণা এবং অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টার, এটিভিএম ও মোবাইল টিকিট সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অডিয়ো ১০০ শতাংশ আসল, আয়বহির্ভূত সম্পত্তির তদন্তের চ্যালেঞ্জ রেখা আর্যের

দেহরাদুন, ১৭ অক্টোবর ঃ প্রকাশ্যে আনা অডিয়ো সম্পূর্ণ আসল, তাতে কোনও রকম কারচুপি করা হয়নি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-ও ব্যবহার হয়নি- শনিবার এই দাবি করলেন উত্তরাখণ্ডের মহিলা ক্ষমতায়ন ও শিশুবিকাশ মন্ত্রী রেখা আর্য। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্তের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেন, তাঁর আয় ও সম্পত্তি নিয়ে কারও সন্দেহ থাকলে নিয়ম মেনে তদন্ত করানো হোক। তদন্তের ফল প্রকাশ্যে আনারও দাবি জানান তিনি। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট ঘটনায় দায়ের হওয়া অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত নিয়ে উত্তরাখণ্ড পুলিশের উপর আস্থা প্রকাশ করেন মন্ত্রী। হাসপাতালে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে বিবাদ, প্রকাশ্যে আনা অডিয়ো এবং তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে নিজের বক্তব্য জানান রেখা আর্য। তিনি বলেন, স্বামীর আচরণে পরিবর্তন লক্ষ করার পর তাঁর মনে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট অডিয়োটি সামনে আসে। অডিয়ো শোনার পর তাঁর মনে হয়েছিল, বিষয়টি জনসমক্ষে আনা প্রয়োজন, যাতে মানুষ জানতে পারেন, একজন ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কে কী ধরনের কথা বলছেন। মন্ত্রী জানান, স্বামীর সঙ্গে ২২-২৩ বছরের সম্পর্কে তিনি সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই অবস্থায় অডিয়োয় তাঁর সম্পর্কে কথিত মন্তব্য এবং তাঁকে ক্ষতি করার জন্য অন্য এক ব্যক্তিকে সমর্থন করার বিষয়টি সামনে আসায় তিনি অডিয়োটি প্রকাশ্যে আনার সিদ্ধান্ত নেন। গোলজ্যু দেবতার নামে শপথ করে রেখা আর্য দাবি করেন, অডিয়োটি শতভাগ আসল। তাতে কোনও কৃত্রিমতা বা সম্পাদনা নেই এবং এআই-ও ব্যবহার করা হয়নি। তবে অডিয়োটির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি। গার্হস্থ্য হিংসার বিরুদ্ধে সরব হওয়ার বার্তা- রেখা আর্য বলেন, ভিডিওর মাধ্যমে তিনি মহিলাদের এই বার্তা দিতে চেয়েছেন যে গার্হস্থ্য হিংসা বা অন্য কোনও ধরনের অত্যাচার নীরবে সহ্য করা উচিত নয়। পারিবারিক পরিস্থিতি, সামাজিক মর্যাদা কিংবা সমাজের প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে পিছিয়ে না থেকে আত্মসম্মান ও সন্তানদের সুরক্ষার স্বার্থে মহিলাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, তিনবার বিধায়ক এবং দু'বার মন্ত্রী হওয়ার পরেও এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আনায় তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও সমালোচনার মুখে পড়তে হতে পারে। কিন্তু সেই আশঙ্কা উপেক্ষা করেই নিজের বক্তব্য জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী জানান, তাঁর কাছে সমস্যা নিয়ে আসা মহিলাদেরও তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খোলার পরামর্শ দেন। নিজের ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ায় তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, যে সরকারের তিনি অংশ, সেই সরকার মহিলাদের বিরুদ্ধে ঘটে যাওয়া ঘটনায় পদক্ষেপ করার পক্ষে। বিয়ের পরে স্বামীর আগের বিবাহের কথা জানতে পারেন- নিজের বৈবাহিক সম্পর্কের প্রসঙ্গে রেখা আর্য বলেন, বিয়ের সময় তিনি জানতেন না যে তাঁর স্বামী আগে থেকেই বিবাহিত। তাঁর দাবি, বিয়ে ও সন্তান হওয়ার পর বিষয়টি জানতে পারেন তিনি। এর পর পারিবারিক স্তরে বোঝাপড়ার চেষ্টা চলে। সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে তিনি সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বিহারে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, সেই ঘটনায় তাঁর স্বামী ক্ষমা চেয়েছিলেন। ক্ষমা গ্রহণ করার পর বিষয়টি আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তিনি সমীচীন মনে করেননি। তবে তাঁর অভিযোগ, ওই ঘটনার পর তাঁকে ও তাঁর মেয়েকে নিয়েও নানা কথা বলা হয়েছিল এবং তাঁদের পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছিল। অডিয়োয় তাঁর স্বামীর ছেলেকে নিয়ে করা মন্তব্যের বিষয়ে রেখা আর্য বলেন, তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন, কিংবা তাঁরা একে অপরের শত্রু হয়ে উঠেছেন কি না, তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই ভালো বলতে পারবেন। এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কোনও কথোপকথন হয়নি বলেও জানান তিনি। আয় ও সম্পত্তি নিয়ে তদন্তের দাবি- নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে রেখা আর্য বলেন, তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও আয় সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ্যেই রয়েছে। ২০০৩ সালে জেলা পঞ্চায়েত সদস্য হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয় বলে জানান তিনি। ২০১২, ২০১৪ ও ২০২২ সালের নির্বাচনের সময় দেওয়া বিবরণের কথাও উল্লেখ করেন মন্ত্রী। তাঁর দাবি, আয় ও অন্যান্য তথ্য জনসমক্ষে রয়েছে। তিনি বলেন, তাঁর আয় বা সম্পত্তি নিয়ে কারও সন্দেহ থাকলে নিয়ম মেনে তদন্ত করানো হোক এবং তদন্তের ফল প্রকাশ করা হোক। নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করে রেখা আর্য জানান, তদন্তে কোনও ভুল প্রমাণিত হলে তার পরিণতি মেনে নিতে তিনি প্রস্তুত। মন্ত্রী আরও বলেন, তাঁর কাছে অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য বলা হচ্ছে। কিন্তু তিনি অভিযোগ ফিরিয়ে নেবেন না। তাঁর প্রশ্ন, অভিযোগ প্রত্যাহার করলেই কি সমস্ত অভিযোগের অবসান হবে? তিনি পুলিশের নিরপেক্ষ তদন্তে আস্থা প্রকাশ করে বলেন, তদন্তের মাধ্যমেই প্রকৃত তথ্য সামনে আসা উচিত। রেখা আর্য জানান, বহু মানুষ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন এবং মহিলারা তাঁকে মানসিকভাবে শক্তি জুগিয়েছেন। সহযোগিতার জন্য নিজের দলের সহকর্মী, রাজনৈতিক বিরোধী এবং সাধারণ মানুষের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর দাবি, তাঁর সম্পর্কে কারও সন্দেহ থাকলে তদন্ত করা যেতে পারে, কারণ তিনি কিছুই গোপন করেননি। উল্লেখ্য, উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রী রেখা আর্য ও তাঁর স্বামী গিরধারী লাল সাহুর মধ্যে বিবাদ ১৫ অক্টোবর পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়েরের পর আলোচনায় আসে। স্বামীর বিরুদ্ধে মারধর, নির্যাতন, হুমকি এবং হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনেন রেখা আর্য। তিনি একটি কথিত অডিয়ো রেকর্ডিংও প্রকাশ্যে আনেন। এর পর গিরধারী লাল সাহু অভিযোগ অস্বীকার করে অডিয়োটি এআই দিয়ে তৈরি বলে দাবি করেন এবং মন্ত্রীর কথিত আয়বহির্ভূত সম্পত্তির তদন্তের দাবি জানান।

কোটায় বাস উল্টে বিপত্তি দুর্ঘটনায় মৃত ৮, আহত একাধিক

রাজস্থান, ১৭ অক্টোবর ঃ রাজস্থানের কোটায় দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়েতে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন অন্তত ৮ জন যাত্রী। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি দ্রুতগতির যাত্রীবাহী বাস উল্টে যাওয়ায় এই মর্মান্তিক বিপর্যয় ঘটে। দুর্ঘটনায় ৬ জনেরও বেশি যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, প্রথমে স্থানীয় থানা সূত্রে চার জনের মৃত্যুর খবর মিললেও পরে হাসপাতালে পৌঁছানোর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় আটে। দুর্ঘটনার তীব্রতা এতটাই ছিল যে বাসটি উল্টে গিয়ে দুমড়ে- মুচড়ে যায় এবং ভেতরে থাকা যাত্রীরা আটকে পড়েন। শনিবার সকালে কোটার জেলাশাসক পীযূষ সামারিয়া ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এখনও পর্যন্ত হাসপাতালে ৮ জনকে মৃত অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছে। আহতদের মধ্যে যাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক, তাঁদের দ্রুত আইসিইউ-তে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় জরুরি চিকিৎসা শুরু হয়েছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত এসএইচও নন্দ সিং জানান, দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ের ওপর বাসটি আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়েই পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাস্থল থেকে আটকে থাকা যাত্রীদের উদ্ধার করে। কী কারণে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারাল-চালকের অসতর্কতা, যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি অতিরিক্ত গতি-তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

৪২১ বছরের ঐতিহ্য! লক্ষ্মীপুরের চৌধুরী বাড়িতে চতুর্ভুজা রূপে পূজিত হন মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৭ অক্টোবর ঃ বাংলার দুর্গাপুজোর ইতিহাসে নিজস্ব ঐতিহ্য ও প্রাচীন রীতির জন্য বিশেষ পরিচিত পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা-১ ব্লকের লক্ষ্মীপুর গ্রামের চৌধুরী বাড়ির দুর্গাপুজো। ৪২১ বছরের প্রাচীন এই পুজোয় দশভুজা নয়, দেবী দুর্গা পূজিত হন চতুর্ভুজা রূপে। প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি মেনেই আজও নিষ্ঠার সঙ্গে পুজোর আয়োজন করা হয়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, একসময় চৌধুরী বাড়ির দুর্গাপুজোয় বলিপ্রথা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে সেই প্রথা বন্ধ করা হয়েছে। তবে অন্যান্য প্রাচীন রীতিনীতি এখনও বজায় রয়েছে। দুর্গামন্দিরের পাশেই রয়েছে ৫৬২ বছরের প্রাচীন ভবতারিণী কালীমন্দির। দুটি মন্দিরই নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে মন্দির চত্বর সাজিয়ে তোলা হয়েছে আলো ও ফুল দিয়ে। প্রতিদিন আয়োজন করা হয়েছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। কর্মসূত্রে চৌধুরী পরিবারের সদস্যরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এবং বিদেশে ছড়িয়ে থাকলেও পুজোর টানে তাঁরা ফিরে আসেন নিজেদের পৈতৃক ভিটেয়। পরিবারের সদস্যদের মিলনমেলায় উৎসবের আনন্দে ভরে ওঠে চৌধুরী বাড়ি। পরিবারের দাবি, এই ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজো দেখতে শুধু স্থানীয়রাই নন, পশ্চিম মেদিনীপুর ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলার বহু মানুষ ভিড় জমান। প্রাচীন ঐতিহ্য, ধর্মীয় আচার এবং পারিবারিক বন্ধনের মেলবন্ধনে আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল লক্ষ্মীপুরের চৌধুরী বাড়ির দুর্গোৎসব।

বড়মুড়ায় আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের জাতীয় সড়ক অবরোধ ঘিরে উত্তেজনা, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি

আগরতলা, ১৭ অক্টোবর ঃ মহাসপ্তমীর সকালে বড়মুড়া পাহাড়ের সাধুপাড়ায় জাতীয় সড়ক অবরোধকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। জঙ্গি সংগঠন এনএলএফটি ও এটিটিএফ-এর আত্মসমর্পণকারী কাওলাজয় গোষ্ঠীর সদস্যদের অবরোধ তুলতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়। অবরোধকারীদের বাধার মুখে পড়ে পুলিশের দুই কর্মী আহত হয়েছেন। আহত পুলিশকর্মীরা হলেন প্রসেনজি দাস ও কাজল দেববর্মা। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ঘটনার সূত্রপাত শনিবার মহাসপ্তমীর সকালে। বড়মুড়া পাহাড়ের সাধুপাড়ায় হঠাৎ করেই জাতীয় সড়ক অবরোধ শুরু করেন এনএলএফটি ও এটিটিএফ-এর আত্মসমর্পণকারী কাওলাজয় গোষ্ঠীর সদস্যরা। আচমকা এই অবরোধের জেরে অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কের দুই প্রান্তে বহু যানবাহন আটকে পড়ে। উৎসবের মরশুমে গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হওয়ায় চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন যাত্রীরা। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান জিরানিয়া মহকুমার ডেপুটি কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট (ডিসিএম)। তিনি অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে জনস্বার্থে অবিলম্বে জাতীয় সড়ক অবরোধমুক্ত করার অনুরোধ জানান। কিন্তু প্রশাসনিক আধিকারিকের সেই অনুরোধে সাড়া দেননি অবরোধকারীরা। তাঁরা নিজেদের অবস্থানে অনড় থেকে অবরোধ কর্মসূচি চালিয়ে যেতে থাকেন। পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠতে থাকায় ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ প্রশাসনের একটি দল। পুলিশ আধিকারিকরা অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। তবে সেই আলোচনাতেও কোনও সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসেনি। এরপর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করা এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কমানোর লক্ষ্যে পুলিশ প্রশাসন সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অভিযোগ, অবরোধকারীদের সরিয়ে জাতীয় সড়ক যান চলাচলের উপযোগী করতে গেলে তাঁরা পুলিশের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন এবং পুলিশকর্মীদের উপর বল প্রয়োগ করেন। এই ঘটনায় প্রসেনজিত দাস ও কাজল দেববর্মা নামে দুই পুলিশকর্মী আহত হন। সহকর্মীরা তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষ পর্যন্ত অবরোধকারীদের গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে তাঁদের আগরতলার এডিনগর পুলিশ মাঠে নিয়ে আসা হয়। পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় অবরোধমুক্ত হয় জাতীয় সড়ক এবং ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়ে আসে। বর্তমানে অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানা গেছে। মহাসপ্তমীর মতো উৎসবের দিনে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক অবরোধের ঘটনায় বিভিন্ন মহলে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। একদিকে পুজোর আনন্দে সামিল হতে সাধারণ মানুষ যখন বিভিন্ন গন্তব্যে যাতায়াত করছেন, অন্যদিকে সেই সময়ে জাতীয় সড়ক অবরোধের কারণে বহু যাত্রীকে সমস্যায় পড়তে হয়। জনস্বার্থ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে এই ধরনের অবরোধ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের জনৈক আধিকারিক জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে। আহত দুই পুলিশকর্মী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

নেপালের রাষ্ট্রপতির অনুমোদন, জারি হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত দুটি অধ্যাদেশ

কাঠমান্ডু, ১৭ অক্টোবর ঃ নেপালের রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পাউডেল শনিবার বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন ক্ষেত্রে দুটি অধ্যাদেশ জারি করেছেন এবং দেশে জাতীয় ফরেনসিক বিজ্ঞান পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা সংক্রান্ত একটি বিল অনুমোদন করেছেন। রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ের সহকারী মুখপাত্র ধর্মরাজ গাইরের মতে, রাষ্ট্রপতি পাউডেল সরকারের সুপারিশে এই অধ্যাদেশগুলো জারি করেছেন। জারি করা অধ্যাদেশগুলোর মধ্যে রয়েছে 'নেপাল একাডেমি অফ সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন অর্ডিন্যান্স, ২০২৬' এবং 'সায়েন্স টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন অর্ডিন্যান্স, ২০২৬'। গাইর বলেন, রাষ্ট্রপতি শুক্রবার জাতীয় ফরেনসিক বিজ্ঞান পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিলটিও অনুমোদন করেছেন। ফেডারেল পার্লামেন্টে পাস হওয়া এই বিলটি নেপালের সংবিধানের ১১৩(২) ধারার অধীনে অনুমোদিত হয়েছে।

এআই প্রযুক্তিসম্পন্ন দ্রুতগতির টর্পেডোর পরীক্ষা চালাল উত্তর কোরিয়া

সিওল, ১৭ অক্টোবর ঃ নৌসেনার সামরিক সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগোনোর দাবি করেছে উত্তর কোরিয়া। দেশটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তিসম্পন্ন নতুন দ্রুতগতির নির্ভুল নিশানাভেদী টর্পেডোর জলতলের পরীক্ষা চালিয়েছে। পিয়ংইয়ংয়ের দাবি, এই পরীক্ষা তাদের নৌসেনার আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারি সংবাদ সংস্থা ইয়োনহাপ উত্তর কোরিয়ার সরকারি সংবাদ সংস্থা কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি (কেসিএনএ)-র বরাত দিয়ে জানিয়েছে, উত্তর কোরিয়া 'জ্যাম-২.০ (Zaim-2.0) নামে একটি অতি দ্রুতগতির নির্ভুল নিশানাভেদী টর্পেডো অস্ত্র ব্যবস্থার পরীক্ষা চালায়। অস্ত্রটির প্রযুক্তিগত উন্নতির কার্যকারিতা যাচাই করাই ছিল এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। তবে টর্পেডোটির প্রকৃত গতি, আঘাত হানার দূরত্ব, নিশানার নির্ভুলতা এবং কার্যকরী সক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেনি উত্তর কোরিয়া। উত্তর কোরিয়ার আধিকারিকদের দাবি, এই অস্ত্রে লক্ষ্যবস্তুকে শনাক্ত করা এবং তার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। সরকারি সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, পরীক্ষায় অস্ত্রটির প্রপালশন ব্যবস্থা এবং রকেটচালিত প্রযুক্তির কার্যকারিতা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাচাই করা হয়েছে। গত পাঁচ বছরে এই অস্ত্র ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত ১৮০ টিরও বেশি পরীক্ষা চালানো হয়েছে বলেও দাবি করেছে সংস্থাটি। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের অনুমান, 'জ্যাম-২.০ একটি সুপারক্যাভিটেটিং টর্পেডো হতে পারে। এই ধরনের অস্ত্রের সামনের অংশের চারপাশে গ্যাসের বুদ্বুদ তৈরি করা হয়, যার ফলে জলের সঙ্গে ঘর্ষণ ও প্রতিরোধ কমে যায়। এর ফলে সাধারণ টর্পেডোর তুলনায় অনেক বেশি গতিতে চলতে পারে এই অস্ত্র। তবে জলের তলায় অত্যন্ত বেশি গতিতে চলার সময় অস্ত্রটির দিক নিয়ন্ত্রণ করা, নির্ভুলভাবে লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছানো এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখা বড় প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ। নতুন টর্পেডোর ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলি কতটা সমাধান করা সম্ভব হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট করেনি উত্তর কোরিয়া। ক্যুংনাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট ফর ফার ইস্টার্ন স্টাডিজের অধ্যাপক লিম উল-চুলের মতে, এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্ভবত এআই-নিয়ন্ত্রিত দ্রুতগতির টর্পেডোর সক্ষমতা প্রদর্শন করা। তাঁর বক্তব্য, এই ধরনের অস্ত্রের গতিবিধি সময়মতো শনাক্ত করা এবং সেগুলি প্রতিহত করা কঠিন হতে পারে। এর ফলে দক্ষিণ কোরিয়ার বড় যুদ্ধজাহাজগুলি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। কোরিয়া ডিফেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি ফোরামের মহাসচিব শিন জং-উ-ও মনে করেন, উত্তর কোরিয়া তার ডুবোজাহাজের সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি নতুন টর্পেডো তৈরি করছে। তাঁর মতে, দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সামরিক সক্ষমতার ব্যবধান কমানোর প্রচেষ্টার অংশ হতে পারে এই উদ্যোগ। সাম্প্রতিক সময়ে নৌসেনার শক্তি বাড়ানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে উত্তর কোরিয়া। পিয়ংইয়ং পূর্ব সাগরে সম্ভবত ৩,০০০ টন ওজনের একটি ডুবোজাহাজ থেকে দুই ধরনের কৌশলগত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। এ ছাড়া সম্প্রতি ৫,০০০ টন ওজনের 'চো হিয়ন' ও 'কাং কন' নামের দুটি ডেস্ট্রয়ার যুদ্ধজাহাজ নিজেদের নৌবহরে অন্তর্ভুক্ত করার কথাও জানিয়েছে দেশটি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এআই- ভিত্তিক নির্দেশনা ব্যবস্থা এবং দ্রুতগতির প্রপালশন প্রযুক্তির সমন্বয় উত্তর কোরিয়ার নৌসামরিক কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতে পারে। তবে নতুন টর্পেডোটির প্রকৃত সক্ষমতা ও যুদ্ধক্ষেত্রে কার্যকারিতা সম্পর্কে স্বাধীন মূল্যায়ন এখনও বাকি।

বিজয় দেবেরাকোন্ডার অভিনয়ের প্রশংসায় পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা

মুম্বই, ১৭ অক্টোবর ঃ বিজয় দেবেরাকোন্ডা এবং রাশমিকা মান্দানার সিনেমা রণবালি দর্শকদের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাচ্ছে। এরই মধ্যে, চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা বিজয়ের অভিনয় এবং অ্যাকশনের প্রশংসা করেছেন। অ্যানিমেল সিনেমার পর এই পরিচালক সামাজিক মাধ্যমে সিনেমাটির প্রশংসা করে বিজয়কে ভারতীয় সিনেমার পরবর্তী বড় অ্যাকশন হিরো বলে অভিহিত করেছেন। সন্দীপের প্রতিক্রিয়ার পর বিজয়ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। নিজের পোস্টে সন্দীপ বিজয়ের অ্যাকশন শৈলীর প্রশংসা করে বলেছেন যে, তাঁর লড়াইয়ের ধরনে একটি স্বাভাবিক আগ্রাসন এবং হিংস্রতা রয়েছে যা কৃত্রিমভাবে তৈরি করা যায় না। তিনি আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন যে বিজয় ভারতীয় সিনেমার সেরা অ্যাকশন তারকাদের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তিনি দর্শকদের প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটি দেখার জন্যও অনুরোধ করেছেন। সন্দীপ সিনেমাতে রাশমিকা মান্দানার অভিনয়েরও প্রশংসা করে তাঁর জয়াম্মা চরিত্রটিকে বাস্তবসম্মত এবং আবেগঘন বলে অভিহিত করেছেন।

তারকাদের উপস্থিতিতে জমজমাট স্যালুট তিরঙ্গা লিগের সূচনা

মুম্বই, ১৭ অক্টোবর ঃ বিনোদন জগতের তারকারা এখন ক্রিকেট মাঠেও নিজেদের প্রতিভা প্রদর্শন করতে প্রস্তুত। মুম্বইয়ে স্যালুট তিরঙ্গা ক্রিকেট লিগের (এসটিসিএল) ট্রফি ও জার্সি উন্মোচন করা হয়েছে। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার চেতন শর্মা, আন্তর্জাতিক কুস্তিগীর ও লিগের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর সংগ্রাম সিং, প্রাক্তন ক্রিকেটার অশোক মালহোত্রা এবং প্রযোজক বিনোদ বচ্চনসহ ক্রীড়া ও বিনোদন জগতের আরও অনেক তারকা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বেশ কয়েকজন অভিনেত্রী ও তারকা দলের মালিক হিসেবে এই লিগের সঙ্গে যুক্ত আছেন। পাঞ্জাবের দলে রয়েছেন প্রভ গ্রেওয়াল, উত্তর প্রদেশের নীলম গিরি, মুম্বাইয়ের আশনূর কৌর, দিল্লির অলঙ্কৃতা সাহাই, তামিলনাড়ুর স্টেফি প্যাটেল, রাজস্থানের কাশিকা কাপুর, হরিয়ানার সানা সুলতান এবং গুজরাটের দিলজ্যোত। এই তারকাদের উপস্থিতি লিগটিকে বিনোদন জগতের সমর্থনও এনে দিয়েছে। লিগ কমিশনার চেতন শর্মা বলেছেন যে, দেশের ছোট শহর ও গ্রামগুলিতে ক্রিকেট প্রতিভার কোনো অভাব নেই, কিন্তু আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং সুযোগের অভাব অনেক খেলোয়াড়কে এগিয়ে যেতে বাধা দেয়। এসটিসিএল-এর লক্ষ্য হলো এই ধরনের খেলোয়াড়দের তাদের প্রতিভা প্রদর্শনের জন্য একটি মঞ্চ প্রদান করা। সভাপতি রাজেশ ঝা, সহ-সভাপতি রবি চিকার, পরিচালক মুকেশ সিং এবং মেন্টর অশোক মালহোত্রাও এই লিগের সঙ্গে যুক্ত আছেন। আয়োজকদের মতে, ১৬ বছরের বেশি বয়সী নির্বাচিত খেলোয়াড়দের বিনামূল্যে থাকা-খাওয়া, যাতায়াত এবং ম্যাচ ফি প্রদান করা হবে। লিগের লক্ষ্য হলো প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের আর্থিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত রেখে আরও ভালো সুযোগ প্রদান করা। তারকাখচিত এই লিগ কীভাবে নতুন ক্রিকেট প্রতিভাদের তুলে আনতে পারে, তা দেখার বিষয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩১৭ সংখ্যা, রবিবার, ১ কার্তিক ১৪৩৩

প্রাচীন বাংলার বিবাহ চালচিত্র ও ভোজনচিত্র

সেকালের বাঙালির বিয়েতে রকমসকম একটু আলাদা ছিল। একে তো কৌলিন্যপ্রথার জন্য বাংলাদেশে এক বিচিত্র সমস্যা তৈরি হয়েছিল। কুলীন মেয়েদের বর যোগাড় করা কেমন কঠিন হয়ে গেছিল, ঠিক তেমনই কঠিন ছিল অকুলীনের সমান ঘরের মেয়ে পাওয়া। টাকায় সব কিছু জাস্টিফাই করে। ফলে অকুলীনরা মোটা টাকা বা পণ দিয়ে স্ত্রী কিংবা স্বামী জোগাড় করতেন। উনিশ শতকে বরপণের মত কন্যাপণ–ও একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। এই সম্বন্ধ রীতিমত সাক্ষীসাবুদ রেখে রাজদরবারে তৈরি করা হত। পরে এর নামই হয় পাকা দেখা। এই সময় যারা সাক্ষী থাকতেন তাদের খাওয়ানোর রীতি ছিল। ধীরে ধীরে সেটাই আকার আয়তনে বেড়ে বিয়েবাড়ির ভোজের রূপ নেয়।

সবাই যে বিয়েবাড়িতে খাওয়াতেন তা না। খন্যান গ্রামের নিস্তারিণীর বিয়ের খবর দেখি তশ্মধ্যমার বিয়েরদিন যারা বাসর জাগবে তাদের ভাত, ব্যাঞ্জন, শুকতো, ডালনা, মাছের ঝোল খাওয়ানো হইবে। অন্য লোকজন বরযাত্র কন্যাযাত্রদের খাওয়ানো হইত না, তবে বরের অভিভাবককে খাওয়ানোর নিয়ম ছিল। নিস্তারিণীর দাদার বিয়েতে অবশ্য পাড়ার সবাইকে চিঁড়ে মুড়ি খাইয়েছিলেন তারা।

উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাঙালি বিয়ের ভোজের বর্ণনা পাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখায়। এই সময় বিয়েবাড়িরপ্রধান ভোজ হিসেবে থাকতো ফলাহার। যার প্রধান উপকরণ ছিল দই,চিঁড়ে,ঘি,কাঁঠালি কলা,আম,বাতাসা,মন্ডা ইত্যাদি। সেই সময়ের ব্রাহ্মণেরা অন্য জাতের রান্না করা খাবার না খেলেও বিবাহ অনুষ্ঠানে বসেই মূলত ফলাহার করতো। মরশুমি ফল এবং তার পরিমাণ ও উৎকৃষ্ট দধির উপর নির্ভর করতো গৃহস্থের মান মর্যাদা। বরযাত্রীদের জন্য থাকতো বিশেষ ধরনের মিষ্টি। যদিও তা ছানা থেকে তৈরি হওয়া মিষ্টি নয়,তৈরি হত প্রধানত ময়দা,দুধ ও বাতাসা দিয়ে। যদিও এই সময়ও বেশ কিছু বড়লোক বাঙালির বাড়ির বিয়েতেপ্রচলিত নিয়ম বহির্ভূত ভাবে নিরামিষ খাবারের ব্যবহারও শুরু হয়েছিল। ১৮২২ সালে এক সদগোপের ছেলের বিয়েতে মোট খরচ হয়েছিল চল্লিশ টাকা চার আনা। এর মধ্যে ছ টাকা দশ আনা খরচ হয় ভোজের জন্য। পোলাও রাঁধতে খরচ হয়েছিল ন'আনা আর বারো সের মাছের দাম পড়েছিল সোয়া পাঁচ আনা।

১৮৭০ সাল নাগাদ বাংলায় ময়দারপ্রচলন শুরু হয় এবং সেই সাথেই পরিবর্তিত হয় বিয়ে বাড়ির মেনু। মহেন্দ্র দত্ত লিখেছেন আমাদের ছেলেবেলা হইতে দেখিতেছি যে লুচির ব্যবহার বে-র রাত্রে, কিন্তু কাজে ভাতের ব্যাপার ছিল। তখনকার দিনে কলাপাতায় বড় বড় লুচি দিত আর আলুনী কুমড়ার ছক্কা বড় সুদর হইত এবং কলাপাতার এক কোণে একটু শুন দিত। সে রান্নাটা এখনও বড় মিষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে সে রকম রান্নার পাকা হাত আর নাই। এখনকার কুমড়ার ঘণ্ট যেন রাবিশ। যাঁহারা সেই আলুনী কুমড়ার ছক্কা খাইয়াছেন তাঁহারা জানেন । তাহার পর খুরি সরা বাহির হইত অর্থাৎ কচুরি, যাহাকে কর্মবাড়ির কচুরি বলিত, বাজারের নয়। সেটা উঠে গেছে। কড়াইডালের পুরে আদা মৌরী দিয়ে কচুরি, নিমকি, খাজা, চৌকা গজা, মতিচুর এইসব সরাতে থাকিত। খাজা তখন খাবারের ভিতরপ্রধান অঙ্গ ছিল আর খুরি করে চার রকমের সন্দেশ থাকিত (তিন রকম ব্যবহার হইত না ?) তাহার পর ক্ষীর, দই বাহির হইত। তখন রাবড়ি উঠেনি। রাবড়িরপ্রচলন লক্ষ্ণৌ থেকে হয়।তারপর ধীরে ধীরে কলিকাতায় আসিয়াছে। রসগোল্লা, তিলকুট তখনও হয় নাই। ১৮৭৩ বা ১৮৭৪ সালেপ্রথম রসগোল্লা হয় এবং তিলকুটও সেই সময়কার। আমসন্দেশ, কামরাঙা সন্দেশও প্রায় ঐ সময়েই হয় । আগে ছিল আতা সন্দেশ ও মণ্ডা এবং পেনেটির গুপো সন্দেশ বড় বিখ্যাত ছিল। সেটা দেখতে ছিল দুখানা ফেণী বাতাসা একসঙ্গে জোড় করার মত । তখনকার দিনে গুপো সন্দেশের খুব নাম ছিল, এখন উহা উঠিয়া গিয়াছে। শেষপাতে আসতো দই ও মিষ্টি।

তবে কলিকাতার ইতিবৃত্তের লেখকপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত উনিশ শতকের মধ্যভাগে তাঁর বন্ধুর পিসির বিয়ের এক মজার বর্ননা দিয়েছেন। সে বিয়েতে বরযাত্রীর জন্য লুচি চিনির ব্যবস্থা হয়েছিল। অন্যত্র সচরাচর দই চিঁড়েই দেওয়া হত। লুচি চিনি দেখে বরযাত্রীরা কোথায় আনন্দ পাবে, তা না অথচ সেই চিনির অপচয় করতে লাগলেন। কেউ সেই চিনি নিয়ে আসনের নিচে রাখছেন, কেউ জলে গুলে খাচ্ছেন, কেউ মুঠো মুঠো ছড়াচ্ছেন। উদ্দেশ্য একটাই। কন্যাকর্তার চিনি খাওয়ানোর দর্পচূর্ণ করা। কন্যাকর্তাও কম বুদ্ধিমান নন। তৎদিকে কন্যাকর্তা এই অত্যাচার দেখিয়া আট-দশটা বস্তা মাটি পূর্ণ করিয়া মুখ সিলাই করাইলেন, বস্তা আনিয়া উঠানে ফেল।

সত্যজিৎ রায়ের বঙ্গ প্রেম

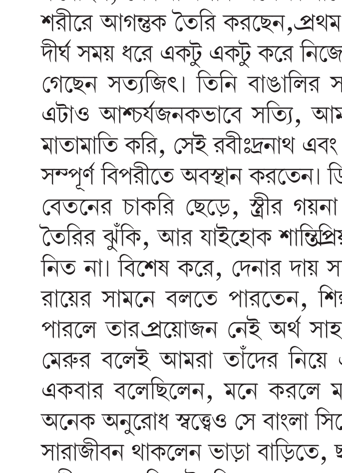

লীলা মজুমদার একবার বলেছিলেন, মনে করলে মানিক কোটিপতি হতে পারত। কিন্তু অনেক অনুরোধ স্বত্বেও সে বাংলা সিনেমার বাইরে পা রাখেনি। সত্যিই তো সারাজীবন থাকলেন ভাড়া বাড়িতে। ''আমি মনে করি ভারতবর্ষে ছবির মাধ্যমটাকে যদি কেউ বোঝে তবে, তিনি হচ্ছেন সত্যজিৎ রায়। দেখুন, মেজে - ঘষে পড়াশোনা করে একটা স্তর পর্যন্ত রগড়াতে রগড়াতে পৌঁছানো যায়, এমনকি হয়তোপ্রবন্ধকার বা ইস্কুল মাষ্টারের স্তর ছাড়িয়ে এক ধরণের শিল্পীতেও পরিণত হওয়া যায়। কিন্তু জাতশিল্পী হতে গেলে অন্য আরএকটা এলেম লাগে।'' পথের পাঁচালি ছবি দেখার পর বলেছিলেন ঋত্বিক কুমার ঘটক। এই ছবির মানবিক বক্তব্য, ছন্দময় দৃশ্য, স্বাভাবিক সংলাপ চিন্তাশীল ও রুচিশীল দর্শককে কীরকম স্তম্ভিত করেছিল, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাহাত্তর বছর বয়সে যখন অসুস্থ শরীরে আগন্তুক তৈরি করছেন,প্রথম দিনের মতোই সেইপ্রখর কান্ডজ্ঞান। দীর্ঘ সময় ধরে একটু একটু করে নিজেকে তৈরি করে সাফল্যের শিখরে নিয়ে গেছেন সত্যজিৎ। তিনি বাঙালির সাত রাজার ধন এক মানিক। অথচ এটাও আশ্চর্যজনকভাবে সত্যি, আমরা যে দুজনকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি মাতামাতি করি, সেই রবীন্দ্রনাথ এবং সত্যজিৎ দুজনই গড় বাঙালি চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান করতেন। ডি জে কীমার কোম্পানির বড়ো অঙ্কের বেতনের চাকরি ছেড়ে, স্ত্রীর গয়না বন্ধক দিয়ে আড়াই বছর ধরে ছবি তৈরির ঝুঁকি, আর যাইহোক শান্তিপ্রিয়, ভবিষ্যৎ সচেতন বাঙালি কখনোই নিত না। বিশেষ করে, দেনার দায় সত্বেও কজনই বা স্পর্ধিত কণ্ঠে বিধান রায়ের সামনে বলতে পারতেন, শিল্পীর স্বাধীনতা মতো ছবি করতে না পারলে তারপ্রয়োজন নেই অর্থ সাহায্যের। এমন বুদ্ধিদীপ্ত স্পর্ধিত চরিত্রের মেরুদ বলেই আমরা তাঁদের নিয়ে এতটা আপ্লুত হই ! লীলা মজুমদার একবার বলেছিলেন, মনে করলে মানিক কোটিপতি হতে পারত। কিন্তু অনেক অনুরোধ স্বত্বেও সে বাংলা সিনেমার বাইরে পা রাখেনি। সত্যিই তো সারাজীবন থাকলেন ভাড়া বাড়িতে, ছবি পরিচালনার সাথে সাথে চিত্রনাট্য, সঙ্গীত সমস্ত বিষয়ই নিজে সামলাতেন অথচপ্রযোজকের কাছ থেকে টাকা নিতেন শুধু ছবি পরিচালনার জন্য। শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর সংসার চলত বইয়ের রয়ালটির টাকায়। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বাইপাসের ধারে সরকারী বাংলো দিতে চেয়েছিলেন, নেন নি। এই সংযম বর্তমান সময়ে অলৌকিক মনে হয়, বিশেষ করে বর্তমান সময়ের বঙ্গজ বুদ্ধিবিভাসিত দার্শনিকদের দেখার পর। নিজের অবস্থা নিয়ে কোনোদিন কোনো আফশোষ ছিলনা তা সত্যজিতের। বছরে একটা ছবি করতেন। চিত্রনাট্য লেখা থেকে চিত্র, চিত্র থেকে সাহিত্য, সম্পাদনা, ক্যালিগ্রাফি, কোরিওগ্রাফির বিশাল পরিসরে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতেন না।প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতে এত ব্যুৎপত্তি তাঁর মতো কজনেরই বা ছিল? সৃষ্টিশীলতার কোনো ভান তাঁর ছিল না, শিল্পের মাঝেই বিকাশ।

ইরেজি ভাষায় ২২ বছর বয়সী উল্লাসকর দত্তের জবানবন্দী

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ আলিপুর মামলা চলছে। আলিপুরপ্রথম শ্রেণির এল বার্লি ম্যাজিস্ট্রেট, ১৯০৮ সাল ৪ মে আমার সমানে ইরেজি ভাষায় ২২ বছর বয়সী উল্লাসকর দত্তের জবানবঃদী। উল্লাসকর দত্ত - আমার নাম উল্লাসকর দত্ত। আমার পিতার নাম দ্বিজদাস দত্ত। আমি জাতে বৈদ্য এবং পেশায় গোপালক। আমার বাড়ি মানজাকালীকংশা, থানা ব্রাহ্মণবেড়িয়া, জেলা তিপ্পরে। আমি শিবপুর, হাওড়া জেলা থাকি।প্রশ্ন ঃ আপনি কি আমাকে বিবৃতি দিতে চান? উত্তর ঃ হ্যাঁ। প্রশ্ন ঃ বিবৃতিটি কি আপনার ওপরে কোনও চাপের জন্য আনা হচ্ছে? উত্তর ঃ নাম। আমি পুলিশকে যে লিখিত বিবৃতি দিয়েছি, সেই বিবৃতি দিতে চাই।প্রশ্ন ঃ আমার কাছে মৌখিকভাবে বিবৃতি দিতে আপনার আপত্তি আছে? উত্তর ঃ না। প্রশ্ন ঃ আপনার গল্প কি? উত্তর ঃ আমি বারীঃদ্র কুমার ঘোষকে ৪ বা ৫ বছর ধরে চিনি এবং ৯ বা ১০ বছর আগে আমি তাঁর সোসাইটিতে যোগ দিয়েছিলাম।প্রশ্ন ঃ কোন পরিস্থিতিতে আপনি যোগ দিয়েছিলেন? উত্তর ঃ যুগান্তরে ঘোষণা করা হয়েছিল যে একটি গোপান সোসাইটি চালু করা হবে এবং আমার যোগদানের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। তাই বারীঃদ্রের সঙ্গে আমার পরিচয়।প্রশ্ন ঃ সোসাইটিতে যোগদানের সময়ে আপনি কি করতেন? উত্তর ঃ আমি বিস্ফোরক প্রস্তুত করতাম।প্রশ্ন ঃ আপনি কখন এটা শিখলেন? উত্তর ঃ আমি যোগদানের আগে।প্রশ্ন ঃ কীভাবে? উত্তর ঃ আমি আমার নিজের একটি প্রাইভেট ল্যাবরেটরি তৈরি করেছি এবং অল্প পরিমানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি।প্রশ্ন ঃ কোথায় পড়াতেন? উত্তর ঃ না।প্রশ্ন ঃ কোনও বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে আপনার কাছে তথ্য আছে? উত্তর ঃ আমি চঃদননগরে ট্রেন ধ্বংসের ব্যর্থপ্রচেষ্টায় উপস্থিত ছিলাম। আমি নিজে একা গিয়েছিলাম এবং একটি লোহার সিলিন্ডারের তৈরি একটি মাইন নিয়ে গিয়েছিলাম যার মধ্যে ডিনামাইট ছিল। ট্রেনটি দ্রুত আসার কারণে আমি এটিকে ঠিকভাবে বসাতে পারিনি এবং এটির ব্যবস্থা করতে পারিনি।প্রশ্ন ঃ মাইনটি কাদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল? উত্তর ঃ স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের বিশেষ ট্রেনের জন্য। প্রশ্ন ঃ কে মাইনটি তৈরি করেছে? উত্তর ঃ আমি নিজে। তারপরেই খড়গপুর ব্যাপার। আমি সেখানে যাইনি, বরেন বিভূতি আরপ্রফুল্ল চাকী গেল। তাঁরা আর একটি মাইন নিয়েছে।প্রশ্ন ঃ কে তৈরি করেছে? উত্তর ঃ আমি বানিয়েছি।প্রশ্ন ঃ কোথায়? উত্তর ঃ গোনাবাগানের একটি বাড়িতে যার নাম ভুলে গেছি। আমরা ভাড়া বাড়ি করেছি, বোধ হয় বরেনবাবু ভাড়া করেছেন। প্রশ্ন ঃ মাইনটা কেমন ছিল? উত্তর ঃ এটি একটি ঢালাই লোহার সিলিণ্ডার ছিল সেটা ৫ পাউণ্ড ডিনামাইট। পিকরিক অ্যাসিড এবং ক্লোরেট অব পটাশ দিয়ে তৈরি একটি ফিউজ ছিল।প্রশ্ন ঃ আপনি কি অন্য কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য কোনও বিস্ফোরক তৈরি করেছেন? উত্তর ঃ না।প্রশ্ন ঃ কোথায় গ্রেফতার করেছে? উত্তর ঃ ৩২ লনম্বর মুরারি পুকুর রোডে।প্রশ্ন ঃ আপনি সেখানে কতক্ষণ ছিলেন? উত্তর ঃ আমি একবার ২ বা ৫ দিনের জন্য সেখানে যেতাম এবং প্রায় ৮ বা ১০ মাস ধরে এটি করার অভ্যাস ছিল। প্রশ্ন ঃ সেখানে কী হতো? উত্তর ঃ নতুনদের জন্য আমাদের জন্য ধর্মীয় এবং নৈতিক প্রশিক্ষণের ক্লাস হতো। আমি সেখানে উপনিষদ (একটি পবিত্র গ্রন্থ) পড়তাম। আমি বিস্ফোরক প্রস্তুত এবং পরীক্ষা করার জন্যও ব্যবহার করতাম।প্রশ্ন ঃ অন্য কেউ কি বিস্ফোরক তৈরি করে পরীক্ষা করেছিলেন? উত্তর ঃ সেখানে নেই। হেমচঃদ্র দাস যিনি সম্প্রতি ফ্রান্স থেকে এসেছেন, তিনি নিজের জায়গায় এবং গোপী মোহন দত্ত লেনে বিস্ফোরক ও বোমা তৈরি করতেন।প্রশ্ন ঃ আপনার আর কিছু বলার আছে? উত্তর ঃ আপনি আমাকেপ্রশ্ন করলে বলতে পারি। প্রশ্ন ঃ আপনি কী মজফফরপুরের ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানেন? উত্তর ঃ হ্যাঁ। আমি জানিপ্রফুল্লচঃদ্র চাকী এবং ক্ষুদিরাম বসু সেই উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন। আমি জানি কারণ আমি গোপী মোহন দত্ত লেনে ছিলাম, যখন তাঁরাপ্রায় এক সপ্তাহ আগে সন্ধ্যায় যাত্রা শুরু করেছিল। প্রশ্ন ঃ তাঁরা তাঁদের সাথে কী নিয়ে গেছেন? উত্তর ঃ একটি বোমা।প্রশ্ন ঃ তাঁরা এটা কীভাবে নিয়েছেন? উত্তর ঃ একটি ক্যানভাস ব্যাগে যা আমাদের এবং বিশেষ করে কোনও দেহের সঙ্গে যুক্ত ছিল না।প্রশ্ন ঃ বোমাটি কে বানিয়েছেন জানেন? উত্তর ঃ আমি শুনেছি যে এটি হেম তৈরি করেছেন কিন্তু তিনি যখন এটি তৈরি করেছিলেন তখন আমি সেখানে ছিলাম না।প্রশ্ন ঃ সমিতির নেতা কারা? উত্তর ঃ কোনও স্বীকৃত নেতা নেই। কিন্তু বারীন বাবু একজন নেতা হিসাবে কাজ করেন।প্রশ্ন ঃ সদস্য কারা? উত্তর ঃ বরেন, আমি, হেমচঃদ্র দাস, উপে ঃদ্রনাথ ব্যানার্জি, ইঃদ্র ভূষণ রায়, প্রফুল্ল চঃদ্র চাকী, বিভূতি ভূষণ সরকার, এরাইপ্রকৃত কর্মী, আবার কেউ কেউ আছেন, যাঁরা নতুন এসেছেন এবং তাঁদের বাগানে থাকা দরকার কিন্তু তাঁদের বিশ্বাস করা অভাব ছিল। প্রশ্ন ঃ আপনি বলছেন খড়গপুর ঘটনার জন্য আপনি মাইন তৈরি করেছেন। কাকে দিয়েছেন? উত্তর ঃ বারীনবাবুর কাছে। গোনাবাগান বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্বাক্ষর- এল বার্লি, ০৪.০৫.১৯০৮। আমি যোগ করতে চাই যে আমার স্বীকারোক্তির উদ্দেশ্য হল যে নিরাপরাধ ব্যক্তিরা কষ্ট পাবে না। স্বাক্ষর- উল্লাসকর দত্ত (অভিযুক্তের স্বাক্ষর) স্বাক্ষর - এল বার্লি (ম্যাজিস্ট্রেট স্বাক্ষর)।

বিপ্লবী বারীঃদ্রকুমার ঘোষের হাত ধরেই উল্লাসকর দত্ত বিপ্লবী যুগান্তর বিপ্লবী সমিতিতে যোগদান। বিপ্লবী অরবিঃদের নির্দেশে বারীন ঘোষ তখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বিপ্লবী দলের তরুণ সদস্য সংগ্রহ অভিযানে রত। সেই সময়ে উল্লাসকর দত্তের সঙ্গে পরিচয় ঘটে বারীন ঘোষের। উল্লাসকর তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। উল্লাসকর দত্তের পিতার নাম দ্বিজদাসচঃদ্র দত্ত। গ্রাম ঃ কালিকাছা। থানা ঃ ব্রাহ্মণবেড়িয়া। তিপ্পারা, শিবপুর। ১৬ এপ্রিল ১৮৮৫ সালে তিনি কালিকাছাতে জন্ম গ্রহণ করেন। কুমিল্লা স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন। সেখান থেকে পাশ করে ১৯০৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সেখানে দুই বছর পড়াশুনা করেছিলেন। বাঙালিদের নিয়ে নিঃদা করায় প্রেসিডেন্সি কলেজের সাহেব অধ্যাপক র‍্যাসেলের গায়ে হাত তোলেন। এর জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে তিরস্কারও করেছিলেন। পরে দেড় বছর ভিক্টোরিয়া টেকনিক্যাল স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ে বারীন ঘোষের সঙ্গে কলেজ স্কোয়ারে উল্লাসকরের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বারীন ঘোষের কথায় মুগ্ধ হয়ে 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলে অংশ গ্রহণ করেন। ভিক্টোরিয়া টেকনিক্যাল স্কুলে পড়ার সময়ে কীভাবে বোমা তৈরি করতে হবে তা ফর্মুলা তৈরি করে ফেলেন। উল্লাসকর গোপনে বোমা তৈরি করতেন। বাংলার বিপ্লবীদের প্রথম বোমা পরীক্ষা করা হয়েছিল দেওঘরের একটি জঙ্গলে দিঘিরিয়া পাহাড়ে। বোমা পরীক্ষা করতে উপস্থিত ছিলেন বারীন ঘোষ,প্রফুল্ল চক্রবর্তী।প্রফুল্ল মারা যান, গুরুতর আহত হয়েছিলেন উল্লাসকর। ১৯০৮ সালে ৩০ এপ্রিল ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকি মজফফরপরে উপস্থিত হয়ে কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলেন। পুলিশের হাতে সেখানে ক্ষুদিরাম ধরা পরলেন এবংপ্রফুল্ল চাকি আত্মহত্যা করলেন। ১৯০৮ সালের ২ মে কলকাতা জুড়ে ব্রিটিশ পুলিশ বিপ্লবীদের গ্রেফতার করতে শুরু করলো। তখন উল্লাসকর দত্ত ছিলেন মানিকতলার মুমারি পুকুর বাগানে। সেখানে বারীঃদ্র কুমার ঘোষের সঙ্গে উল্লাসকর দত্তকেও গ্রেফতার করে পুলিশ আলিপুর আদালতে তুললে বিচারপতি অভিযুক্ত বিপ্লবীদের আলিপুর কারাগারে রাখার ব্যবস্থা করেন। এক বছর ধরে এই মামলা চলেছিল। ১৯০৯ সালে ৬ মে বিচারপতি চার্লস পোর্টেন বিচক্রুফট্ চূড়ান্ত রায় দিয়ে অভিযুক্তদের শা্স্তি প্রদান করেছিলেন। সেই রায়ে বারীন ঘোষ এবং উল্লাসকর দত্তের ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। পরে উচ্চ আদালতে আবেদন করলে তাঁদের দীপান্তর হয়েছিল। আদালতে উল্লাসকর দত্ত রবি ঠাকুরের গান ''সার্থক জনম

মাগো জন্মেছি এই দেশে''' গান পরিবেশন করেন। ১২ ডিসেম্বর ১৯০৮ সালে উল্লাসকর দত্ত, বারীন ঘোষ সহ অভিযুক্ত বিপ্লবীদের খিদিরপুর জাহাজঘাট থেকে 'এসএস মহারাজ' -এ করে আঃদামানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। উল্লাসকর আঃ দামানে জেলার এবং কারাগার প্রহরীদের অত্যাচারে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। উন্মাদরোগগ্রস্ত উল্লাসকর আত্মহত্যাও করতে গিয়েছিলেন। পরে মাদ্রাজ উন্মাদ আশ্রমে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। ১৯২০ সালের ৩ জুন তাঁকে কারাদণ্ড থেকে মুক্তি দেওয়া হয় । ১৯৩১ সালে অত্যাবশকীয় আইন এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগ নিয়ে এসে আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। বিচারে ১৮ মাস কারাদণ্ড হয়েছিল। তিনি দুটো বই লিখেছিলেন আঃদামান কারাগার সম্পর্কে।প্রথম বইটি হচ্ছে 'দ্বীপান্তরের কথা' এবং দ্বিতীয় বইটি 'আমার কারাজীবন' (মাই প্রিজন লাইফ) ১৯২৪ সালে প্রকাশ লাভ করে। ১৭ মে ১৯৬৫ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

১৯০৮ সালে ৪ মে তালিখে আলিপুরেরপ্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট এল বার্লির কাছে ইংরেজি ভাষাতে ১৮ বছর বয়সী অভিযুক্ত ইঃদুভূষণ রায়ের স্বীকারোক্তি ঃ আমার পিতার নাম তারকনাথ রায়। আমি জাতে কায়স্থ এবং পেশায় তালুকদার। আমার বাড়ি মৌজা শ্রীফলতলা। থানা খুলনা। জেলা খুলনা। আমি থাকি ৩২ মুরারি পুকুর রোড, মানিকতলায়। প্রশ্ন ঃ আপনি কি একটি বিবৃতি দিতে চান? উত্তর ঃ হ্যাঁ। আমি ইতিমধ্যে একটি বিবৃতি তৈরি করেছি। প্রশ্ন ঃ আপনি কি এটাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারালয়ে পাঠ করাতে চান। জানা দরকার যে এচা আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে? উত্তর ঃ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। প্রশ্ন ঃ কেউ কি আপনাকে বিবৃতি দেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছে? উত্তর ঃ না।প্রশ্ন ঃ আপনার বলার কিছু আছে? উত্তর ঃ আমি ৩২ মুরারিপুকুর রোডে থাকি। দেড় মাস ধরে গীতা অধ্যয়ন করেছি এবং বোমার খোল তৈরি করেছি।প্রশ্ন ঃ কোন পরিস্থিতিতে আপনি সেখানে গিয়েছিলেন? উত্তর ঃ বরেন বাবুর সাথে আমার দেড় মাস আগে কলেজ স্কোয়ারে দেখা হয়েছিল। আমি তাঁর নাম আগে থেকেই জানতাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন একটি গোপন সোসাইটি রয়েছে এবং বলেছিলেন যে আমি ইচ্ছা করলে তিনি আমাকে যোগদানের অনুমতি দিতে পারেন। প্রশ্ন ঃ তিনি কি বলেছিলেন এর উদ্দেশ্য কী? উত্তর ঃ না । আমি আগেই জানতাম যে এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে বিদেশি চোয়াল থেকে মুক্ত করা এবং একটি উন্নত সরকার প্রতিষ্ঠা করা।প্রশ্ন ঃ আপনি কোথায় শিক্ষিত হয়েছিলেন ? উত্তর ঃ আমি খুলনার আজিগোওরা উচ্চ বিদ্যালয় পড়েছিলাম এবং ১৯০৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করি। তারপরে দুই মাস বাড়িতে ছিলাম। কারণ আমার বাবা আমাকে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি ব্রহ্মচারি জীবন যাপন করতে চেয়েছিলাম। বারীনবাবুর আমন্ত্রণে আমি সোসাইটিতে যোদগান করি এবং ৩২ মুরারি পুকুর রোডে থাকতে যাই। সেখানে যাওয়ার কয়েকদিন পরে বারীনবাবু, বিভূতি সরকার এবং প্রফুল্ল চাকীকে নিয়ে গোলা তৈরি করতে লাগলাম। প্রশ্ন ঃ এই গোলাগুলি দিয়ে কিছু করা হয়েছিল? উত্তর ঃ হ্যাঁ। চঃদননগর মেয়রকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছি। আমি, বারীনবাবু এবং শ্রীরামপুরের একজন লোকের সাথে যার নাম জানি না কে সঙ্গে ছিলাম। আমি রাত ৯টায় বোমা ছুঁড়ে ছিলাম। যে ঘরে মেয়র তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে খাবার গ্রহণ করছিলেন। বোমা ফাটেনি। ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার পরে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। আরা তিনজনে স্ট্রাণ্ড রোডে মিলিত হই। বারীনবাবু আমাকে মেয়রের বাড়ি দেখিয়েছিলেন এবং তারপরে আরা তিনজন মেয়রের বাড়ির কাছে গিয়েছিলাম। বারীন এবং শ্রীরামপুরের লোকটি একটি গলিতে চলে গেল। প্রশ্নঃ আপনি অন্য কোনও ঘটনার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছিলেন? উত্তর ঃ না।প্রশ্ন ঃ আপনার আর কিছু বলার আছে? উত্তর ঃ আমার জীবন উৎসর্গ করার মূল উদ্দেশ্য হল দেশে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।প্রশ্ন ঃ কে আপনাকে এই ধারনাগুলি শিখিয়েছে? উত্তর ঃ আমি সেগুলি ইতিহাস অধ্যয়ন করে শিখেছি। বঙ্কিমচঃদ্রের 'আনঃদমঠ' এবং রুশ বিপ্লবের ইতিহাস পাঠ করেছি। সাক্ষর ঃ এল বার্লি, ৪ মে, ১৯০৮ সাল।

প্রায় সাড়ে আঠারো বছর বয়সী অভিযুক্ত বীরে ঃদ্রনাথ ঘোষ ইংরেজিতে ১৯০৮ সালের ১৫ মে আলিপুরের প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট এল বার্লির সমানে স্বীকারোক্তি দেন। প্রশ্ন ঃ আপনি কী আমাকে একটি বিবৃতি দিতে চান? উত্তর ঃ হ্যাঁ।প্রশ্ন ঃ আপনি কি বোঝেন আমি একজন ম্যাজিস্ট্রেট এবং আপনি যদি আমার কাছে বিবৃতি দেন তাহলে তা আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে? উত্তর ঃ হ্যাঁ। প্রশ্ন ঃ আপনাকে বিবৃতি দেওয়ার জন্য পুলিশ কি আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে? উত্তর ঃ না। প্রশ্ন ঃ আপনার ইতিহাস কি? উত্তর ঃ আমার বাবা একজন ছোট জমির মালিক। আমরা চার ভাই যথাক্রমে সত্যেঃদ্রনাথ ঘোষ, ধীরে ঃদ্রনাথ ঘোষ, শৈলেঃদ্রনাথ ঘোষ এবং জীতেঃদ্রনাথ ঘোষ।প্রশ্ন ঃ গ্রেফতারদের কারোর সঙ্গে কি আপনার সাথে সম্পর্কিত ছিল? উত্তর ঃ হেমেঃদ্র কুমার এবং শিশির কুমার আমার পিতার মাতাতো ভাইয়ের ছেলে। অরবিঃদ ঘোষ আমার মামা ভূপালচঃদ্র বসু। মজুমদারের বাড়ি ৭ হুগুল কুড়িয়া লেনে এবং আমার ভাই রিপন কলেজের ছাত্র ধীরে ঃদ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে ৪৬ হারিসন রোডে থাকতাম। আবার কয়েকদিন পরে বাড়ি যাই এবং পরে কলকাতায় এসে উপস্থিত হই।প্রশন ঃ আপনি কেন কলকাতায় ফিরলেন? উত্তর ঃ আমি কলকাতার বহুবজারের ন্যাশনাল স্কুলে পড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু কোনও মেসে থাকার জায়গা পাইনি। ডিসেম্বর মাসে খুলনার ইঃদু ভূষণ রায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি খুলনায় যেতেন। তাঁর বাড়ি সেখানেই ছিল। তিনি খুলনার ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। ফেব্রুয়ারি মাসে আবার কলকাতায় তাঁর সঙ্গে দেখা হল। আমি তখন ৪৬ হ্যারিসন রোডে থাকতাম। আমি ৪৬ হ্যারিসন রোডের কাছে রাস্তায় ইঃদুভূষণ রায়ের সঙ্গে দেখা করি এবং তিনি আমায় বলেছিলেন মানিকতলায় একটি আশ্রম রয়েছে। সেখানে গীতা এবং অন্যান্য ভারতীয় দর্শন বিষয়ে উপে ঃদ্রনাথ ব্যানাজি শেখান। আমার মনে একটি ধর্মীয় আবেগ থাকায় আমি তাঁর সাথে সেই বাগানে গিয়েছিলাম।প্রশ্ন ঃ এটা কখন? উত্তর ঃ মার্চ মাসের শুরুতে। প্রশ্ন ঃ দিনের কোন সময়ে আপনি সেখান যেতেন? উত্তর ঃ দুপুর ২ টায়। প্রশ্ন ঃ আপনি সেখানে কী খুঁজে পেয়েছিলেন? উত্তর ঃ আমি সেখানে কিছু ছেলে এবং যুবকদের পেয়েছিলাম। উপে ঃদ্রনাথ ব্যানার্জির সঙ্গে কথাও বলেছিলাম। তিনি আমাকে গীতা এবং অন্যান্য বই পড়তে বলেন। মাঝে মাঝে বাগানে গেলে সেখানে আমাকে পড়তে বলতেন। আমি ৪৬ হ্যরিসন রোডে ফিরে আসি এবং এক সপ্তাহ পরে আবার সেখানে যাই। আমি মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্তসেখানে ছিলাম। আমি পাঁচ বা ছয়দিন দিন রাত সেখানে থাকলাম। আমাকে বলা হয়েছিল যে এটি একটি আশ্রম এবং সেখানে গীতা ও অন্যান্য দর্শন বিষয়ের বইয়ের নিয়মিত ক্লাস নেওয়া হয়। শিক্ষক ছিলেন উপে ঃদ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।প্রশ্ন ঃ সেখানে আর কারা থাকতেন? উত্তর ঃ বারীঃদ্র কুমার ঘোষ,, বিভূতিভূষণ সরকার, উল্লাসকর দত্ত, ইঃদুভূষণ রায়, শচীঃদ্র কুমার সেন, বিজয় কুমার নাগ এবং আর দুই- একজন যাদের নাম আমি জানি না। শচীঃদ্র, বিজয় কুমার নাগ এবং আমি য়িমিত গীতা পড়তাম এবং অন্যারা ব্যক্তিগত ভাবে পড়তো। আমি মার্চের মঝামাঝি সময়ে বাগান ছেলে ৪৫ হ্যারিসন লোডে ফিরে আসি। তারপরে আবার বাড়িতে ফিরে গেলাম। আবার কলকাতায় ৪৬ হ্যারিসন রোডে ফিরে আসি এবং আমার ভাই ধীরে ঃ দ্রনাথের সঙ্গে দেওঘর গিয়েছিলাম। সেটা ছিল ৭ এপ্রিলের কথা। আমি ৯ বা ১০ মে পর্যন্ত থাকলাম। এরপরে ১৩ মে বাড়িতে যাই এবং ১৪ মে গ্রেফতার হই।প্রশ্ন ঃ আপনি কতবার বাগানে থেকেছেন? উত্তর ঃপ্রায় এক সপ্তাহ। আমি প্রতিদিন সেখানে যেতাম এবং রাতে ফিরতাম ৪৫ হ্যারিসন রোডে। প্রায় এক সপ্তাহল দিনরাত সেখানে ছিলাম।প্রশ্ন ঃ সেখনাকার সোসাইটির কী উদ্দেশ্য ছিল জানেন? উত্তর ঃ আমাকে কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে এক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রশিক্ষণের পরে আমাকে আমার দেশের সেবা করতে হবে। প্রশ্ন ঃ কীভাবে দেশের সেবা? উত্তর ঃ যে কোনও পথকে অবলম্বন করে যা উপে ঃদ্রনাথ বর্ণনা করতে পারতেন। তিনি আমাদের বলেছিলেন এক বছরের প্রশিক্ষণের পরে আমাদের কাজে নিযুক্ত করা উচিত। তবে কী ধরনের কাজ তা বলেননি। তবে আমাকে বোঝানো হয়েছিল আমি আমার জীবন এবং অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ উদ্বেগ বিসর্জন দেব এবং দেশের সেবা ছাড়া আর কিছুই করবো না।প্রশ্ন ঃ বাগানে আর কী চলে জানেন? উত্তর ঃ না। সাক্ষর এল. বার্ড়ি, ১৫.০৫.১৯০৮।

২৯ বছর বয়সী অভিযুক্ত ঋষিকেশ কাঞ্জিলাল স্বীকারোক্তি ইংরেজি ভাষাতে ১৯০৮ সালের ১১ মে আলিপুরের আদালতেপ্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের দিয়েছিলেন। প্রশ্ন ঃ আপনি কি আমাকে কি আমাকে একটি বিবৃতি দিতে চান? উত্তর ঃ হ্যাঁ।প্রশ্ন ঃ আপনি কী বোঝেন যে আমি একজন ম্যাজিস্ট্রেট এবং আপনার বক্তব্য আপনার বিরুদ্ধেপ্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে? উত্তর ঃ হ্যাঁ। প্রশ্ন ঃ আপনাকে বিবৃতি দেওয়ার জন্য কোনও চাপ দেওয়া হয়েছে? উত্তর ঃ না। প্রশ্ন ঃ আপনার বক্তব্য কি? উত্তর ঃ আমি বরাহনগর ভিক্টোরিয়া স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং কলকাতার জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউশন থেকে এফএ পাশ করেছি। আমি ডাফ কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম এবং ফেল করেছিলাম। আমি ডাফ কলেজে থাকার সময়ে চঃদননগরের উপে ঃদ্রনাথ ব্যানার্জির সঙ্গে পরিচিত হই যিনি আমার বন্ধু হয়েছিলেন। আমরা ৪র্থ শ্রেণির ছাত্র ছিলাম তখন আমরা এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে সন্ন্যাসীদের মতো জীবনযাপন করার কথা ভেবেছিলাম। উপেন কলেজ ছেড়ে আলমোড়ার মায়াবতীতে গিয়েছিলেন পরীক্ষার পরে আমি বেনারসে গিয়েছিলাম এবং আমার ভাইয়ের সাথে থেকেছিলাম এবং সেখানে যোগ সহ হিঃদু দর্শন অধ্যয়ন করেছিলাম।প্রায় এক বছর বেনারসে থাকার পরে মায়াবতীতে গিয়েছিলাম এবং সেখানে আমার পুরানো বন্ধু উপেঃ দ্রনাথ ব্যানার্জিকে পেয়েছিলাম। মাদ্রাজে রামচঃদ্রপ্রভুর সাথে আমার পরিচয় হয়। আমি সেখানেপ্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দর্শন নিয়ে পড়াশুনা করেছি এবং সঙ্গে ছিল আমার বন্ধুরাও। কাংড়া উপত্যকার ভূমিকল্প হ উপেনকে দুঃস্থদের সাহায্য করতে পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে সে চঃদননগরে যায় যখন লর্ড কার্জন জনগণের প্রার্থনা ও প্রতিবাদকে পদদলিত করে বাংলা ভাগ করেন তখন আমি নিজের কাজকে বন্ধ রেখে বাংলায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম অবশ্য স্বাধীনতা পেতে হবে এবং এটি সরকারের অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো পাপ নয়। তাই আমি হরিদ্বারে এসে স্বদেশি প্রচার করি এবং কয়েকজন সাধুদের এই কাজ করতেপ্ররোচিত করেছিলাম। সেখানে এক পাক্ষিক ছিলাম এবং তারপরে বেনারসে ফিরে আসি। (ক্রমশ)

স্বর্ণ যুগের বাংলা সঙ্গীত আজও বাংলা তথা ভারতবাসীদের হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে

চল্লিশ পেরিয়ে আসা বাঙালি এখনও স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়ে পুরনো বাংলা গান শুনে। সেইসব গানের গল্প।

আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শুধু গানেরই বিস্তার। যে কান্না দিয়ে জীবনের শুরু, সেই কান্নার মূলেও তো সরগমই। আবার মড়াকান্নাও সুরে সুরেই ছড়িয়ে দেয় তার অতলান্ত বিষাদ। মধ্যপর্বে কত অন্তরা আর সঞ্চারির ছড়াছড়ি! আমরা বাঙালিরা এই গানের মায়াজালেই জড়িয়ে থাকি আজীবন। আমাদের স্মরণ -বরণ-উৎসব- অনুষ্ঠান, সবেতেই শুধু গান আর গান। ফাঁসির মঞ্চেও জীবনের জয়গান গাইতে আমরা ভুলি না। চল্লিশ পেরিয়ে আসা বাঙালি এখনও স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়ে পুরনো বাংলা গানগুলি শুনে। সেইসব অবিস্মরণীয় গান এখনও তাকে বিবশ করে, বিহ্ল করে। ভেতরটা একেবারে তোলপাড় হয়ে যায় তার। এইসব গানের অনেকগুলির জন্মবৃত্তান্তের সঙ্গেই কিন্তু জড়িয়ে আছে নানা রঙের ঘটনা। বাংলা গানের ইতিহাসে একটা গোটা অধ্যায় দাবি করতে পারেন গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। চিকিৎসক সুরকার নচিকেতা ঘোষের সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ঢোলা পাজামা আর লম্বা পাঞ্জাবি পরে প্রায় সকালেই তিনি গাড্ডায় (গান আর আড্ডা) যেতেন শ্যামবাজারে নচিবাবুর বাড়িতে। দেদার আড্ডা আর খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে চলত নতুন নতুন গান তৈরির কাজ। একদিন এমনই এক আড্ডার মাঝে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্য গান লিখতে গিয়ে থমকে গেলেন গৌরীপ্রসন্ন। মাথাটা কিছুতেই যেন কাজ করছে না। নচিকেতাকে বললেন, চল তো বাইরে যাই, কোথাও গিয়ে খেয়ে আসি। কিন্তু পয়সা কোথায়? নচিকেতা তখন বাড়ির পুরনো পরিচারকের জমানো পয়সা চুরি করে গীতিকার বন্ধুকে নিয়ে হাজির হলেন শ্যামবাজারের বিখ্যাত গোলবাড়িতে। গোলবাড়ির পরোটা আর কষা মাংস খেতে খেতে গৌরীপ্রসন্ন ওয়েটারকে বললেন,তভাই, একটু লেখার কাগজ হবে? কাগজ পাওয়ামাত্র শুরু করে দিলেন লিখতে। লিখে গেলেন প্রায় একটানা। তারপর দু'জনে বাড়ি ফিরে সেই গানটা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ঘঃ টাখানেকের মধ্যেই জন্ম নিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গান 'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে'।

অনেকটা এভাবেই আরও একটা বিখ্যাত গানপ্রথম আলো দেখেছিল কলকাতার বহুল পরিচিত চাইনিজ রেস্তোরাঁ 'চাং ওয়া'-য়। সেখানে এক বিকেলে সলিল চৌধুরীর সঙ্গী হয়েছিলেন তৎকালীন মেগাফোন কোম্পানির কর্তা কমল ঘোষ। কমলবাবুর অনুরোধে সলিল চৌধুরী মেনুকার্ডের আইটেমগুলির (পাওচিন, মান্ডারিন, গার্লিক চিকেন, রেড পিপার চিলি, সালাড) আদ্যাক্ষর নিয়ে নিমেষের মধ্যে সুর সহযোগে একটি গানের মুখরা তৈরি করে ফেলেছিলেন। লতার গাওয়া সেই মন-কেমন-করা গানটি হল 'পা মা গা রে সা তার চোখের জটিল ভাষা'। মানবেঃদ্র মুখোপাধ্যায়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় গান কোনটা? তিনি নিজে মনে করতেন 'আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি'। গানটা তৈরি হয়েছিল গার্স্টিন প্লেস-এ আকাশবাণী ভবনের পাঁচ নম্বর স্টুডিওতে। এক অদ্ভুত ছমছমে নির্জনতার মধ্যে। তখন সন্ধ্যা নেমেছে সদ্য। বারাদায় পায়চারি করছিলেন মানবেঃদ্র। পাশেই কবরখানা। চারপাশে ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে অন্ধকার। এমন সময় হঠাৎ যেন কার গলার আওয়াজ ভেসে এল! এই মানব, এখানে কী করছিস? চমকে উঠলেন মানবেঃ দ্র।প্রশ্নকর্তাকে ভালো করে দেখাও যাচ্ছে না। শুধু তাঁর চোখ দুটো দপদপ করে জ্বলছে। ভয় পেয়ে একটু জোরেই মানবেঃদ্র এবার বলে উঠলেন, কে? উত্তরটা দিলেন বন্ধু গীতিকার শ্যামল গুপ্ত। বললেন, ততোর খোঁজেই এলাম। একটা দুর্দান্ত গান লিখেছি। একবার শুনবি?

বিখ্যাত গীতিকারের তখন প্রেমপর্ব চলছে বাংলার মধুকণ্ঠী গায়িকা সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সেই প্রেমেরই উচ্ছ্বাস গানেরপ্রায় প্রতিটা শব্দে। গানটার কাব্যগুণে মুহূর্তে আচ্ছন্ন হলেন মানবেঃদ্র। বন্ধু শ্যামলকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন পাঁচ নম্বর স্টুডিওর দিকে। স্টুডিওর দরজায় সেই সময় তালা ঝোলার কথা। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার। দরজাটা খোলা। ভিতরে বিশাল যে পিয়ানো, সেটাতেও কোনও চাবি দেওয়া নেই। মানবেঃদ্র বসে পড়লেন পিয়ানোর সামনে। সুরের আলোয় মুছে গেল অন্ধকার। তৈরি হল বাংলা আধুনিক গানে রোমাঃ টকতার এক নতুন মাইলফলক 'আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি'।

জীবনের প্রতি কোণে, যাপনের প্রতি স্তরে কথা-সুরের আলপনা আঁকা হয়। মাঝি দাঁড় বেয়ে চলে গানের সুরে। শ্রমিক হাতুড়ির ঘা মারে গান গাইতে গাইতে। আবার অন্ধ কানাইয়ের ভিক্ষার হাতিয়ারও সেই গান। আর কে না জানে, বাংলা গানের মানচিত্রে প্রথাগত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি সমান গুরুত্বে স্থান পেয়েছে লোকায়ত জীবনের এহেন কথা ও সুর। এক একজন দিকপাল স্রষ্টা রেখে গিয়েছেন অমর সৃষ্টির সম্ভার। কেউ হেঁটেছেন প্রচলিত পথে, কেউ মেতেছেন চূড়ান্ত পরীক্ষানিরীক্ষায়! ইতিহাস স্থান দিয়েছে সকলকেই।

'মায়ামৃগ' ছবিতে সুর করেছিলেন মানবেঃদ্র। সে ছবির গানও আজ ইতিহাস। মানবেঃদ্ররই গাওয়া একটা গান ছিল তাতে 'মেটেরিয়া মেডিকার কাব্য'। গানটায় বেশ কিছু ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন গীতিকার শ্যামল গুপ্ত। ফার্মাকোলজি, ডিসেকশন, প্রেসক্রিপশন এইরকম কিছু বিজাতীয় শব্দ। এক সন্ধ্যায় গানটায় সুর করতে বসে মানবেঃদ্র খুব রেগে গিয়েছিলেন। গুচ্ছ ইংরেজি শব্দ দেখে বিরক্ত হয়ে গান-লেখা কাগজটা দলা পাকিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন। শ্যামল তাতে হতাশ হয়ে পড়ায় কিছুক্ষণ বাদে একটা টর্চ নিয়ে দু'জনে মিলে সেই কাগজটা আবার খুঁজতে বের হলেন। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে সেটা পাওয়া গেল একটা ড্রেনের মধ্যে। কী ভাগ্য, জলের তোড়ে তখনও ভেসে যায়নি।

ধুলিয়ান কাঞ্চনতলা জমিদার বাড়িতে দেবী দুর্গার সঙ্গে পূজিত হন '২২ পুতুল'

মিঠুন হালদার ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান কাঞ্চনতলা জমিদার বাড়িতে প্রায় ৩০০ বছর আগে শুরু হওয়া দুর্গাপুজোতে দেবী উমা এবং তাঁর সন্তানদের সঙ্গে পুজো করা হয় ১১ জন দেবী এবং ১১ জন দেবতাকে। ২২ 'পুতুলের' দুর্গাপুজো নামে খ্যাত কাঞ্চনতলা জমিদার বাড়ির পুজো আজও মুর্শিদাবাদের দুর্গাপুজোর মানচিত্রে জেলাবাসীর অন্যতম আকর্ষণ। দেবীর বোধনের মাধ্যমে এখানে পুজোর শুরুও হয়ে গিয়েছে। সঠিক সময় জানা না গেলেও জমিদার পরিবারের অনেক সদস্য দাবি করেন, প্রায় ৩০০ বছর আগে ঢাকার বিক্রমপুরের মারুচি গ্রামে 'বসু' পরিবারে এই পুজোর সূচনা করেছিলেন রাঘবেন্দ্র রায়। পরবর্তীকালে এই পুজো স্থানান্তরিত হয় মুর্শিদাবাদের কাঞ্চনতলা গ্রামে। বসু পরিবারের সদস্যরা এক সময় ঢাকার নবাবের দেওয়ান হিসেবে কাজ করতেন। দেওয়ান হিসেবে ভাল কাজের জন্য নবাবের কাছ থেকে 'বসু' পরিবার, 'রায়' উপাধি পেয়েছিল। তবে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় নবাবী স্থানান্তরিত হওয়ার পর নবাবের দেওয়ানরাও মুর্শিদাবাদে চলে আসেন। তকালীন মালদা-মুর্শিদাবাদ এবং রাজশাহী জেলার সংযোগস্থলে অবস্থিত দেওনাপুর নামে একটি স্থানে নিজেদের 'জমিদার বা।' তৈরী করেন। শোনা যায় সেই সময়ে বাণিজ্যের জন্য গঙ্গা ও পদ্মা নদীর ওপর দিয়ে যে সমস্ত নৌকা যেত তাদের থেকে খাজনা আদায় করা এবং নিরাপত্তা প্রদান করে সেই টাকা বাংলার নবাবকে 'নাজরানা' হিসেবে জমা দিয়ে জমিদারি পেয়েছিল 'বসু' পরিবার।

তবে প্রত্যেক বছর বর্ষার সময় দেওনাপুরের বিস্তীর্ণ অংশ প্লাবিত হয়ে যাওয়ার কারণে পরিবারের সদস্যরা অন্যত্র নিরাপদ স্থানে তাঁদের 'জমিদার বাড়ি' সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেই উদ্দেশ্যে বহু বছর আগে নৌকা করে জমিদারি এলাকার মধ্যে উঁচু জায়গা খুঁজতে গিয়ে তাঁরা কাঞ্চনতলা গ্রামের খোঁজ পান। জমিদার পরিবারের সদস্যরা যখন এলাকাটি দেখেন সেই সময়ে গোটা গ্রাম কাঞ্চন ফুলে ভরেছিল। সেই থেকে

তাঁরা গ্রামের নামকরণ করেন কাঞ্চনতলা এবং সেখানেই নতুন করে 'রায়' পরিবার নিজেদের জমিদার বাড়ি তৈরী করেন। কাঞ্চনতলা জমিদার পরিবারের দুই সদস্য জগবন্ধু রায় এবং ভগবতী রায়, নীল বিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা দেশ ছেড়ে চলে যেতে শুরু করলে তাঁদের কাছ থেকে সাতটি নীল কুঠি কিনে নেন এবং জমিদারি আরও বৃদ্ধি করেন। যদিও ব্রিটিশরা এই পরিবারকে কখনই 'জমিদার' হিসেবে স্বীকার করতে রাজি ছিল না। তবে সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়ে বর্তমান ঝা।খণ্ডের পাকু।কে রক্ষা করে 'রায়' পরিবারের প্রতিপত্তি আরও বেড়ে যায়। তবে ব্রিটিশদের সঙ্গে এই জমিদার পরিবারের সম্পর্ক কখনই ভালো ছিল না। বহু চেষ্টার পর এই পরিবার দিল্লির দরবার থেকে নিজেদের 'জমিদারি' খেতাব ফিরে পেয়েছিলেন। জমিদার পরিবারের দশম পুরুষ সুদীপ রায় বলেন, প্রায় ৩০০ বছর ধরে একই রকম নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের পরিবারের দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। পরিবারের সদস্যরা দেশ বিদেশে যেখানেই থাকুক না কেন পুজোর দিনগুলোতে তাঁরা সকলে মুর্শিদাবাদের কাঞ্চনতলার বাড়িতে অবশ্যই উপস্থিত হবেন। শাক্ত মতে এই জমিদার বাড়িতে দেবী দুর্গার পুজো করা হয়। সুদীপবাবু জানান ,'আমরা দেবীপুরান মতে মা দুর্গার আরাধনা করি। এখানে দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে মোট ২২ জন বিভিন্ন দেবদেবী থাকেন। সেই কারণে অনেকের কাছে এই পুজো ২২ পুতুলের পুজো নামে পরিচিত।

জমিদার বাড়ির এই পুজোতে দুর্গা মূর্তির সবথেকে উপরে দেখতে পাওয়া যায়, মকরবাহিনী গঙ্গা দেবীকে। তাঁর সঙ্গে মহাদেব নিজের দুই সহচর- নন্দী এবং ভৃঙ্গীকে নিয়ে উপস্থিত থাকেন। এছাড়াও দেবীর অকালবোধনকে স্মরণ করে প্রতিমার সঙ্গে থাকেন রাম-লক্ষ্মণ। দেবী মূর্তির পাশে দেখতে পাওয়া যায় মা তারা, নরসিংহ, জয়া-বিজয়া সহ আরও একাধিক দেব-দেবীকে। সুদীপবাবু বলেন, শাক্ত মতে অনুষ্ঠিত আমাদের পুজোতে সপ্তমী, সন্ধিপুজো এবং নবমীতে পাঁঠা বলিদান প্রথা আজও চালু রয়েছে। পুজোর দিনগুলোতে আমরা দেবীর উদ্দেশ্যে অন্ন ভোগ দিই না। তার পরিবর্তে মা দুর্গাকে ফল এবং অন্যান্য জিনিস ভোগ হিসেবে নিবেদন করা হয়। প্রাচিন প্রথা মেনে আজও শতবর্ষ প্রাচীন কাঠামোতে দেবী প্রতিমা নির্মাণ হয় বাড়ির ঠাকুর দালানেই। তবে কাঞ্চনতলা জমিদার বাড়ির দুর্গা পুজোর অনন্য বৈশিষ্ট্য এখানে মন্ত্র ও স্তোত্র পাঠের মধ্যে দিয়ে পুজো শুরু হয় দুর্গাপুজোর আগের নবমী থেকে । তবে প্রতিমাকে বেদীতে বসানো হয় পঞ্চমী অথবা ষষ্ঠীর দিন কোনও এক শুভ মুহূর্তে। জমিদার পরিবারের এই পুজোতে প্রজাদের জন্য সর্বদাই থাকত অবারিত দ্বার। একসময় পুজোর দিনগুলোতে 'রাজা-প্রজা' একসঙ্গে বসেই দেবীর ভোগ খেতেন। তবে এখন আশেপাশের গ্রামে দুর্গা পুজোর সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে জমিদার বাড়ির পুজোতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। সুদীপবাবু আরও বলেন, বহু বছরের রীতি মেনে দশমীর দিন আজও ৩২ জন বেহারাদের কাঁধে চাপিয়ে দেবী প্রতিমাকে গঙ্গা নদীতে বিসর্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রিয় ' দাদু' অসুস্থ, তাই পূর্বস্থলীর দামোদরপাড়া অনাথ আশ্রমে এবার দুর্গাপুজো বন্ধ!

প্রসেনজিৎ দেবনাথ,পূর্বস্থলী ঃবসেনি মঙ্গল ঘট, জ্বলে নি মঙ্গল দীপ,হয় নি মায়ের বোধন -বিগত বছর গুলোর মত এ বছর আর মা আসেনি সর্বহারা অনাথ শিশুদের কাছে -ওদের ছিল এক মন্ত্রী দাদু। যিনি ছিলেন ওদের সব আলো হাসির কারণ। বড় আদরে স্নেহে মায়া মমতায় ওদের আগলে রাখেন তিনি। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উসবের দিনগুলোতে ওদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্যই বিগত ছয় বছর আগে তিনি দুর্গাপুজোর সূচনা করেছিলেন এই অনাথ আশ্রমে। দাদুই ছিলেন এই আশ্রমের মূল পৃষ্ঠপোষক।হ্যাঁ আমরা কথা বলছি পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের দামোদর পাড়া অনাথ ও বৃদ্ধাশ্রমের কথা। আর ওদের প্রিয় দাদু হলেন প্রাক্তন প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। বিগত বছরগুলোতে ওনার তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে আশ্রমে দুর্গাপুজো হতো। বিদায়ী মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ পুজোর কয়েকদিন আগে থেকেই এই

আশ্রমে বাচ্চাদের সাথেই থাকতেন। আশ্রম প্রাঙ্গণ সহ গোটা এলাকা সেজে উঠতো। বহু লোকের সমাগম হতো। বাচ্চারাও হই হই করে আনঃদ মেতে উঠতো। বাচ্চাদের লেখা কবিতা গল্প দিয়ে পত্রিকা প্রকাশও হতো। কিন্তু এই বছর ওদের প্রিয় দাদু অসুস্থ। দাদুর শরীর ভালো নেই। তাই বাচ্চাদের মন ও ভালো নেই। ওরা নিজেরাই এই বছর পুজো না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুধু তাই নয় ওরা এবার ঠাকুর দেখতেও যায় নি।ওদের এই চাওয়াকে মান্যতা দিয়ে আশ্রম কর্তৃপক্ষ এই বছর পুজো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং দুর্গাপুজোর অনুদান পেয়েও তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। আজ ওদের হয়তো একটু মন খারাপ কিন্তু ওরা মন থেকে চায় ওদের প্রিয় দাদু সুস্থ হয়ে উঠুক। তারপর আবার হবে আশ্রমে হবে মায়ের বরণ। আবার ওরা পুজোর আনঃদ উসবে মেতে উঠবে। আজ নেই ওনার মন্ত্রিত্ব কিন্তু আশ্রমের এই সহজ সরল নিষ্পাপ শিশুগুলোর কাছে তিনি ওদের প্রিয় দাদু। ওরা মন্ত্রিত্ব বোঝেনা। ওরা কেবল বোঝে মনের টান। ওরা বোঝে ভালোবাসা। ওরা বোঝে স্নেহের বাঁধন। আজ ওদের মতো আমরাও মায়ের কাছে ওনার দ্রুত সুস্থতা কামনা করি।

ষাটে পা মধ্য শ্রীরামপুর তরুণ সংঘের, থিম 'শ্রীচরণেষু'য় ফুটে উঠল মা-বাবার প্রতি সন্তানের দাযবদ্ধতার বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী ঃ মা-বাবার স্নেহ, ভালোবাসা, আত্মত্যাগ আর সন্তানের প্রতি তাঁদের নিঃস্বার্থ অবদানের কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু জীবনের ব্যস্ততার পথে হাঁটতে হাঁটতে অনেক সময় সেই মা-বাবার প্রতি সন্তানের দাযিত্ব ও কর্তব্যের কথা কোথাও যেন আড়ালে চলে যায়। বৃদ্ধ বয়সে যে মা-বাবা একসময় সন্তানকে আগলে রেখে বড় করেছেন, তাঁরাই কখনও কখনও হয়ে পড়েন অবহেলার শিকার। সমাজের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকেই দুর্গাপুজোর থিমের মাধ্যমে তুলে ধরেছে পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ১ ব্লকের মধ্য শ্রীরামপুর তরুণ সংঘ সার্বজনীন বারোয়ারি দুর্গোসব কমিটি। এবছর ৬০তম বর্ষে পদার্পণ করেছে এই পুজো। আর ষাট বছরের এই বিশেষ উদ্যাপনে তাদের ভাবনার কেঃদ্রে রয়েছে আবেগঘন থিম '

শুধু রংবেরঙের আলোকসজ্জা, আকর্ষণীয় মণ্ডপ কিংবা প্রতিমার সৌঃদর্য নয়, এবারের পুজোর মূল আকর্ষণ একটি গভীর সামাজিক বার্তা। মা-বাবা কীভাবে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছ ঃদ্য বিসর্জন দিয়ে সন্তানের ভবিষ্য গড়ে তোলেন, সেই চেনা অথচ অনেক সময় বিস্মৃত হয়ে যাওয়া বাস্তবতাকে শিল্পের ভাষায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন উদ্যোক্তারা। সন্তানের মুখে হাসি ফোটাতে মা-বাবার নিরলস পরিশ্রম, অসংখ্য ত্যাগ, স্বপ্নপূরণের লড়াই এবং জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তাঁদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার ছবিই যেন ধরা পড়েছে ' ভাবনায়।

একটি শিশু যখন ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে, তখন তার জীবনের

প্রতিটি পদক্ষেপে মা-বাবার অবদান থাকে অপরিসীম। সন্তানের পড়াশোনা, স্বপ্নপূরণ, প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য তাঁরা নিজেদের বহু ইচ্ছা বিসর্জন দেন। সন্তান যাতে জীবনে ভালো থাকে, সেই আশাতেই দিনের পর দিন চলে তাঁদের লড়াই। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন সেই সন্তান কর্মব্যস্ত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অনেক ক্ষেত্রেই বৃদ্ধ মা-বাবার একাকিত্ব, তাঁদের চাহিদা এবং মানসিক অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা যথাযথ গুরুত্ব পায় না। অথচ জীবনের শেষবেলায় তাঁদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সন্তানের সঙ্গ, যত্ন, সম্মান ও ভালোবাসা।মধ্য শ্রীরামপুর তরুণ সংঘের ' থিম সেই কথাই নতুন করে মনে করিয়ে দিতে চায়। মা-বাবার প্রতি সন্তানের দাযিত্ব যে কেবল শৈশবে তাঁদের উপর নির্ভর করে বেড়ে ওঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাঁদের বার্ধক্যেও পাশে থাকা সমান গুরুত্বপূর্ণ-এই বার্তাই মণ্ডপসজ্জার মধ্য দিয়ে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। মা-বাবার ত্যাগের মূল্য বোঝা এবং তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টিও বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে এই ভাবনায়।মণ্ডপে প্রবেশ করলে দর্শনার্থীদের সামনে একের পর এক শিক্ষণীয় উপস্থাপনা উঠে আসবে। মণ্ডপের বিভিন্ন অংশে মা-বাবা ও সন্তানের সম্পর্ক, পরিবারের ভিতরে তাঁদের অবদান এবং বার্ধক্যে সন্তানদের কর্তব্যের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। ফলে এই পুজো কেবল দেবী দুর্গার আরাধনায় সীমাবদ্ধ থাকছে না, বরং হয়ে উঠছে পারিবারিক মূল্যবোধ, মানবিকতা ও সামাজিক দাযবদ্ধতার এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তাবাহক।দুর্গাপুজো বাঙালির কাছে আনঃদ, মিলন ও উসবের প্রতীক। এই উসবের আবহে সামাজিক বার্তা তুলে ধরার মধ্য দিয়ে মধ্য শ্রীরামপুর তরুণ সংঘের উদ্যোক্তারা দর্শনার্থীদের ভাবনার জগতে পৌঁছতে চেয়েছেন। তাঁদের ভাবনায়, মণ্ডপে এসে প্রতিমা দর্শনের পাশাপাশি মানুষ যদি নিজের মা-বাবার প্রতি কর্তব্যের কথাও নতুন করে উপলব্ধি করেন, তাহলেই এই থিমের সার্থকতা।

ষাট বছরের দীর্ঘ পথচলায় মধ্য শ্রীরামপুর তরুণ সংঘের দুর্গোসব এবছর তাই বিশেষ তাপর্য বহন করছে। ' নামের মধ্যেই রয়েছে শ্রদ্ধা, বিনয় ও ভালোবাসার এক আন্তরিক আবেদন। যে মা-বাবা একদিন সন্তানের হাত ধরে তাকে চলতে শিখিয়েছেন

দক্ষিণ পূর্ব রেল ২২শে অক্টোবর আয়োজন করবে রেল জন সংবাদ

কলকাতা, ১৭ই অক্টোবর ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেল ২০২৬ সালের ২২শে অক্টোবর রেল জন সংবাদ-এর আয়োজন করবে। এর পাশাপাশি রেলের আওতাধীন সমস্ত স্টেশনে চালানো হবে এক ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা অভিযান। এই কার্যক্রমগুলি চলমান ' অভিযান ৬.০'-এর অংশ হিসেবে পরিচালিত হবে, যার মূল লক্ষ্য হলো-স্বচ্ছতা বজায় রাখা, জায়গার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, স্ক্র্যাপ ও ই-বর্জ্য অপসারণ, নাগরিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং অন্যান্য চিহ্নিত উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা।রেল জন সংবাদ-এর উদ্দেশ্য হলো রেল আধিকারিক ও যাত্রীদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ জোরদার করা, পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত মতামত ও পরামর্শ বিনিময়ের একটি মঞ্চ তৈরি করা এবং যাত্রী সুবিধা ও রেল পরিষেবার ক্ষেত্রে উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে এমন ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করা। এই কর্মসূচি নাগরিকদের, বিশেষ করে 'জেন জেড' বা নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করবে এবং রেল পরিষেবাকে যাত্রীদের চাহিদার প্রতি আরও সংবেদনশীল করে তুলতে সাহায্য করবে। দক্ষিণ পূর্ব রেলের চারটি বিভাগই তাদের আওতাধীন সমস্ত স্টেশনে রেল জন সংবাদ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযানের আয়োজন করবে। ব। স্টেশনগুলিতে রেলের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেবেন।

উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলেরজিএম শ্রীআশীষ বনসাল রেল পরিকাঠামো পরিদর্শন করেন

মালিগাও, ১৭ অক্টোবরঃ উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে(নির্মাণ)-এরজেনারেল ম্যানেজার শ্রীআশীষ বনসাল ১৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে বদরপুর থেকে আগরতলা, নিশ্চিন্তপুর এবং আগরওতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেলপথে উইন্ডো ট্রেইসিং পরিদর্শন সম্পন্ন করেছেন। উক্তপরিদর্শনটি বদর পুরখেকেওরু হয়ে মস্ত এলাকাজুড়ে পরিচালিত হয়,এ সময় উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলওয়ে-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে বিস্তারিত পর্যালোচনা ও আলোচনা করা হয়।

স্মৃতিবিজড়িত হুগলির আঁটপুরের ঐতিহাসিক দুর্গাপূজা

বনস্পতি দে , আঁটপুর হুগলি,ঃহুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া ব্লকের প্রাচিন এবং ঐতিহাসিক জনপদ আঁটপুর কেবল তার অপূর্ব টেরাকোটা মন্দির বা গ্রামীণ সংস্কৃতির জন্যই পরিচিত নয়, এই মাটির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে রামকৃষ্ণ-সংঘ এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের অন্যতম গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রত্যক্ষ পার্ষদ তথা স্বামী বিবেকানন্দের পরম সুহৃদ স্বামী প্রেমানন্দের (পূর্বাশ্রমের নাম বাবুরাম ঘোষ) জন্মভিটে এই আঁটপুরের ঘোষ পরিবারের দুর্গাপূজা আজ সমগ্র রাঢ় বাংলায় এক অনন্য আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক তীর্থক্ষেত্র হিসেবে সমাদৃত। আঁটপুরের এই বিখ্যাত দুর্গাপূজার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে শ্রীমা সারদাদেবীর পবিত্র স্মৃতি। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের শারদোসবে ঘোষ পরিবারের এই ঐতিহ্যবাহী পুজোয় সশরীরে উপস্থিত হয়েছিলেন স্বয়ং শ্রীমা সারদাদেবী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গোলাপ মা, যোগীন মা এবং স্বামী সদানঃদের মতো বিশিষ্ট ভক্ত ও সন্ন্যাসীরা। মায়ের সেই পবিত্র পদধূলিতে ধন্য হয়েছিল আঁটপুরের ঘোষ পরিবার তথা সমগ্র পুজো প্রাঙ্গণ। তবে এই পুজোর ঐতিহাসিক গুরুত্বের সবচেয়ে বড় অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল এর ঠিক আগে, যা বিশ্ব রামকৃষ্ণ আঃদোলনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল। ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর, নরেন্দ্রনাথ দত্তের (স্বামী বিবেকানন্দ) নেতৃত্বে শ্রীরামকৃষ্ণের আটজন তরুণ শিষ্য বাবুরাম মহারাজের পৈতৃক নিবাস এই আঁটপুরেই এসে উপস্থিত হন। এখানকার খোলা আকাশের নিচে রাতের বেলা খড়ের আগুনে 'ধুনি' জ্বেলে তাঁরা বিরজা হোম সম্পন্ন করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে চিরতরে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। এই ঐতিহাসিক পটভূমি এবং আঁটপুরের এই মাটি থেকেই জন্ম নিয়েছিল বিশ্বজুড়ে মানবসেবায় ব্রতী 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন'-এর মূল আদর্শ।বর্তমানে আঁটপুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও প্রাচীন রীতি মেনে এই দুর্গাপূজা অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে পালিত হয়। আধুনিক থিম বা প্যান্ডেলের জাঁকজমক থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে এখানে প্রতি বছর নিয়ম মেনে সনাতনী সাবেকি একচালা প্রতিমা তৈরি করা হয়, যেখানে দেবীর চালচিত্র এবং সাজসজ্জায় পুরনো দিনের বনেদিয়ানার ছাপ স্পষ্ট থাকে। মহাসমারোহে হলেও এই পুজোয় কাভাবে বৈদিক ও শাক্ত মতেই সমস্ত আচার পালন করা হয়। মহালযার দিন থেকেই মঠ ও মন্দির চত্বরে বিশেষ পূজার আবহ তৈরি হয়.

CHARKRISHNABATI GRAM PANCHAYAT
(Balagarh Panchayat Samity / Block)
P.O:-BALAGARH * DIST:-HOOGHLY * PIN:-712512
NOTICE INVITING E-TENDER No. 146/CHAR/26
E-Tender is invited by the Executive Assistant, Charkrishnabati Gram Panchayat for Construction of covered drain, SOURCE OF FUND: 15th FC (Tied). Bid submission start date **13.10.2026 from 10.00 Hrs.** Bid submission end date **31.10.2026 up to 16.00 Hrs.** Bid Opening date **03.11.2026 at 14.00 Hrs** . For details please visit website **www.tenders.wb.gov.in.**
Sd/- Executive Assistant
Charkrishnabati Gram Panchaya

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিশন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞ ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে **সিনিয়র ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়া**-র অধীনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক নং ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ২৩৮_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ ঃ** (১) এসওয়াইএই ডিপোতে নতুন মেশিন-শপ শেড নির্মাণ। (২) হাওড়া - হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে ভিডিও সার্ভেল্যান্স সিস্টেমের সাথে একীকৃত এআই বেসড় ফেসিয়াল রেকগনিশন সিস্টেম (এফআরএস)-এর প্রাপ্যতা। (৩) সিনিয়র ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়ার অধীনে এইএন/এইচকিউ/হাওড়ার শাখায় প্ল্যাটফর্ম নং ১৭ ও ১৮-এর জন্য পরিত্যক্ত এস্কালেটর (ইঞ্জিনিয়ারিং পোর্শন) ও সিঁড়ির অংশ এবং সাবওয়ে পোর্শন অপসারণ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,২১,৭২,৭৪৫.৬৮ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ২,৪৩,৫০০ টাকা। **ক্রমিক নং ২। ই-টেন্ডার নং ঃ ২৮০_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/২/হাওড়ার অধীনে দুই বছরের জন্য রেলওয়ে স্টেশন, অফিস, কলোনি, সাইডিং, ইএমইউ কারশেড, ওয়ার্কশপ, লরি গ্যারাজ এবং হসপিটাল ইত্যাদিতে পোটেবল জল সরবরাহের জন্য হাওড়ায় ফিল্টার বেডে নবীকরণ সহ ২.৫ এমজিডি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২৯,১২,৪২৩.৯ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ৫৮,৩০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস (ক্রমিক নং ১-এর জন্য) ও লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ২৪ (চব্বিশ) মাস (ক্রমিক নং ২-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টা (ক্রমিক নং ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না, যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov. in**-এ পাওয়া যাচ্ছে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-409/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. TSK/Engg/58 of 2026, তারিখঃ 15-10-2026। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **আইটেম নং.১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** সিনি. ডিইএন/।/তিনসুকিয়া অধীক্ষেত্রেরে অধীনে অ্যালিমিনো থার্মিক ওয়েল্ডিং পোর্সন-এর নির্মাণ ও সরবরাহ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৩৮,৪৬,৭৪০/-টাকা; **বায়নার ধনঃ** ২,৭৬,৯০০/- টাকা। ই-টেন্ডার ০৯-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে** এবং ০৯-১১-২০২৬ তারিখের ১৬:০০ ঘণ্টায় **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৯-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্ক)/তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নরূপ ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রঃ নং - ১। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩৬১-২০২৬-২৭, তারিখ ১৫.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** "শিয়ালদহ–প্রয়োজনীয় পাইপলাইন বিছানো সমেত ১.৬০ এমএলডি ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট কাম রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট নির্মাণ" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২১,২১,১৬৪ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ৪২,৪০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। **ক্রঃ নং - ২। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৩৮৮-২০২৬-২৭-আর, তারিখ ১৫.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** ৫ বছরের জন্য ২৪ ঘণ্টার ভিত্তিতে ভেন্ডরদের নতুন সংযোগের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে ট্রিপেড এনার্জি মিটার ১ ফেজ (৫ কেডব্লু লোড পর্যন্ত) এবং ৩ ফেজ (>৫ কেডব্লু পর্যন্ত =<৫০ কেডব্লু লোড) (সিঙ্গল ফেজ মিটার-৩০০টি এবং ৩ ফেজ মিটার-২০টি) (পিএইচ-৩)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০৮,৭৬,২৮৫ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ২,১৭,৫০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **ক্রঃ নং - ৩। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৪১০-২০২৬-২৭, তারিখ ১৫.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** "নারকেলডাঙ্গা কারশেড-এ নতুন গোডাউন, এএমএম-এর অফিস তৈরি" সংক্রান্ত কাজে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭,৭৫,০৪২ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ১৫,৫০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১৬ মাস। **ক্রঃ নং - ৪। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১৪১৩-২০২৬-২৭, তারিখ ১৫.১০.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** "রানাঘাট ইএমইউ কারশেডে গোডাউন সমেত নতুন স্টোর ডিপো এবং এএমএম-এর অফিস তৈরি" সংক্রান্ত কাজে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৭,৪২,৬৪৩ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ৩৪,৯০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **আইআরইপিএস -এ টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ** ১৫.১০.২০২৬ (প্রতিটির জন্য)। **বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ২৬.১০.২০২৬ (প্রতিটির জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৯.১১.২০২৬, দুপুর ২টায় (প্রতিটির জন্য)। **www.ireps.gov.in**-তে টেন্ডার নোটিশের বিশদ ও সময়ে সময়ে ইস্যু হওয়া সংশোধনী নথি পাওয়া যাবে।
(SDAH-270/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

আলিপুরদুয়ার জং.-এ ওএইচই মডিফিকেশন কাজ
টেন্ডার নোটিশ নং : এপি-ইএল-টিআরডি-১৪-২৬-২৭; তারিখ: ১৫-১০-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম:** এডিইএন/ইস্ট/আলিপুরদুয়ার জং.-এর অধীনে কামাখ্যাগুড়িতে এলসি গেট নং. এনএন-১০৫-এর পরিবর্তে নতুন আরওবি তৈরির কাজের সাথে সম্পর্কিত ওএইচই মডিফিকেশন কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ১১,৬৬,৮৫৫.১৫/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২৩,৩০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৯-১১-২০২৬ তারিখে **১৫:০০** টায় এবং টেন্ডার **খোলা ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।
ডিআরএম/ইলেক্ট.(টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

নির্ধারিত এবং অনির্ধারিত পিএসআই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-১২-২৬-২৭। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **টেন্ডার নং. এপি-ইএল-টিআরডি-১২-২৬-২৭। কাজের নামঃ** আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে- এডিইই/টিআরডি/নিউ কোচবিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ২ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে (২৪ মাস) নিউ আলিপুরদুয়ার, গোসাইগাঁও হাট, আগমনি এবং নিউ কোচবিহার ওএইচইর সঙ্গে পিএসআই ডিপোর জন্যে নির্ধারিত এবং অনির্ধারিত পিএসআই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৮৫,৪৭,৬৩২.৯৬/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৪২,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৯-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ AP-EL-TRD-15-26-27। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ AP-EL-TRD-15-26-27; কাজের নামঃ** "ওয়াই-লেগ - ময়নাগুড়ী রোড - নিউ চ্যাংরাবান্ধা (এসএল) - টিএসআর(পি) - ১৯.৭০০ টিকেএম" কাজের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ধরণের বন্ড-এর ব্যবস্থার সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ১৬,৯০,৬৯১.৮৬ টাকা, **বায়নার ধনঃ** ৩৩,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৬-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে** এবং ০৬-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট. (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহদের সেবায়

NIQ, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for temporary It Infrastructure arrangement for the programme to be attended by VVIP at Kakdwip, South 24 Parganas on 22.10.2026" **[Job No. KIT/RW/225 of 26-27] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-124/KIT/Q of 26-27)** Bid Submission Closing : 20.10.2026 up to 04.00 PM Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/- Executive Engineer, PWD Kolkata IT Division

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এলএমজি/ইএনজিজি/ ৬১ অফ ২০২৬, তারিখ: ১৫-১০-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নং ঃ ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এডিইএন-ডিমাপুর-এর অধিক্ষেত্রে সিএমএস ক্রসিং-এর রিকন্ডিশনিং। **টেন্ডার মূল্য:** ১,০৬,৯৭,০১০/-টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,০৩,৫০০/-টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১২-১১-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৩-১১-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথিপত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **১২-১১-২০২৬** তারিখের **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।
ডিআরএম (ডব্লিউ)/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে ইলেক্ট্রিক্যাল টিআরডি কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ **R_EL_TRD_13_26-27; তারিখঃ 14-10-2026; (বিড নং.ঃ R_EL_TRD_13_26-27)।** নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** "কাটিহার ডিভিশনেঃ নিউ জলপাইগুড়ি - মালদা টাউন সেকশন (ডবল লাইন)-এ তেলতা - সুধানির মধ্যে অতিরিক্ত ওয়াটার ওয়ে-র ব্যবস্থা সহ ৩ × ১২.২ মিটার স্প্যানবিশিষ্ট ব্রিজ নং. ১৩৩ কে ৬ × ১৮ মিটার স্প্যানবিশিষ্ট ব্রিজে পরিবর্তন করা" কাজের সাথে সম্পর্কিত ইলেক্ট্রিক্যাল টিআরডি কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,১৯,৩৮,৮৩৬.০৪ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৩৮,৮০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং **খুলবে** ০৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

SBI | স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অনুমোদিত কর্মকর্তার বিবরণঃ নাম-আরতি সমীর
মোঃ নম্বর-৯৮৩৩৪৩৭৯৪৮, ল্যান্ডলাইন নম্বর (অফিস)-(০২২)৪১৬১ ১৪০২
শাখাঃ স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ-২
রাহেজা চেম্বার্স, নিচতলা, উইং-বি, ফ্রি প্রেস জার্নালমার্গ, নরিমান পয়েন্ট, মুম্বাই-৪০০ ০২১, টেলিফোন নম্বরঃ (০২২) ৪১৬১১৪০৩, ফ্যাক্স নম্বরঃ ০২২ ২৮১১৪০৩
ই-মেইল আইডিঃ : sbi.15859@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - IV - A নিয়ম ৮(৬)-এর শর্তাংশ দেখুন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' এবং এর অধীনে প্রণীত 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর ৮(৬) নম্বর বিধির শর্তানুসারে, স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, SARFAESI আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তিটির (বা সম্পত্তিগুলোর) দখল গ্রহণ করেছেন। সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, ব্যাংকের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে নিচে উল্লিখিত মামলাগুলোর অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তিটির (বা সম্পত্তিগুলোর) ই-নিলাম (SARFAESI আইন, ২০০২-এর অধীনে) অনুষ্ঠিত হবে। এই নিলামটি যেমন আছে, যেখানে আছে, যে অবস্থায় আছে এবং যা কিছু আছে ভিত্তিতে এবং নিচে বর্ণিত শর্তাবলি অনুযায়ী সম্পন্ন হবে।

ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর নাম	জামিনদার(গণ)-এর নাম	বকেয়া পাওনা, যা আদায়ের লক্ষ্যে সম্পত্তি (বা সম্পত্তিগুলো) বিক্রি করা হচ্ছে
মেসার্স পিসিআই পেপারস লিমিটেড ৩২৩, মধুসূদন ব্যানার্জী রোড, বিরাটি কলকাতা।	কর্মী গ্যারান্টার ১. শ্রী প্রশান্ত কুমার ভট্টাচায্য ২. শ্রী নরেন্দ্র কুমার হিরাওয়াত ৩. শ্রীমতী কনক দেবী বাগরেচা	১৩,৭০,৭৮,১০২.২১ টাকা, তার ওপর চুক্তিবদ্ধ হার অনুযায়ী অদ্যাবধি সুদ আনুষঙ্গিক ব্যয় ও খরচা। (যদি কোনো নগদ অর্থ আদায় হয়ে থাকে, তবে তা বাদ দিয়ে) (০৭.১০.২০১৩ তারিখের ১৩(২) ধারার নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পাওনা)

ইউনিটের নাম	সম্পত্তি / সম্পত্তিসমূহের বিবরণ	ই-নিলামের তারিখ ও সময়ঃ		সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
মেসার্স পিসিআই পেপারস লিমিটেড	৫ কাঠা ২ ছটাক ৪১ বর্গফুট (কম-বেশি হতে পারে) পরিমাপের জমি ও তার ওপর অবস্থিত কাঠামোসহ সম্পূর্ণ সম্পত্তিটি মৌজা-বিরাটি, থানা-নিমতা, জে.এল. নং ৭, আর.এস. নং ১৩৯, তৌজি নং ১১৪০-এর অন্তর্ভুক্ত যা দাগ নং ৮৩, ৮৯, ৯০ (খতিয়ান নং ৪৫৯) এবং দাগ নং ৯৪ (খতিয়ান নং ৬৫৩)-এর অংশবিশেষ। এটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কাশিপুর-দমদম অতিরিক্ত জেলা উপ-নিবন্ধক কার্যালয়ের আওতাধীন। সম্পত্তিটি হোল্ডিং নং ৩২৩ / ৪৬৬/ ৬ (পুরাতন) ও ৩২৩ (নতুন), মধুসূদন ব্যানার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ১৩-এর অন্তর্ভুক্ত এবং উত্তর দমদম পৌরসভার সীমানার মধ্যে অবস্থিত (কলকাতা-৭০০ ০৫১, পশ্চিমবঙ্গ)।	তারিখঃ ০৬.১১.২০২৬ সময়ঃ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা প্রতিবার ১০ মিনিটের অগণিত সময়সীমা বৃদ্ধির সুযোগ সহ	সংরক্ষিত মূল্য ১.০০ কোটি টাকা এর নিচে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হবে না; আমানত অর্থ (ইএমডি) সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ, অর্থাৎ ১০,০০,০০০- টাকা। নিলামে দর বৃদ্ধির পরিমাণ ১,০০,০০০- টাকা	০২.১১.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত যোগাযোগের ব্যক্তিঃআরতি উলে মোবাইল নম্বরঃ ৯৮৩৩৪৩৭৯৪৮

ইএমডি জমা দেওয়া এবং অংশগ্রহণের অনুরোধপত্র কেওয়াইসি নথিপত্র ইএমডি প্রদানের প্রমাণপত্র ইত্যাদি দাখিলের তারিখ ও সময়।

০৬.১১.২০২৬ তারিখ বা তার আগে, সকাল ১১.০০টার মধ্যে।

সতর্কতাঃ অনুগ্রহ করে জেনে রাখুন যে, এই ই-নিলামটি যেমন আছে, যেখানে আছে, যা আছে-সেই অবস্থাতেই নীতিতে পরিচালিত হচ্ছে। সম্পত্তিটি বর্তমানে বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতে উদ্ভূত হতে পারে এমন সমস্ত দায়বদ্ধতা-তা ব্যাংকের জানা থাকুক বা না থাকুক-সহ বিক্রি করা হচ্ছে।
কোনো তৃতীয় পক্ষের দাবি, অধিকার বা পাওনা সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা বা সুরক্ষিত ঋণদাতা কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২'-এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম ও শর্তাবলি সাপেক্ষে সম্পন্ন হবে। ঋণগ্রহীতাজামিনদারদের জানানো যাচ্ছে যে, সম্পত্তিটি নিলামে তোলা হবে এবং যদি কোনো বকেয়া অবশিষ্ট থাকে, তবে তা সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচসহ আপনাদের কাছ থেকে আদায় করা হবে।
নিলামে অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তারা যেন নিজেদের স্বার্থেই সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব এবং আয়তনসহ অন্যান্য তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নেন। বিড (দর) জমা দেওয়ার আগে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সম্পত্তিটির ওপর অন্য কোনো পাওনা, দায় বা আইনি জটিলতা আছে কি না, তা তারা নিজ দায়িত্বে যাচাই করে নেবেন।
অনুমোদিত কর্মকর্তার কাছে কোনো বিড গৃহীত হওয়ার পর, বিডকারী সেই বিড প্রত্যাহার করতে পারবেন না-তা আয়তন বা পরিমাপের গরমিল, মালিকানা স্বত্বে ত্রুটি, কোনো দায়বদ্ধতা বা অন্য যেকোনো কারণেই হোক না কেন।বিক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত শর্তাবলি জানার জন্য, সুরক্ষিত ঋণদাতা 'স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া'-এর ওয়েবসাইটঃ https:sbi.bank.in এবং https:baanknet.com-এ দেওয়া লিঙ্কে দেখুন।
SARFAESI আইনের ৮(৬) ধারা অনুযায়ী বিধিবদ্ধ বিজ্ঞপ্তিঃ এটি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাজামিনদারের উদ্দেশ্যে SARFAESI আইন, ২০০২-এর ৮(৬) ধারার অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি, যা উল্লিখিত তারিখে সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রির জন্য নিলাম আয়োজনের বিষয়ে অবহিত করছে।

ব্যাংকের ওয়েবসাইট https://sbi.bank.in	ই-নিলাম ওয়েবসাইট	সম্পত্তির আইডি	সম্পত্তির অবস্থান
		SBIN80713257101	

তারিখঃ ১৮.১০.২০২৬
স্থানঃ মুম্বাই
স্বাক্ষর /-
অনুমোদিত কর্মকর্তা, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

অসম এবং উত্তরবঙ্গের জনগণ আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অতিরিক্ত ট্রেন স্টপেজকে স্বাগত জানাচ্ছে

মালিগাঁও, ১৭ অক্টোবর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর অধীন অসম, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের ৮২টি স্টেশনে ভারতীয় রেল-এর অতিরিক্ত কয়েকটি ট্রেন স্টপেজ চালু করার সিদ্ধান্ত যাত্রী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক প্রশংসা ও আন্তরিক উদযাপনের সৃষ্টি করেছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলে, যেখানে রেল যোগাযোগ দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেখানে রামেলএক্সপ্রেস এবং প্রিমিয়াম ট্রেনের বর্ধিত অ্যাক্সেসের জন্য সাধারণ মানুষ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। অনেক পরিবার, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী ও রোগীর জন্য এই নতুন স্টপেজগুলি কেবল কার্যকরী পরিবর্তনই নয়, বরং সহজ, দ্রুত এবং আরও মর্যাদাপূর্ণ ভ্রমণের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সুযোগের প্রতীক। ধেমাজি রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং ২০৫০৫২০৫০৬ ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস-এর স্টপেজ চালু হওয়াকে জনগণ ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। একইভাবে, ট্রেন নং ২০৫০৩২০৫০৪ ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস-এর শিবসাগর টাউন রেলওয়ে স্টেশনে নতুন স্টপেজ প্রদান বাসিন্দাদের মধ্যে গর্ব ও উৎসাহের সঞ্চার করেছে। মর্যাদাপূর্ণ রাজধানী এক্সপ্রেসের প্রথম স্টপেজ প্রত্যক্ষ করতে বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন মিষ্টি বিতরণ, ফুল ও করতালির মাধ্যমে ট্রেনটিকে স্বাগত জানিয়ে মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে তোলা হয়।

মারবান্ধা আলি রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং ১৫৬০৩১৫৬০৪ গুয়াহাটি-লিডু ইংটারসিটি এক্সপ্রেস এবং কালচিনি রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং ১৫৪৬৭১৫৪৬৮ শিলিগুড়ি-বামনহাট এক্সপ্রেস-এর স্টপেজ শুরু হওয়ায় দৈনন্দিন যাত্রী ও চা-বাগান এলাকার মানুষের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। নিউ কোচবিহারে ট্রেন নং ২২৪৪৯ গুয়াহাটি-নিউ দিল্লি এক্সপ্রেস-এর উদ্বোধনী স্টপেজও আনন্দ ও উৎসবের সঙ্গে পালিত হয়েছে। যাত্রীরা ফুল দিয়ে ট্রেনটিকে বরণ করে উন্নত দীর্ঘ-দূরত্বের যোগাযোগের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান।

নিম্ন অসমে, গোয়ালপাড়া টাউন রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং ১২৩৪৬১২৩৪৫ সরাইঘাট এক্সপ্রেস (গুয়াহাটি-হাওড়া-গুয়াহাটি)-এর স্টপেজকে এক গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরমূলক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বাসিন্দারা মত প্রকাশ করেছেন যে অসম ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সরাসরি আন্তঃ নগর সংযোগ ভ্রমণের কষ্ট উল্লেখযোগ্যভাবে কমাবে। নলবাড়ি স্টেশনে শিলঘাট টাউন-তাম্বারম এক্সপ্রেস এবং লালগড়-ডিব্রুগড় অবধ আসাম এক্সপ্রেস-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের স্টপেজ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় জনসাধারণের আবেগ আরও উজ্জীবিত হয়েছে।

একইভাবে, ট্রেন নং ১৫৭৬৯১৫৭৭০ আলিপুরদুয়ার জংশন-মরিনি জংশন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস-এর সরুপেটা রেলওয়ে স্টেশনে স্টপেজ শুরু হওয়ার পর যাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দারা উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন এবং উন্নত সংযোগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সমগ্র অঞ্চলে মানুষের অভিন্ন অনুভূতি-এই অতিরিক্ত স্টপেজগুলি শুধু পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধির প্রতীক নয় বরং এটি তাদের ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক গুরুত্ব ও দীর্ঘদিনের প্রত্যাশার স্বীকৃতি। এই জনকেন্দ্রিক উদ্যোগের মাধ্যমে ভারতীয় রেল এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সংযোগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি নাগরিক আস্থা আরও সুদৃঢ় করেছে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিষেবা ও জনকল্যাণে তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।

কূটনৈতিক অচলাবস্থা এবং যুদ্ধের আশঙ্কার আবহের মধ্যেই

কূটনৈতিক অচলাবস্থা এবং যুদ্ধের আশঙ্কার আবহের মধ্যেই অবশেষে পরমাণু চুক্তি নিয়ে আলোচনায় বসতে রাজি হল ইরান

তেহরান, ১৭ অক্টোবর ঃ দীর্ঘ টানাপোড়েন, কূটনৈতিক অচলাবস্থা এবং যুদ্ধের আশঙ্কার আবহের মধ্যেই অবশেষে পরমাণু চুক্তি নিয়ে আলোচনায় বসতে রাজি হল ইরান। তবে এই সম্মতির সঙ্গে জুড়ে দিল এক কঠিন শর্ত। ইরানের স্পষ্ট বার্তা-যদি তাদের উপর জারি থাকা সব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়, তবেই ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ ৬০ শতাংশের নিচে নামাতে রাজি তারা। ফলে বল এখন পুরোপুরি আমেরিকার কোর্টে। ওয়াশিংটন কি তেহরানের এই শর্ত মানবে, নাকি ফের অচলাবস্থায় আটকে যাবে পরমাণু আলোচনা-তা নিয়েই শুরু হয়েছে জোর চর্চা। এক বিবৃতিতে ইরানের পরমাণু শক্তি সংগঠনের প্রধান মহম্মদ ইসলামি জানান, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের মাত্রা কমানোর বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তাঁর এই মন্তব্য এমন এক সময়ে সামনে এল, যখন ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে পরমাণু চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা অবিশ্বাসের বরফ গলাতে এই বিবৃতিকে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত হিসেবেই দেখছেন কূটনৈতিক মহল। ইরানের সরকারি সংবাদ সংস্থা আইআরএনএ-কে দেওয়া এক সাক্ষাকারে ইসলামিকে সরাসরি প্রশ্ন করা হয়েছিল-আমেরিকার দাবি অনুযায়ী কি ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ ৬০ শতাংশের নিচে নামাবে? উত্তরে তিনি কৌশলী ভঙ্গিতে জানান, সব কিছু নির্ভর করছে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের উপর। অর্থাৎ, শর্ত পূরণ হলেই ছাড় দিতে প্রস্তুত তেহরান। তবে তিনি এটাও স্পষ্ট করেননি, ইরানের উপর জারি থাকা সব আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথা বলা হচ্ছে, না কি শুধুমাত্র আমেরিকার আরোপ করা নিষেধাজ্ঞার কথাই বোঝানো হয়েছে। এই অস্পষ্টতাই এখন আলোচনার অন্যতম ব। বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। প্রসঙ্গত, ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে উত্তেজনা নতুন নয়। ২০১৫ সালে ইরান ও ছয়টি শক্তিধর দেশের মধ্যে যে আন্তর্জাতিক পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তাতে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের সীমা ছিল সর্বোচ্চ ৩.৬৭ শতাংশ। তার বিনিময়ে ইরানের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমেরিকা একতরফাভাবে সেই চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ায় এবং ইরানের উপর ফের কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তার প্রতিক্রিয়ায় ধাপে ধাপে চুক্তির শর্ত মানা বন্ধ করে দেয় তেহরান। এই উত্তেজনা চরমে ওঠে গত বছরের জুন মাসে। ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘাতের আবহে আমেরিকা ইরানের একাধিক পরমাণু ঘাঁটিতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে। সেই সময়ই দাবি করা হয়, ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ ৬০ শতাংশ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে। আন্তর্জাতিক মহলের একাংশের মতে, ৬০ শতাংশ সমৃদ্ধকরণ কার্যত পরমাণু অস্ত্র তৈরির দিকেই বড় এক ধাপ। যদিও ইরান বরাবরই এই অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছে এবং তাদের পারমাণবিক কর্মসূচিকে ' শান্তিপূর্ণ' বলে দাবি করেছে। রাষ্ট্রসংঘের অধীন আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা-র রিপোর্ট পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ইরান বর্তমানে একমাত্র অ-পারমাণবিক রাষ্ট্র যারা ৬০ শতাংশ পর্যন্ত ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করছে। গত ১০ জুন প্রকাশিত IAEA রিপোর্টে জানানো হয়, হামলার আগেই ইরানের কাছে ৪০০ কিলোগ্রামেরও বেশি সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম মজুত ছিল। তবে সাম্প্রতিক সংঘর্ষ ও হামলার পর সেই মজুতের বর্তমান অবস্থা কী, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি ওই ইউরেনিয়াম ৯০ শতাংশ পর্যন্ত সমৃদ্ধ করা হয়, তাহলে ইরান অনায়াসেই ৯টিরও বেশি পরমাণু বোমা তৈরি করতে সক্ষম হবে। এই সম্ভাবনাই আমেরিকা ও তার মিত্রদের সবচেয়ে বেশি চিন্তায় ফেলেছে। সেই কারণেই ওয়াশিংটন চাইছে, ২০১৫ সালের চুক্তির থেকেও আরও কঠোর শর্ত আরোপ করা হোক-যেখানে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কার্যত সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে ইরানকে। কিন্তু তেহরানের বক্তব্য, অতীত অভিজ্ঞতা তাদের শিখিয়েছে যে নিষেধাজ্ঞা না উঠলে কোনও প্রতিশ্রুতিই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই অবস্থায় ইরানের সাম্প্রতিক প্রস্তাবকে কেউ কেউ 'কূটনৈতিক ছাড়' হিসেবে দেখছেন, আবার কারও মতে এটি চাপ তৈরির কৌশল। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ইরানের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তেলের রপ্তানি থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা-সব ক্ষেত্রেই এই নিষেধাজ্ঞা তেহরানকে কোণঠাসা করে রেখেছে। ফলে পরমাণু কর্মসূচিকে দরকষাকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করাই ইরানের প্রধান কৌশল বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। সব মিলিয়ে, পরমাণু চুক্তি নিয়ে নতুন করে আশার আলো দেখা দিলেও পথ এখনও মসৃণ নয়। ইরানের শর্ত মানতে আমেরিকা কতটা প্রস্তুত, সেটাই এখন মূল প্রশ্ন। যদি দুই পক্ষই নিজেদের অবস্থানে অন। থাকে, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে ফের উত্তেজনা বা।তে পারে। আবার যদি সমঝোতার রাস্তা খোলা থাকে, তবে তা শুধু ইরান-আমেরিকা সম্পর্ক নয়, গোটা বিশ্বের কূটনৈতিক ভারসাম্যেই ব। প্রভাব ফেলতে পারে। সময়ই বলবে, এই

'আমেরিকা টয়লেট পেপারের মতো ব্যবহার করেছে' বিস্ফোরক মন্তব্য পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

ইসলামাবাদ, ১৭ অক্টোবর ঃ নিজের দেশের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে দীর্ঘদিনের ' আমেরিকার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ। তাঁর মন্তব্য শুধু কূটনৈতিক মহলেই চাঞ্চল্য তৈরি করেনি, বরং পাকিস্তানের রাজনৈতিক বৃত্তেও নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। খাজা আসিফ সরাসরি দাবি করেছেন, বিশেষ কৌশলগত স্বার্থে পাকিস্তানকে ব্যবহার করেছে আমেরিকা, আর কাজ ফুরোলেই ছুঁ।ে ফেলে দিয়েছে- টয়লেট পেপারের মতো। এই মন্তব্য কোনও বিরোধী নেতার নয়, কিংবা বিদেশি সমালোচকেরও নয়। খোদ পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর মুখে এমন বিস্ফোরক বক্তব্য স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক কূটনীতির পরিসরে আলোড়ন ফেলেছে। বিশেষ করে যখন সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামাবাদ ও ওয়াশিংটনের সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে, তখন এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখতে গিয়ে খাজা আসিফ বলেন, ১৯৯৯ সালের পর থেকে পাকিস্তান নতুন করে আমেরিকার ঘনিষ্ঠ মিত্র হয়ে ওঠে। বিশেষত আফগানিস্তান প্রসঙ্গে দুই দেশের সম্পর্ক আরও গভীর হয়। কিন্তু সেই সম্পর্ক পাকিস্তানের জন্য লাভজনক হয়নি বলেই তাঁর দাবি। বরং ইসলামাবাদ চরম মূল্য চুকিয়েছে। তাঁর কথায়, সেই সময় নেওয়া কৌশলগত সিদ্ধান্ত ছিল ঐতিহাসিক ভুল, যার পরিণতি আজও ভোগ করছে পাকিস্তান। আফগানিস্তানে সোভিয়েত-বিরোধী ল।াই প্রসঙ্গে খাজা আসিফ যে মন্তব্য করেছেন, তা পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের রাষ্ট্রীয় অবস্থানের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। তিনি বলেন, ১৯৮০-র দশকে আফগানিস্তানে সোভিয়েতবিরোধী যে জেহাদের কথা বলা হয়েছিল, তা আদৌ ধর্মীয় কারণেই হয়নি। এর নেপথ্যে ছিল মূলত আমেরিকার কূটনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ। তাঁর মতে, রাশিয়া এমন কোনও কাজ করেনি যার জেরে ধর্মীয় যুদ্ধ ঘোষণা করা ন্যায্য ছিল। অর্থা, ' রক্ষার' নামে যে ল।াই চালানো হয়েছিল, তা আসলে বৃহ শক্তির রাজনৈতিক খেলার অংশ ছিল বলেই ইঙ্গিত দেন তিনি। এই বক্তব্য কার্যত পাকিস্তানের অতীত নীতিকেই প্রশ্নের মুখে দাঁ। করিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ইসলামাবাদ দাবি করে এসেছে, আফগান যুদ্ধ ছিল নীতিগত ও আদর্শগত ল।াই। কিন্তু খাজা আসিফের মতে, জেহাদের নামে সেই লড়াই ছিল ভ্রান্ত এবং ধ্বংসাত্মক, যার প্রভাব এখনও পাকিস্তানের সমাজ ও রাজনীতিতে গভীরভাবে রয়ে গেছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর বিশ্ব রাজনীতির মানচিত্র বদলে যায়। আমেরিকা ' অন টেরর' ঘোষণা করে এবং আফগানিস্তানে তালিবানের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। সেই সময় পাকিস্তান

আমেরিকার অন্যতম প্রধান মিত্র হিসেবে সামনে আসে। খাজা আসিফের বক্তব্য অনুযায়ী, সেই সিদ্ধান্তও ছিল চাপের মুখে নেওয়া। পাকিস্তান তালিবানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং মার্কিন সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে সহযোগিতা করে। কিন্তু তাঁর অভিযোগ, এর ফলাফল ভয়াবহ হয়েছে। পাকিস্তান জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ, অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং নিরাপত্তা সঙ্কটে জড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার প্রাণহানি, অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং সামাজিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে দেশকে যেতে হয়েছে। অথচ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা তার কৌশল বদলেছে এবং পাকিস্তানকে কার্যত একা ফেলে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গেই তিনি তীব্র ভাষায় বলেন, আমাদের টয়লেট পেপারের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ক্ষোভ-আমেরিকা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পাকিস্তানকে কাজে লাগিয়েছে, আর প্রয়োজন ফুরোতেই দূরত্ব তৈরি করেছে। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, তা কোনও দিনই পূরণ হবে না। এই বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি পাকিস্তানের প্রাক্তন সামরিক শাসক জিয়া-উল-হক এবং পারভেজ মুশারফের ভূমিকাও উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, ওই দুই শাসকের আমলে নেওয়া সিদ্ধান্ত পাকিস্তানকে আমেরিকার কৌশলগত বলয়ে আরও গভীরভাবে নিয়ে যায়। বিশেষত মুশারফের সময় ৯ / ১১-পরবর্তী পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পাকিস্তানকে কঠিন পথে ঠেলে দেয়।

বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, খাজা আসিফের এই মন্তব্য কেবল অতীতের সমালোচনা নয়, বরং বর্তমান কূটনৈতিক অবস্থান নিয়েও এক ধরনের বার্তা। সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন রাজনীতিতে পরিবর্তন, এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠনের আলোচনা চলার প্রেক্ষিতে এই মন্তব্য কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়েই জল্পনা শুরু হয়েছে। ওয়াশিংটন এখনও পর্যন্ত এই মন্তব্যের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তবে কূটনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে-পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এমন বক্তব্য দুই দেশের সম্পর্কের উপর কী প্রভাব ফেলবে? বিশেষ করে যখন আঞ্চলিক নিরাপত্তা, আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতা এবং সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা এখনও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, তখন এই ধরনের প্রকাশ্য সমালোচনা সম্পর্কের সমীকরণে নতুন চাপ সৃষ্টি করতে পারে।পাকিস্তানের অভ্যন্তরেও এই মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক দানা বাঁধছে। কেউ বলছেন, খাজা আসিফ বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই কথা বলেছেন এবং পাকিস্তানের অতীত নীতির পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। আবার বিরোধীদের একাংশের মতে, এমন ভাষা কূটনৈতিকভাবে সংযত নয় এবং তা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নেতিবাচক বার্তা দিতে পারে। সব মিলিয়ে, পাকিস্তানের পার্লামেন্টে দাঁ।িয়ে খাজা আসিফের মন্তব্য কেবল একটি রাজনৈতিক বক্তব্য নয়- এটি দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতির জটিল ইতিহাসের প্রতিফলন। আফগান যুদ্ধ, সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান এবং বৃহ শক্তির কৌশলগত স্বার্থ- সবকিছুর ছায়া যেন একসঙ্গে ধরা প।ছে তাঁর কথায়। এখন নজর ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়ার দিকে। মার্কিন প্রশাসন কীভাবে এই মন্তব্যকে নেয়, এবং ভবিষ্যতে দুই দেশের সম্পর্ক কোন পথে এগোয়- সেটাই দেখার। তবে একথা স্পষ্ট, খাজা আসিফের বক্তব্য আন্তর্জাতিক কূটনীতির অঙ্গনে নতুন করে আলোচনার ঝ। তুলেছে।

NAME CHANGE

I, Gopinath Baidaya (Old Name) S/O–Gopal Baidya residing at Bangaria , Bholadanga , Nakashipara , Nadia , West Bengal 741126 do hereby declared that I have changed my name from Gopinath Baidaya to Gopinath Baidya and henceforth I shall be known as Gopinath Baidya (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/02/2026. My name Gopinath Baidya & Gopinath Baidaya both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nozrul Islam (Old Name) S/O–Daud Mandal resident of Vill- Tentulia, Po-Mahalandi, Ps-Kandi, Dist Murshidabad, Pin 742136, do hereby declared that I have changed my name from Nozrul Islam to Nazrul Islam and henceforth I shall be known as Nazrul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/02/2026. My name Nazrul Islam & Nozrul Islam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Hasina Parvin (Old Name) W/O–Sahajahan Ali Sardar residing at Vill-Sahebpara , PO-Paschim Dogachhi , PS-Thana rpara , Nadia , West Bengal 741152 do hereby declared that I have changed my name from Hasina Parvin to Hasina Parvin Bibi and henceforth I shall be known as Hasina Parvin Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/02/2026. My name Hasina Parvin Bibi & Hasina Parvin both are same and one identical person.

মাঝআকাশে ইঞ্জিনে বিস্ফোরণ

১৪ ফেব্রুয়ারি ঃ মাঝআকাশে হঠাৎ বিকট শব্দ, তারপর ইঞ্জিনে আগুন-আতঙ্কে জমে গেল যাত্রীভর্তি বিমান। তবু পাইলটের অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি ও দ্রুত সিদ্ধান্তে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়াল নাইজেরিয়ার একটি উড়ান। ঘটনাটি ঘটেছে Arik Air-এর একটি বিমানে। সৌভাগ্যবশত, কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। বুধবার সকাল ৭টা ২৪ মিনিট নাগাদ বিমানটি গ্লজ্ঞঙ্গণ থেকে গুগ্নাগুঞ্জব্ণ্ঢ-ঝাঘ্নগুত-এর উদ্দেশে উড়ান শুরু করে। সব কিছু স্বাভাবিকভাবেই চলছিল। কিন্তু বিমানটি যখন প্রায় ২৭ হাজার ফুট উচ্চতায় পৌঁছেছে, ঠিক তখনই আচমকা এক বিকট শব্দ শোনা যায়। মুহূর্তের মধ্যে বোঝা যা, বিমানের একটি ইঞ্জিনে বিস্ফোরণ ঘটেছে।

বিমানের ভেতরে তখন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। যাত্রীরা চিৎকার শুরু করেন, অনেকেই সিট আঁকড়ে ধরেন। কেউ কেউ প্রার্থনা করতে থাকেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় জানা গিয়েছে, বিস্ফোরণের পর বিমানের এক পাশ কেঁপে ওঠে এবং জানালা দিয়ে ধোঁয়া ও আগুনের আভাস দেখা যায়। পরিস্থিতি দ্রুত জটিল আকার নিতে পারত। তবে সেই ভয়াবহ মুহূর্তেও শান্ত থাকেন পাইলট। পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই জরুরি অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন। বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিকটবর্তী বিমানবন্দরে নামার অনুমতি চান। সিদ্ধান্ত হ, বিমানটি জরুরি ভিত্তিতে Benin Airport-এ অবতরণ করবে। নির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে দক্ষতার সঙ্গে বিমানটি ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বেনিনের দিকে। কিছুক্ষণ পর সফলভাবে জরুরি অবতরণ সম্পন্ন হয়। বিমানে বিমানকর্মী-সহ মোট ৮০ জন যাত্রী ছিলেন। অবতরণের পর দ্রুত সবাইকে নিরাপদে নামিয়ে আনা হয়। কোনও যাত্রী বা ক্রু সদস্য আহত হননি বলে জানানো হয়েছে। প্রাথমিক সূত্রের খবর, বিমানের একদিকের ইঞ্জিনে গুরুতর ক্ষতি হয়েছে এবং সেটি আংশিকভাবে জ্বলে যায়। ঠিক কী কারণে বিস্ফোরণ ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রযুক্তিগত ত্রুটি, যান্ত্রিক সমস্যা বা অন্য কোনও কারণ-সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিমান সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট বিমান নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের প্রশ্ন উঠেছে যাত্রী সুরক্ষা ও বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, উড়ানের সময় ইঞ্জিন বিকল হওয়া বা বিস্ফোরণের ঘটনা অত্যন্ত বিরল হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। তবে আধুনিক বিমানে একাধিক ইঞ্জিন থাকায় একটি বিকল হলেও অন্যটির সাহায্যে নিরাপদে অবতরণ সম্ভব-যদি দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও পাইলটের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপই বড় বিপর্যয় এড়াতে সাহায্য করেছে। বিমানযাত্রার ক্ষেত্রে এমন ঘটনা যাত্রীদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক সৃষ্টি করে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় পাইলট ও কেবিন ক্রুদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেই প্রশিক্ষণের ফলই এদিন দেখা গেল। মাঝআকাশে ইঞ্জিন বিস্ফোরণের মতো ভয়াবহ পরিস্থিতি যে বড় দুর্ঘটনায় রূপ নিতে পারত, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পাইলটের দক্ষতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত এবং নিয়ন্ত্রিত অবতরণের ফলে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন ৮০ জন যাত্রী। বড় বিপদের মুখ থেকে ফিরে আসা এই ঘটনায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে নাইজেরিয়ার বিমান মহল।

NAME CHANGE

I, Gopal Baidaya (Old Name) S/O–Upen Baidya residing at Bangaria , Bholadanga , Nakashipara , Nadia , West Bengal 741126 do hereby declared that I have changed my name from Gopal Baidaya to Gopal Baidya and henceforth I shall be known as Gopal Baidya (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/02/2026. My name Gopal Baidya & Gopal Baidaya both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Alibuddin Mallick (Old Name) S/O–Ketab Ali Mallick residing at Vill-Nutangram , PO-Bara Andulia , PS-Chapra , Nadia , West Bengal 741124 do hereby declared that I have changed my name from Alibuddin Mallick to Alibaddin Mallick and henceforth I shall be known as Alibaddin Mallick (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/02/2026. My name Alibaddin Mallick & Alibuddin Mallick both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kaji Mohammad Mohiuddin (Old Name) S/O– Kaji Md Osiuddin resident of Vill & PO-Gotistha , PS-Mongalkot , Purba Bardhaman , West Bengal 713131 have changed my name and shall henceforth be known as Md Mohiuddin Kaji (new name) as declared before the notary public Domkal court , vide affidavit no 97/26 dated 03/02/2026. Kaji Mohammad Mohiuddin (Old Name) & Md Mohiuddin Kaji (New name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nurjahan (Old Name) W/O–Nurhossain Sk residing at 107 Mokampara , Anantapur , Nabagram , Murshidabad, West Bengal 742136 do hereby declared that I have changed my name from Nurjahan to Nurjahan Bibi and henceforth I shall be known as Nurjahan Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/02/2026. My name Nurjahan Bibi & Nurjahan both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Suraiya Begum (Old Name) W/O–Salley Mahul Mannan residing at 21 Afsar Ali Lane , Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742101 do hereby declared that I have changed my name from Suraiya Begum to Suria Begum and henceforth I shall be known as Suria Begum (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/02/2026. My name Suria Begum & Suraiya Begum both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Bulu Biswas (Old Name) W/O–Abu Kasem Biswas residing at Vill-Kalinagar , PO-Rupdaha , PS-Dhubulia , Nadia, West Bengal 741140 do hereby declared that I have changed my name from Bulu Biswas to Bulubibi Biswas and henceforth I shall be known as Bulubibi Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/02/2026. My name Bulubibi Biswas & Bulu Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Chtta Ranjan Biswas (Old Name) S/O–Gour Biswas residing at Coopers , Ranaghat , Nadia , West Bengal 741232 do hereby declared that I have changed my name from Chtta Ranjan Biswas to Chitta Biswas and henceforth I shall be known as Chitta Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/02/2026. My name Chitta Biswas & Chtta Ranjan Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abdus Salam Karikar (Old Name) S/O–Janmahammad Karikar resident of Char Nabinganj , Char Moktappur , Nadia , West Bengal, Pin-741152 do hereby declared that I have changed my name from Abdus Salam Karikar to Abdus Salam Ansari and henceforth I shall be known as Abdus Salam Ansari (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/02/2026. My name Abdus Salam Ansari & Abdus Salam Karikar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sanuara Begam (Old Name) W/O–Md Ansar Ali resident of Vill & Po-Islampur , Ps-Islampur , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742304 do hereby declared that I have changed my name from Sanuara Begam to Mst Sanuwara Begam and henceforth I shall be known as Mst Sanuwara Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/02/2026. My name Mst Sanuwara Begam & Sanuara Begam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nafisa Khatun (Old Name) W/O–Sk Samsir Hossain resident of Vill-Dharmadanga , Po-Bewa , Ps-Farakka , Dist-Murshidabad , Jangipur , West Bengal, Pin-742212 do hereby declared that I have changed my name from Nafisa Khatun to Mst Nafisa Khatun and henceforth I shall be known as Mst Nafisa Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/02/2026. My name Mst Nafisa Khatun & Nafisa Khatun both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Hasem Ali Sekh (Old Name) S/O–Abul Kasem Sk resident of Vill-Ekghoria Ojhara , Po-Ekghoria , Ps-Burwan , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742173 do hereby declared that I have changed my name from Hasem Ali Sekh to Hasem Sk and henceforth I shall be known as Hasem Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/02/2026. My name Hasem Sk & Hasem Ali Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shaikh Ommar (Old Name) S/O–Yasin Seikh residing at Vill-Kewatala , PO & PS-Daulatabad , Murshidabad, West Bengal 742302 do hereby declared that I have changed my name from Shaikh Ommar to Sk Omar and henceforth I shall be known as Sk Omar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/02/2026. My name Sk Omar & Shaikh Ommar both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I MARJINA SEKH WIFE OF FIKUL SEKH. FARUK SEKH IS MY SON. HIS BIRTH CERTIFICATE MY NAME HAS BEEN RECORDED AS MARJINA BIBI AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 15/12/2025 I MARJINA SEKH AND MAJINA BIBI BOTH ARE SAME PER SON MY ACTUAL NAME IS MARJINA SEKH R/O VILL + P.O KALINGA P.S CHAPRA NADIA.

NAME CHANGE

I, MUNNA LAHIRI S/O PRAHLAD LAHIRI MY FATHER NAME HAS BEEN RECORDED IN MY MADHYAMIK PASS CERTIFICATE AS PROLLADH LAHIRI AFFIDAVIT BY NOTARY PUBLIC AT KRISHNAGAR ON 12/2/26 I PRAHLAD LAHIRI, PROHLAD LAHIRI, AND PROLLADH LAHARI ALL ARE SAME PERSON R/O VILL-SANTIPRA P. O BANGALJHI P.S CHAPRA NADIA .

NAME CHANGE

I, Majeda Mandal W/o Aktar Mandal residing at Vill.&PO.- Nokari, P.S. Ranaghat, Dist. Nadia West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Majeda Mandal instead of Fultusi Mandal and my daughter's actual name Julekha Mandal instead of Jelekha Khatun, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Ranaghat, Nadia dated on 11/02/2026. Majeda Mandal and Fultusi Mandal both are same and one identical person. Julekha Mandal and Jelekha Khatun both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Julekha Mandal D/o Aktar Mandal residing at Vill.&PO.- Nokari, P.S. Ranaghat, Dist. Nadia West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Julekha Mandal instead of Jelekha Khatun and my mother's actual name Majeda Mandal instead of Fultusi Mandal, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Ranaghat, Nadia dated on 11/02/2026. Majeda Mandal and Fultusi Mandal both are same and one identical person. Julekha Mandal and Jelekha Khatun both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, LAYEKA ALI MOLLA (Old Name) Residing at Panchur Mandal Para, Vill+PO-Bidhanghar, P.S.-Rabindra Nagar, Dist.-Kolkata, Pin-700066 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as LAYEK ALI MOLLA (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide Affidavit no-92641 Dated 24-11-2025. LAYEKA ALI MOLLA and LAYEK ALI MOLLA both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Motiunnehar Bibi, WO Abul Kalam Mondal, গ্রামঃ জিনদীঘি, পোঃ তাঁতিবিরল, থানাঃ সাগরদীঘি, পিন ৭৪২২৩৫, মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। আমার নাম Motiunnehar Bibi যা ভোটার এবং আধার কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু ৫৩ সাগরদীঘি বিধানসভায় ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে আমার নাম Minu Bibi লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১১.০২.২০২৬ তারিখ মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Motiunnehar Bibi and Minu Bibi এক এবং অভিন্ন।

নাম পরিবর্তন

আমি Ali Newaz Seikh, SO Sehetar Ali, গ্রামঃ মাঝারিপাড়া, পোঃ সন্ধিগড়া বাজার, থানাঃ মল্লারপুর, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল জন্ম তারিখ ১৬.০৫.১৯৭০ যা তালোয়া হাই স্কুল সার্টিফিকেটে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু ২৮.০৩.১৯৫৮ জন্ম তারিখ ভোটার এবং আধার কার্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ১৩.০২.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট নোটারি পাবলিক কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি আমার আসল জন্ম তারিখ ১৬.০৫.১৯৭০। ভোটার, আধার কার্ড সহ সর্বত্র জন্ম তারিখ ২৮.০৩.১৯৫৮ পরিবর্তে ১৬.০৫.১৯৭০ করার আবেদন জানাচ্ছি।

NAME CHANGE

I, FIROJA BEGUM W/o LAYEK ALI MOLLA residing at Panchur Mandal Para, Vill+PO-Bidhanghar, P.S.-Rabindra Nagar, Dist.-Kolkata, Pin-700066 West Bengal, India West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my husband's actual name LAYEK ALI MOLLA instead of LAYEKA ALI MOLLA, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide Affidavit no-92643 Dated 24-11-2025. LAYEKA ALI MOLLA and LAYEK ALI MOLLA both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Soharab Ali Sekh S/o Late Abdul Wahab sekh residing at Vill.-Raghunathpur PO.-Jejur, P.S. Haripal, Dist. Hooghly, Pin-712405 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Soharab Ali Sekh instead of Sk. Sourav, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore dated on 05/02/2026. Soharab Ali Sekh and Sk. Sourav both are same and one identical person.

অনার কিলিংয়ের ছায়া পেরিয়ে নতুন ইতিহাসঃ জাতপাতমুক্ত গ্রাম হিসেবে আত্মপ্রকাশ মহারাষ্ট্রের সৌন্দলা

১৭ অক্টোবর ঃ অনার কিলিং, বর্ণবিদ্বেষ এবং জাতপাতের দীর্ঘ অন্ধকার অধ্যায় পেরিয়ে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নিজেকে জাতপাতমুক্ত গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করল মহারাষ্ট্রের অহিল্যনগর জেলার সৌন্দলা। গত ৫ ফেব্রুয়ারি বিশেষ গ্রামসভায় এই ঘোষণা করা হয়। মনে করা হচ্ছে, দেশের মধ্যে সম্ভাব্য প্রথম জাতপাতমুক্ত গ্রাম হিসেবে নজির গড়ল সৌন্দলা। যে জেলায় একসময় জাতিগত বিদ্বেষের জেরে রক্তাক্ত ঘটনা ঘটেছিল, সেখানেই আজ সাম্যের এক নতুন দিগন্তের সূচনা। উল্লেখ্য, পশ্চিম মহারাষ্ট্রের যে জেলাকে আজ অহিল্যনগর নামে চেনা হয়, তার আগের নাম ছিল Ahmednagar district এই জেলায় অতীতে একাধিক জাতিগত হিংসার ঘটনা ঘটেছে। ২০১৩ সালের সোনাই ' মার্ডার' এবং ২০১৪ সালের খারদা গ্রামে সম্মানরক্ষার নামে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সেই ইতিহাসের ভয়াবহ উদাহরণ। বিশেষ করে Kharda গ্রামে ঘটে যাওয়া অনার কিলিংয়ের ঘটনা গোটা রাজ্যকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই রক্তাক্ত স্মৃতি এখনও বহু মানুষের মনে তাজা। আর সেই প্রেক্ষাপটেই সৌন্দলার এই সিদ্ধান্ত আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ৫ ফেব্রুয়ারি সৌন্দলা গ্রামে আয়োজিত হয়েছিল একটি বিশেষ গ্রামসভা। কিন্তু সভার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরুর আগে গ্রামটির সরপঞ্চ শরদরাও আরগাদে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নেন। তিনি ঘোষণা করেন, প্রথমেই হবে রক্তদান শিবির। গ্রামের দুই শতাধিক মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদান করেন। সবর্ণ, বহুজন, মুসলিম-সব সম্প্রদায়ের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নেন এই কর্মসূচিতে। রক্তদান শিবির শেষে সভা শুরু হওয়ার মুখে সরপঞ্চ আরগাদে এক আবেগঘন বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আমাদের রক্তের রং সবুজ বা নীল নয়-লাল। আমরা যতই ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ের হই না কেন, রক্তের রং এক। মিশে গেলে তা আলাদা করে চেনা যায় না। তাঁর এই বক্তব্য গ্রামবাসীদের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। সেই মুহূর্তেই যেন তৈরি হয়ে যায় এক নতুন সূচনার মঞ্চ। এরপর মারাঠি ভাষায় একটি বিশেষ খসড়া প্রস্তাব গ্রামসভায় পেশ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, সৌন্দলা গ্রামে আর কেউ জাতপাত মানবে না, কোনও ধরনের বর্ণবৈষম্যে বিশ্বাস করবে না। মানুষের একমাত্র পরিচয় হবে ' নীতিতেই চলবে গ্রাম। দেশের সংবিধান এবং তার প্রস্তাবনার উল্লেখ করে সরপঞ্চ বলেন, সমতা, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বিচারের আদর্শই হবে গ্রামের পথনির্দেশক। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। গ্রামবাসীদের মধ্যে কেউ সবর্ণ জাতির, কেউ বহুজন সম্প্রদায়ের, কেউ মুসলিম-তবুও এই সিদ্ধান্তে কারও আপত্তি ছিল না। এক কণ্ঠে তাঁরা ঘোষণা করেন, সৌন্দলা হবে জাতপাতমুক্ত গ্রাম। তবে এই সিদ্ধান্ত হঠাৎ করে আসেনি। গত এক দশকে সৌন্দলা গ্রাম ধারাবাহিকভাবে নানা সমাজকল্যাণমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে। গ্রামে বাল্যবিবাহ বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিধবা-বিবাহকে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। গার্হস্থ্য হিংসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় সচেতনতা শিবির আয়োজন করা হয়েছে নিয়মিত। ফলে সামাজিক সংস্কারের এক দীর্ঘ যাত্রাপথ পেরিয়েই এসেছে এই ঐতিহাসিক ঘোষণা। গ্রামবাসীদের মতে, জাতপাতের বিভাজন কেবল সামাজিক দূরত্বই বাড়ায় না, তা কখনও কখনও ভয়াবহ হিংসার রূপও নেয়। অতীতে অহিল্যনগর জেলায় ঘটে যাওয়া অনার কিলিং বা গণহত্যার ঘটনাগুলি তার নির্মম উদাহরণ। তাই ভবিষ্য প্রজন্মকে একটি বৈষম্যহীন পরিবেশ দেওয়ার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত। বিশেষজ্ঞদের মতে, কোনও গ্রাম বা অঞ্চলের পক্ষ থেকে নিজেকে জাতপাতমুক্ত ঘোষণা করা কেবল প্রতীকী পদক্ষেপ নয় এটি সামাজিক চেতনার এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ইঙ্গিত। যদিও আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামোয় জাত-পরিচয়ের অস্তিত্ব পুরোপুরি মুছে ফেলা সহজ নয়, তবু সামাজিক স্তরে এই ধরনের ঘোষণা মানুষের মনস্তত্ত্বে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।সৌন্দলার এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। অনেকেই মনে করছেন, যদি এই মডেল সফল হয়, তবে মহারাষ্ট্রের অন্যান্য গ্রামও অনুপ্রাণিত হতে পারে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা পাঁচটি ট্রেনে প্রযুক্তি-চালিত অন-বোর্ড পরিষেবার প্রবর্তন

মালিগাঁও, ১৭ অক্টোবর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নির্বাচিত পাঁচটি সুপারফাস্ট ট্রেনে উন্নত অন- বোর্ড পরিষেবা চালু করেছে এর মাধ্যমে ভারতীয় রেলওয়ের দ্বিতীয় জোনাল রেলওয়ে হিসেবে এই পদক্ষেপটি বাস্তবায়ন করল। ট্রেন নং. ১২৫৫২ / ১২৫৫১ কামাখ্যা-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ১২৫১৮/ ১২৫১৭ গুয়াহাটি-কলকাতা গরীব রথ এক্সপ্রেস, ট্রেন নং.১৫৯৪৬ / ১৫৯৪৫ ডিব্রুগড়-মুম্বাই এলটিটি এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ২২২৩৩/ ২২২৩৪ নিউ জলপাইগুড়ি-পাটনা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং. ২২২২৭ / ২২২২৮ নিউ জলপাইগুড়ি - গুয়াহাটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে এই পরিষেবাগুলো চালু করা হয়েছে। ঊর্ধ্বতন রেলওয়ে কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ১৪ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে নিউ জলপাইগুড়ি- ভিত্তিক দুটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনে উন্নত পরিষেবাগুলো চালু করা হয়। একই দিনে, কামাখ্যা-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস ট্রেনটিকেও এর যাত্রারম্ভের স্টেশন কামাখ্যা থেকেই এই পরিষেবাগুলো প্রদান করা হয়। গুয়াহাটি -কলকাতা গরীব রথ এক্সপ্রেস এবং ডিব্রুগড়-মুম্বাই এলটিটি এক্সপ্রেস যথাক্রমে ১০ ও ১১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে উন্নত অন-বোর্ড পরিষেবা সহ তাদের যাত্রা শুরু করেছে। উন্নত অন- বোর্ড পরিষেবাগুলোর লক্ষ্য হলো নিয়মিত কোচ ও এসি উইন্ডোর পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি ও যাত্রীদের আরাম নিশ্চিত করা এর মধ্যে শৌচাগারের উন্নত রক্ষণাবেক্ষণ, কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সময়মতো লিনেন বিতরণ ও সংগ্রহ ইত্যাদি রয়েছে। বিশেষ দলগুলো প্রাথমিক কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে, জলের উপলব্ধতা পর্যবেক্ষণ করবে এবং যাত্রীদের অভিযোগগুলো দুই ঘণ্টার মধ্যে সমাধানের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবে যেসব অভিযোগের সমাধান হবে না, সেগুলো সংশ্লিষ্ট রেল কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে। এই পদক্ষেপটি ডিজিটাল পর্যবেক্ষণ, জিও-ট্যাগযুক্ত পরিষেবা ভেরিফিকেশন, স্টাফ ট্র্যাকিং এবং একটি কেন্দ্রীভূত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা দায়বদ্ধতা ও পরিষেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করবে। যাত্রীদের তাৎক্ষণিক মতামত, স্টার রেটিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা- ভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা মূল্যায়ন কর্মক্ষমতা যাচাইকরণকে আরও সহজতর করবে এবং পরিষেবার মান ও সামগ্রিক যাত্রী অভিজ্ঞতার ক্রমাগত উন্নতি নিশ্চিত করবে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা আরও উন্নত করা, স্বাস্থ্যবিধির উচ্চতর মান বজায় রাখা এবং যাত্রীদের সন্তুষ্টি বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়েছে। প্রযুক্তি- চালিত পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল মণিটরিং এবং দ্রুত অভিযোগ নিস্পত্তির ব্যবস্থা যুক্ত করার মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদের আরও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, আরামদায়ক ও উন্নত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কেদারনাথ ধামে তুষারপাত পারদ পতনে জাঁকিয়ে ঠান্ডা

উত্তরাখণ্ড, ১৭ অক্টোবর ঃ উত্তরাখণ্ডের উচ্চ হিমালয় অঞ্চলে আবহাওয়ার ঘন ঘন পরিবর্তন অব্যাহত। শ্রী কেদারনাথ ধামে শনিবার দুপুর থেকে শুরু হয়েছে নতুন করে তুষারপাত। এই আকস্মিক তুষারপাতের জেরে এক ধাক্কায় অনেকটাই নেমে গেছে তাপমাত্রার পারদ। আবহাওয়ার এমন খামখেয়ালিপনায় গোটা কেদার উপত্যকা জুড়ে শুরু হয়েছে তীব্র শীতের প্রকোপ। কনকনে ঠান্ডা ও হাড়কাঁপানো হাওয়ার কারণে মন্দিরে উপস্থিত ভক্ত ও পুণ্যার্থীদের চরম আবহাওয়ার প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন স্পষ্ট ধরা পড়ছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে তীর্থযাত্রীদের সাবধানে থাকার এবং পর্যাপ্ত গরম পোশাক সঙ্গে রাখার পরামর্শ দিচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন।

দুর্গাপূজার ভিড়ে যাত্রীদের নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় যাত্রা সুনিশ্চিত করতে হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনে পূর্ব রেলের সুদৃঢ় ভিড় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর ঃ দুর্গাপূজার উৎসবের আবহ যখন তুঙ্গে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ মণ্ডপ পরিদর্শন ও নিজ নিজ জেলায় ফেরার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করছেন, সেই পরিস্থিতিতে হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনে ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে পূর্ব রেল । স্টেশনের প্রবেশপথ ও প্ল্যাটফর্মে ভিড়ের চাপ নিয়ন্ত্রণ, পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি প্রতিরোধ এবং যাত্রীরা যাতে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে ট্রেনে উঠতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে পূর্ব রেল উন্নত পরিকাঠামো, সুসংগঠিত সারিবদ্ধ ব্যবস্থা ও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা সমন্বয় গড়ে তুলেছে। সুগম যাত্রী চলাচল ও ভিড় নিয়ন্ত্রণে গৃহীত প্রধান পদক্ষেপসমূহ- নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ ও বিশেষ অপেক্ষমাণ অঞ্চল (হোল্ডিং এরিয়া)- প্ল্যাটফর্মে অতিরিক্ত ভিড় রোধ করতে স্টেশনের কনকোর্স বা মূল চত্বরের বাইরে পর্যাপ্ত স্থান বিশিষ্ট যাত্রী অপেক্ষমাণ অঞ্চল গড়ে তোলা হয়েছে। ট্রেনের আগমন ও প্রস্থানের সময়সূচি অনুযায়ী দফায় দফায় যাত্রীদের সুশৃঙ্খলভাবে কনকোর্স ও প্ল্যাটফর্মে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। প্ল্যাটফর্মে সুশৃঙ্খল সারি ব্যবস্থাঃ কামরার দরজায় বিশৃঙ্খল হুড়োহুড়ি বন্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ মেলএক্সপ্রেস ও দূরপাল্লার ট্রেনগুলির জন্য প্ল্যাটফর্মে নির্দিষ্ট সারিবদ্ধ পথ ও ব্যারিকেড স্থাপন করা হয়েছে। আরপিএফ জওয়ান এবং স্বেচ্ছাসেবকরা যাত্রীদের সুশৃঙ্খল লাইনে দাঁড় করিয়ে নির্বিঘ্নে ট্রেনে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়তা করছেন। প্ল্যাটফর্মের কঠোর শৃঙ্খলা ও নিরবচ্ছিন্ন ঘোষণা- একাধিক ভাষায় নিয়মিত ঘোষণার মাধ্যমে যাত্রীদের ট্রেনের সঠিক সময়সূচি, প্ল্যাটফর্ম নম্বর এবং নির্দিষ্ট অপেক্ষমাণ অঞ্চলের তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। শেষ মুহূর্তে আতঙ্কে ফুট ওভারব্রিজে দৌড়াদৌড়ি এড়াতে হঠাৎ প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। আরপিএফ ও জিআরপির অতিরিক্ত মোতায়েনঃ প্রবেশদ্বার, কনকোর্স, ফুট ওভারব্রিজ ও ট্রেনে ওঠার স্থানগুলিতে অতিরিক্ত রেল সুরক্ষা বাহিনী ও গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তাঁরা ভিড় নিয়ন্ত্রণ, প্রবীণ নাগরিক, মহিলা ও শিশুদের সহায়তা এবং অননুমোদিত প্রবেশ রোধে সক্রিয় রয়েছেন। রিয়েল- টাইম নজরদারি- সিসিটিভি নেটওয়ার্ক এবং কেন্দ্রীয় সমন্বয় কক্ষের মাধ্যমে স্টেশন কর্তৃপক্ষ সার্বক্ষণিকভাবে ভিড়ের গতিবিধির ওপর নজর রাখছে, যাতে প্রয়োজনে যেকোনো অতিরিক্ত ভিড়যুক্ত এলাকায় দ্রুত কর্মী পাঠানো যায়। টিকিট কাউন্টারের সম্প্রসারণঃ দীর্ঘ লাইন কমাতে এবং স্টেশনে দ্রুত প্রবেশের সুবিধার্থে অতিরিক্ত অসংরক্ষিত টিকিট কাউন্টার, অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন এবং মোবাইল টিকিট সহায়ক মোতায়েন করা হয়েছে। পূর্ব রেল সকল যাত্রীদের কাছে নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করার, ট্রেনে ওঠার সময় লাইনের শৃঙ্খলা বজায় রাখার, ভারী বা অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বহন থেকে বিরত থাকার এবং যাত্রী তথ্য বোর্ডে প্রদর্শিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করার আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানান, এই সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চলতি উৎসবের মরশুমে প্রতিটি যাত্রীর জন্য নিরাপদ, সুশৃঙ্খল এবং আরামদায়ক রেলযাত্রা সুনিশ্চিত করতে পূর্ব রেল সদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিন দিনের জন্য খুলছে নেপাল-চিন তাতোপানি সীমান্ত, চলবে শুধু পণ্যবাহী ট্রাক

কাঠমান্ডু, ১৭ অক্টোবর ঃ নেপালে পণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর নির্বিঘ্ন প্রবাহ নিশ্চিত করতে তাতোপানি সীমান্ত ক্রসিংটি তিন দিনের জন্য সাময়িকভাবে খোলা হবে। কাঠমান্ডু থেকে প্রায় ১১০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত তাতোপানি সীমান্ত ক্রসিংটি নেপাল ও চিনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ। শিল্প, বাণিজ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী দীপক কুমার শাহের নিরন্তর প্রচেষ্টার পর, চিনা পক্ষ নেপালের অনুরোধ মেনে নিয়েছে এবং ক্রসিংটি সাময়িকভাবে খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, তাতোপানি সীমান্ত ক্রসিংটি ১৮ থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত চালু থাকবে। এই সময়ে শুধুমাত্র পণ্যবাহী ট্রাক চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে। উৎসব চলাকালীন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের নির্বিঘ্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকারি উদ্যোগে এই চেকপয়েন্টটি সাময়িকভাবে খোলা হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে, এটি নেপাল ও চিনের মধ্যে বাণিজ্য কার্যক্রম সহজতর করবে এবং উৎসব চলাকালীন সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে। উল্লেখ্য যে, ২৬ আগস্ট ভোটেকোশিতে বন্যার পর চিন নিরাপত্তা ও ভৌগোলিক ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে ৩১ আগস্ট থেকে তাতোপানি চেকপয়েন্ট বন্ধ করে দিয়েছিল।

সিপিএম-এর বইয়ের স্টল ভাঙচুরে প্রতিক্রিয়া তসলিমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অক্টোবর ঃ পুজোর কলকাতায় বামপন্থীদের বইয়ের স্টল ভাঙচুরের খবর পড়ে মন খারাপ হলো। যাদবপুরে স্টল সরাতে বুলডোজার আনার কথা পড়লাম। সামাজিক মাধ্যমে এই মন্তব্য করেছেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। তিনি লিখেছেন, বাগুইআটিতে বই খালের জলে ফেলে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। বামপন্থীদের সমস্ত মতের সঙ্গে একমত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। তাঁদের রাজনীতির সমালোচনা করারও যথেষ্ট অবকাশ আছে। আমি তো খুব সমালোচনা তাঁদের রাজনীতির। কিন্তু তাঁদের বই বিক্রি করার অধিকার, মানুষের সেই বই কেনার ও পড়ার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। এই অধিকার স্বীকার করতে কাউকে বামপন্থী হতে হয় না। অন্যের মত প্রকাশের স্বাধীনতা কতটা মানছি, তা বোঝা যায় সেই মতটি আমার অপছন্দের হলে। পুজো তো শুধু প্রতিমা আর মণ্ডপ দেখার উৎসব নয়। আড্ডা, গান, নতুন পত্রিকা, বই -এসবও পুজোর আনন্দের অংশ। ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে কেউ বইয়ের স্টলে দাঁড়াবেন, দুটো পাতা উল্টে দেখবেন, পছন্দ হলে কিনবেন। এই সামান্য আনন্দটুকুর জায়গা তো থাকা উচিত। কোনও স্টলের অনুমতি বা অবস্থান নিয়ে সমস্যা থাকলে আয়োজকদের সঙ্গে কথা বলা যায়। পথচারীদের চলাচল স্বাভাবিক রাখার ব্যবস্থাও করা যায়। নিয়ম থাকলে তা সকলের জন্য সমানভাবে প্রয়োগ করাও যায়। রাজনৈতিক পরিচয় দেখে কাউকে বাধা দেওয়া, ভয় দেখানো, তাঁর বই নষ্ট করা কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে? আশা করছি অভিযোগগুলোর নিরপেক্ষ তদন্ত হবে। প্রশাসন নিশ্চিত করবে, মানুষ নির্বিঘ্নে বই বিক্রি করতে পারবেন, কিনতে পারবেন। বই হাতে নিয়ে মানুষকে বইয়ের স্টল পাহারা দিতে হবে না। যে শহর বইকে এত ভালবাসে, সেই শহরে বইয়ের স্টলগুলো নিরাপদ থাকুক।

পুজোর মধ্যে উদ্ধার চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রের দেহ, ব্যাপক চাঞ্চল্য হরিহরপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৭ অক্টোবর ঃ বুধবার থেকে নিখোঁজ থাকার পর সপ্তমীর রাতে উদ্ধার হল মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার মালিহাটির গ্রামের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র আরিয়ান মন্ডলের (১০) দেহ। সপ্তমীর সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে একটি বাঁশ বাগানের মধ্যে পরিত্যক্ত ইট ভাটার চিমনির ভেতর থেকে উদ্ধার হয় ওই ছাত্রের দেহ। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যেই হরিহরপাড়া থানার পুলিশ দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে স্নিফার ডগ। তবে এই খুনের পেছনে কী কারণ রয়েছে তা নিয়ে এখনো ধন্ধে রয়েছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার বিকাল নাগাদ হরিহরপাড়ার চোঁয়ার একটি বেসরকারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র আরিয়ান মন্ডল নিজের বন্ধুদের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলার জন্য বার হয়। কিছুক্ষণ খেলার পর এক বন্ধুকে ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেটটি দিয়ে আরিয়ান রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। আরিয়ানের নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে বাড়ির লোক বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করলেও চতুর্থ শ্রেণীর ওই ছাত্রের সন্ধান মেলেনি। গতকাল বিকালের পর থেকে মালিহাটি গ্রামের একটি পরিত্যক্ত ইটভাটার ভেতর থেকে প্রচন্ড দুর্গন্ধ বার হতে থাকে। সেই সময় স্থানীয় বাসিন্দারা ওই ইটভাটার ভেতরে প্রবেশ করলে তাঁরা দেখতে পান ঘাস-পাতা দিয়ে আরিয়ানের দেহটি চাপা দেওয়া রয়েছে। আরিয়ানের দেহ উদ্ধারের খবর পাওয়ার পরই হরিহরপাড়া থানার পুলিশ এলাকায় পৌঁছে যায়। এলাকাবাসীর দাবি মেনে তদন্তের জন্য সেখানে রাতেই পুলিশ কুকুরও আনা হয়। মৃতদেহ উদ্ধার করে ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই নাবালকের বাবা বাপী মন্ডল টালির মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করেন। ছেলেকে ভালো পড়াবেন বলে অত্যন্ত কষ্ট করে আরিয়ানকে চোঁয়ার একটি বেসরকারি আবাসিক স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। উৎসবের মরশুমে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় আরিয়ান বাড়িতে এসেছিল। পরিবারের সদস্যরা জানান, বুধবার বিকাল নাগাদ আরিয়ান ব্যাডমিন্টন খেলব বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফিরে আসেনি। প্রাথমিকভাবে অনেকেই মনে করেছিলেন আরিয়ানকে মুক্তিপণের জন্য অপহরণ করা হয়েছে। তবে গত চার দিনে মুক্তি পণ চেয়ে পরিবারের কাছে কোনও ফোন আসেনি বা কেউ যোগাযোগও করেনি। মৃত ওই নাবালকের এক প্রতিবেশী গজল শেখ জানান, বাপি মন্ডল এবং তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত সজ্জন মানুষ হিসেবেই এলাকায় পরিচিত। কী কারণে তাঁদের একমাত্র সন্তান,আরিয়ানকে অপহরণ করা হয়েছিল বা কারা নিয়ে গিয়েছিল তা নিয়ে আমরা সকলেই ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছি। তবে এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা দাবি করেন, শনিবার সন্ধ্যার পর যেখান থেকে আরিয়ানের দেহ উদ্ধার হয়েছে সেই এলাকায় আগেও তল্লাশি চালানো হয়েছিল কিন্তু সেই সময় আরিয়ানের দেহ ওখানে ছিল না। তাঁদের অনুমান তল্লাশি হয়ে যাওয়ার পর কেউ বা কারা দেহটি পরিত্যক্ত ইটভাটার চুল্লির মধ্যে ফেলে গিয়েছিল। গ্রামবাসীরা আরও জানিয়েছেন, আরিয়ানের দেহে বড় কোনও আঘাতের চিহ্ন প্রাথমিকভাবে তাঁদের নজরে আসেনি। অনেকেরই অনুমান ওই নাবালককে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। গ্রামবাসীরা জানান, ইটভাটা থেকে পচা দুর্গন্ধ বার হওয়ার পর তাঁরা সন্দেহ করেছিলেন ওখানে কিছু পড়ে রয়েছে। সেই কারণেই কয়েকজন ইটভাটায় তল্লাশি চালাতে গিয়েছিলেন, তখনই আরিয়ানের দেহ উদ্ধার হয়।

৬৭তম বর্ষে বলাগড়ের সোমড়া কলোনির পুজো কমিটির মণ্ডপে ফুটে উঠেছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১৭ অক্টোবর ঃ রাজ্যে পালাবদলের পরে হুগলির বলাগড়ে ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে শ্যামাপ্রসাদের ১২৫ ফুটের মূর্তি এবং তাঁর পৈতৃক বাড়িতে মিউজিয়াম তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। এবছরই রাজ্যে ধুমধাম করে পালিত হয়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫ তম জন্মদিন। আর এবার, পুজোতেও শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতি ফিরতে চলেছে। ৬৭তম বর্ষে হুগলির বলাগড়ের সোমড়া কলোনির পুজো কমিটির মণ্ডপে ফুটে উঠেছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়ি। ইতিমধ্যেই এই মণ্ডপে উপচে পড়ছে দর্শনার্থীদের ভিড়। 'বাংলার বাঘ' আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। হুগলির বলাগড়ের জিরাটে রয়েছে তাঁর পৈতৃক ভিটে। সেই বাড়ির আদলেই মণ্ডপ সাজিয়ে তুলেছেন সোমড়া কলোনি সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির উদ্যোক্তারা। মণ্ডপসজ্জার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন তুলে ধরা হয়েছে ইতিহাসের স্মৃতি, অন্য দিকে নতুন প্রজন্মের সামনে মনীষীদের পরিচয় ও তাঁদের অবদান তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মনীষীদের স্মৃতিকে কেন্দ্র করে তৈরি এই মণ্ডপ ইতিমধ্যেই দর্শনার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। মণ্ডপে প্রবেশের মুখেই দর্শনার্থীদের নজর কাড়ছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিশাল মূর্তি। মণ্ডপের দেওয়ালে স্থান পেয়েছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য-সহ বিভিন্ন মনীষীর ছবি। পুরোনো বাড়ির আদলে খোলা বারান্দা রয়েছে ভেতরে। দর্শনার্থীদের ছবি তোলার জন্য তৈরি করা হয়েছে বিশেষ সেলফি জোনও। পুজো কমিটির সদস্য দিলীপকুমার দত্ত বলেন, 'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে আমাদের পাশের গ্রামেই রয়েছে। তাঁর সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা জানুক, তাঁকে চিনুক, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। দেশের জন্য তাঁর ভাবনা ও অবদান কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরতে চাইছি। আগামী প্রজন্ম তাঁর সম্পর্কে জানুক, শিখুক সেই লক্ষ্যেই আমাদের এই উদ্যোগ।' ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় এই পুজোর উদ্বোধন করেন হুগলির প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বলাগড়ের বিধায়ক তথা রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার। প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এটাই পরিবর্তন। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসকে আমরা কখনও ভুলতে দিইনি, ভবিষ্যতেও দেবো না। আগে যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তিনি বিভিন্ন ভাবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সেই ইতিহাস আবার নতুন করে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা পশ্চিমবঙ্গের কাছে আশীর্বাদ। এই ভাবেই পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে চলুক।' রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার বলেন, 'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মাটি মানে পূর্ণ মাটি। সেই মাটিতে তাঁকে ঘিরে সবকিছু হবে, সেটাই তো স্বাভাবিক।'

গুজরাটের ভারুচে ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থায় বিস্ফোরণ, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫

গুজরাট, ১৭ অক্টোবর ঃ গুজরাটের ভারুচ জেলার ভাগ্রা তালুকের সায়খা জিআইডিসি শিল্পাঞ্চলে একটি ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থায় ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫। শুক্রবার গভীর রাতের এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। ভাগ্রা তালুকের মামলতদার ভাইরাল ভাসাওয়া টেলিফোনে ৫ জনের মৃত্যুর বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেছেন। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাত আনুমানিক ১০টা নাগাদ কারখানাটির চুল্লিতে (রিঅ্যাক্টর) প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের অভিঘাতে রিঅ্যাক্টরের একটি অংশ ভেঙে ছিটকে গিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে। সংলগ্ন অফিস, পরীক্ষাগার (ল্যাবরেটরি) এবং বয়লার ইউনিটের সিমেন্টের ছাদ ভেঙে পড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। দুর্ঘটনার পরপরই গোটা চত্বর ঘন ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। ঘটনাস্থলের উল্টো দিকের ভবনে কর্মরত এক প্রত্যক্ষদর্শী কর্মী প্রতাপ সিংহ জানান, রাত দশটা নাগাদ বিকট শব্দে রিঅ্যাক্টর ফেটে যাওয়ার পর ধোঁয়ায় চারপাশ ঢেকে যায়, কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল ও অ্যাম্বুল্যান্স। বিস্ফোরণের কারণ খতিয়ে দেখতে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও কারখানা পরিদর্শক দল। কারখানায় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধি মানা হচ্ছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত এলাকার পড়ুয়াদের কম্পিউটার শিক্ষায় দক্ষ করে তুলতে উদ্যোগী হল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ১৭ অক্টোবর ঃ জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত এলাকার পড়ুয়াদের কম্পিউটার শিক্ষায় দক্ষ করে তুলতে উদ্যোগী হল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। এদিন দুর্গাপূজার সপ্তমীর দিন অর্থাৎ শনিবার বেলপাহাড়ি থানার অন্তর্গত তারাফেনী সেবা কেন্দ্রে একটি অবৈতনিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার মানব সিংলা। পাশাপাশি, এদিন এলাকার ১২০ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে স্কুল ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফয়সল রাজা, বেলপাহাড়ি থানার আইসি স্বরূপ মুখার্জি সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা। একসময় এই এলাকায় নিরাপত্তার কারণে যৌথ বাহিনীর শিবির ছিল, বর্তমানে সেই জায়গাই হয়ে উঠেছে জনকল্যাণমূলক কাজের কেন্দ্র। পুলিশের উদ্যোগে ওই শিবিরকে তারাফেনী সেবা কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে পড়াশোনা ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এবার সেই উদ্যোগে যুক্ত হল বিনামূল্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ। জানা গেছে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পড়ুয়াদের কম্পিউটারের প্রাথমিক পাঠ, এমএস অফিস, টাইপিং এবং ইন্টারনেট ব্যবহারের মতো বিষয় শেখানো হবে। এর ফলে প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীরা প্রযুক্তিগত শিক্ষার সুযোগ পাবে। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও এই প্রশিক্ষণ তাদের কাজে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিনের অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার মানব সিংলা বলেন, একসময় জঙ্গলমহলে নানা অস্থিরতা ছিল। বর্তমানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছে বিভিন্ন পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াও পুলিশের অন্যতম লক্ষ্য। শহরের পড়ুয়াদের সঙ্গে যাতে গ্রামের ছাত্রছাত্রীরাও সমান তালে এগিয়ে যেতে পারে এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষায় দক্ষ হয়ে স্বনির্ভর হতে পারে, সেই লক্ষ্যেই এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকায় বিনামূল্যে কম্পিউটার শেখার সুযোগ তৈরি হওয়ায় খুশি এলাকার পড়ুয়া ও বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, এই উদ্যোগের ফলে আর্থিক কারণে কম্পিউটার শিক্ষা থেকে পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা কমবে। আগামী দিনে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র জঙ্গলমহলের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের নতুন দিশা দেখাবে বলেও আশা করছেন তাঁরা।

রাশিয়ার তেল কেনায় মার্কিন শুল্কে স্থগিতাদেশ ট্রাম্পের, স্বস্তিতে ভারত

ওয়াশিংটন, ১৭ অক্টোবর ঃ রাশিয়ার কাছ থেকে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ও গ্যাস কেনার ওপর প্রস্তাবিত কড়া নিষেধাজ্ঞা এবং অতিরিক্ত শুল্ক কার্যকর করার প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে স্থগিত করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন কংগ্রেসে 'লিন্ডসে ও. গ্রাহাম স্যাংকশনিং রাশিয়া অ্যান্ড ইরান অ্যাক্ট' অনুমোদিত হয়ে আইনে পরিণত হওয়ার এক মাসের মাথায় এই পদক্ষেপ নিলেন তিনি। আইনের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই বিধিনিষেধ সাময়িক মকুব করায় ভারত ও চিনের মতো শীর্ষ রুশ জ্বালানি ক্রেতা দেশগুলির ওপর ১০০ শতাংশ পর্যন্ত সম্ভাব্য শাস্তিমূলক মার্কিন শুল্ক চাপানোর আশঙ্কা আপাতত কাটল। এক মাস আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেই বহুল আলোচিত 'গ্রাহাম অ্যাক্ট'-এ স্বাক্ষর করেছিলেন। ওই আইনে স্পষ্ট সংস্থান ছিল, মস্কোর থেকে যারা সবচেয়ে বেশি অপরিশোধিত তেল ও গ্যাস কিনবে, সেই শীর্ষ পাঁচটি দেশের বিরুদ্ধে আমেরিকা ১০০ শতাংশ পর্যন্ত আমদানি শুল্ক এবং নানাবিধ বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে। তালিকায় সরাসরি যুক্ত ছিল ভারত ও চিন। নির্দিষ্ট সময়সীমা মেনে এই কঠোর বিধিনিষেধ কার্যকর হওয়ার ঠিক মুখেই আইনে থাকা 'সেকশন ১১৫' প্রয়োগ করলেন প্রেসিডেন্ট। এই ধারায় মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে কংগ্রেসকে অবহিত করে যে কোনও বিদেশি ব্যক্তি, সংস্থা বা দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা ও শুল্ক স্থগিত বা পুরোপুরি মকুব করা যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, এই শুল্ক অবিলম্বে কার্যকর হলে বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহ ব্যাহত হয়ে জ্বালানির দাম যেমন লাফিয়ে বাড়ত, তেমনই খোদ আমেরিকায় মুদ্রাস্ফীতি চরম আকার ধারণ করার ঝুঁকি ছিল। পাশাপাশি ভারত ও চিনের মতো বৃহ অর্থনীতির দেশগুলির সঙ্গেও সরাসরি বাণিজ্যিক সংঘাত তৈরি হতো। ফলে বৈশ্বিক বাজার ও ঘরোয়া অর্থনীতির ভারসাম্য বজায় রাখতে ট্রাম্প এই বিশেষ ধারা প্রয়োগ করে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ আটকে দিলেন। তবে আইনটি বলব থাকায় ভবিষ্যতে পরিস্থিতি বিবেচনা করে হোয়াইট হাউস যে কোনও সময় আবার এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

গ্রেটার নয়ডায় বেআইনি মাদক তৈরির দু'টি পরীক্ষাগারের হদিস, গ্রেফতার ২

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর ঃ উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডায় বেআইনিভাবে মাদক তৈরির দু'টি পরীক্ষাগারের সন্ধান পেয়েছে নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)। এই অভিযানে বিপুল পরিমাণ সিন্থেটিক মাদক, মাদক তৈরিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক এবং সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে এক বিদেশি নাগরিকও রয়েছেন। শনিবার সমাজমাধ্যমের এক্স-এ এই অভিযানের কথা জানায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দফতর। মাদকবিরোধী অভিযানে এটিকে বড় সাফল্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দফতরের বিবৃতি অনুযায়ী, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতেই এই অভিযান চালানো হয়। এই সাফল্যের জন্য নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোকে অভিনন্দন জানিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দফতর। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মাদক পাচার ও উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত চক্রগুলিকে নির্মূল করার বিষয়ে সরকারের অঙ্গীকারের প্রতিফলন এই অভিযান।

সপ্তমীর সন্ধ্যায় ছন্দপতন, ছাতা মাথায় প্রতিমা দর্শন দর্শনার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অক্টোবর ঃ মহাসপ্তমীর আনন্দ ও উন্মাদনার মাঝেই শনিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ বৃষ্টির হানায় কিছুটা হলেও ছন্দপতন ঘটল মহানগরীতে। এ দিন সকাল থেকেই কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভ্যাপসা গরম ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় ছিল। তবে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামতেই হঠাৎ বদলে যায় আবহাওয়া। উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতা- একাধিক এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি শুরু হয়। পঞ্জিকা মতে, চলতি বছর সপ্তমী তিথি শুরু হয়েছে ১৭ অক্টোবর রাত ৩টে ৪৬ মিনিটে (বাংলা মতে ২৯ আশ্বিন, শনিবার)। আর এই তিথি শেষ হবে আগামী ১৮ অক্টোবর রবিবার সকাল ৫টা ৫৩ মিনিটে (বাংলা ৩০ আশ্বিন)। স্বাভাবিকভাবেই এবছর দু'দিন ধরে মহাসপ্তমীর আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ পাচ্ছেন পুজোপ্রেমীরা। কিন্তু সপ্তমী সন্ধ্যার এই বৃষ্টিতে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে কিছুটা হলেও বিপাকে পড়েন সাধারণ মানুষ। অনেককেই বাধ্য হয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে বা রেইনকোট পরে মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা দর্শন করতে দেখা যায়। বৃষ্টির মধ্যেও শহরের বিভিন্ন জনপ্রিয় পুজো মণ্ডপগুলিতে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। যেমন, চোরবাগানের একটি পুজোয় উপচে পড়া ভিড়ের কারণে বেশ কয়েকজন দর্শনার্থী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, রবিবারেও উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়ে গেছে। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে এগোবে বলে আশা করা হচ্ছে। হাওয়া অফিসের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে যে, অষ্টমী, নবমী এবং দশমীতে দক্ষিণবঙ্গের আকাশ মূলত পরিস্কার থাকবে এবং আবহাওয়া শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি উৎসবের শেষ দিনগুলিতে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কিছুটা কমতেও পারে।

দিল্লিতে বামপন্থী মহিলা সংগঠনগুলির বিক্ষোভ, পুলিশি হেনস্থার অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর ঃ রাজধানীতে সাম্প্রতিক বিক্ষোভ চলাকালীন মহিলা সাংবাদিক ও আন্দোলনকারীদের আটক এবং হেনস্থার প্রতিবাদে দিল্লি পুলিশ সদর দফতরের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল বামপন্থী মহিলা সংগঠনগুলি। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, পুলিশ আন্দোলনকারী নারীদের সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করেছে। একই সঙ্গে নেহা বোরাকে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা থানায় আটকে রাখা নিয়েও তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আন্দোলনকারীরা। পুলিশের এই ভূমিকার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) নেত্রী আনি রাজা দিল্লি পুলিশ কমিশনারের অবিলম্বে পদত্যাগ ও অপসারণের দাবি তুলেছেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, এসআইআর অবিলম্বে বাতিল করতে হবে, জ্ঞানেশ কুমারকে পদত্যাগ করতে হবে এবং যে সমস্ত পুলিশ আধিকারিক নারীদের ওপর যৌন নির্যাতন ও হিংসার ঘটনা ঘটিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। দিল্লি পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগ ও অপসারণ দাবি করছি আমরা। নারীদের ওপর ঘটে যাওয়া অত্যাচারের প্রতিবাদের পাশাপাশি আমাদের এই দাবিগুলিও সুস্পষ্ট। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ জানানোর সময় পুলিশি ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়েছে। কর্তব্যরত মহিলা সাংবাদিকদের আটক করা এবং মানবাধিকার ও সামাজিক কর্মীদের থানায় দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রেখে মানসিক চাপ সৃষ্টি করার মতো অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত ও শাস্তির দাবিতে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘিরে দিল্লি পুলিশ সদর দফতরের সামনে ব্যাপক উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

জৌনপুরে পাঁচ বছরের শিশু অপহরণ, অভিযুক্ত গ্রেফতার

উত্তরপ্রদেশ, ১৭ অক্টোবর ঃ উত্তর প্রদেশের জৌনপুরের জাফরাবাদ থানার পুলিশ এক নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন যে, শুক্রবার রাতে পাঁচ বছরের শিশুটি তার বাড়ির কাছে খেলছিল। প্রয়াত মহেন্দ্র নিষাদের ছেলে, অভিযুক্ত সুরজ নিষাদ, তাকে কাছের একটি নদীর তীরের ঝোপের মধ্যে প্রলুব্ধ করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে। পরিবারের সদস্যরা মেয়েটিকে খুঁজতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে মেয়েটির সঙ্গে দেখতে পান। তারা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পকসো আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযুক্ত সুরজ নিষাদকে ধনজা সেতুর কাছ থেকে গ্রেফতার করা হয়।

১০ ম্যাচের খরা কাটিয়ে ৯১ রানের ঝড়, চোখে জল হরমনপ্রীতের!

১৭ অক্টোবর ঃ দীর্ঘদিনের ব্যাটিং ব্যর্থতা কাটিয়ে অবশেষে চেনা ছঃদ ফিরলেন হরমনপ্রীত কৌর। ব্যাট হাতে একের পর এক ম্যাচে ব্যর্থতার পর জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ টি-টোয়েঃটিতে ঝড় তুললেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। মাত্র ৪১ বলে অপরাজিত ৯১ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর ব্যাটে এখনও কতটা আগুন রয়েছে। তবে এই ইনিংসের পর শুধু আনঃদই ভাসলেন না তিনি, আবেগে চোখের জলও ধরে রাখতে পারলেন না। আর সেই আবেগঘন মুহূর্তেই নিজের দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের কৃতিত্ব দিলেন এক বিশেষ মানুষকে। তিনি ভারতীয় মহিলা দলের প্রাক্তন কোচ ডব্লিউভি রমন। মঙ্গলবার জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে তৃতীয় তথা শেষ টি-টোয়েঃটিতে হরমনপ্রীতের ব্যাটিং ছিল দেখার মতো। দীর্ঘদিন ধরে বড় রান না পাওয়ার হতাশা যেন এক ইনিংসেই মুছে দিলেন তিনি। ৪১ বলের অপরাজিত ইনিংসে মারলেন ১০টি চার এবং পাঁচটি ছক্কা। প্রতিপক্ষের বোলারদের উপর শুরু থেকেই চাপ তৈরি করে ভারতকে বড় রানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান এই ডানহাতি ব্যাটার। তাঁর সঙ্গে ব্যাট হাতে ঝড় তোলেন শেফালি বর্মাও। শেষ পর্যন্ত বড় ব্যবধানে ম্যাচ জিতে জিম্বাবোয়ে সফরে প্রতিপক্ষকে হোয়াইটওয়াশ করল ভারত। ১০ ম্যাচে হাফসেঞ্চুরি নেই, অবশেষে স্বস্তির ইনিংস-হরমনপ্রীতের সাম্প্রতিক ব্যাটিং ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। টানা ১০টি ম্যাচে একটিও অর্ধশতরান ছিল না তাঁর ঝুলিতে। মহিলা টি-টোয়েঃটি এশিয়া কাপ এবং এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দল চ্যাম্পিয়ন হলেও ব্যক্তিগতভাবে ব্যাট হাতে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি প্রাক্তন অধিনায়ক। দলের সাফল্যের মাঝেও নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে নিশ্চয়ই চাপ অনুভব করছিলেন তিনি। তবে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে সেই ছবিটাই বদলে গেল। শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল হরমনপ্রীতকে। বাউন্ডারি

ও ওভার বাউন্ডারিতে প্রতিপক্ষের বোলারদের চাপে ফেলে দেন তিনি। তাঁর ব্যাটিংয়ে ছিল আগ্রাসন, নিয়ন্ত্রণ এবং বড় রান করার তাগিদ। ৯১ রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়ার পর বোঝা গেল, এই ইনিংসটি তাঁর কাছে নিছক একটি বড় স্কোর নয়, বরং দীর্ঘদিনের ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার এক বিশেষ মুহূর্ত।

ম্যাচের পর সম্প্রচারকারী চ্যানেলকে হরমনপ্রীত বলেন, খুব ভালো লাগছে। শুধু নিজের খেলাটা উপভোগ করতে চেয়েছিলাম। মাঝের সময়টা ব্যাট করার সুযোগ পেয়েছি। খেলাটাকেও খুব উপভোগ করেছি। এটাই ভালো লাগছে। তাঁর কথাতেই স্পষ্ট, এই ম্যাচে রান করার পাশাপাশি নিজের স্বাভাবিক খেলায় ফিরে আসাটাই ছিল সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

ডব্লিউভি রমনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই আবেগপ্রবণম্যাচের পর হরমনপ্রীতের আবেগঘন মুহূর্ত নজর কাড়ে সকলের। ভারতীয় মহিলা দলের প্রাক্তন কোচ ডব্লিউভি রমনের সঙ্গে কথা বলার সময় চোখে জল চলে আসে তাঁর। দীর্ঘদিনের চাপ, প্রত্যাশা এবং প্রত্যাবর্তনের আনঃদ যেন একসঙ্গে বেরিয়ে আসে।নিজের ইনিংসের কৃতিত্ব দিতে গিয়ে রমনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন হরমনপ্রীত। তিনি জানান, জিম্বাবোয়ে সফরে যাওয়ার পর রমন তাঁকে নিজের মতো করে খেলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কোনও বাড়তি চাপ না নিয়ে নিজের স্বাভাবিক ব্যাটিং উপভোগ করার বার্তাই পেয়েছিলেন তিনি। হরমনপ্রীতের কথায়, আমি শুধু নিজের খেলাটা উপভোগ করতে চেয়েছিলাম। যতটা সম্ভব বেশি সময় ব্যাট করতে চেয়েছিলাম। সেটা করতে পেরেছি বলে ভালো লাগছে। এর জন্য আপনাকেও কৃতিত্ব দিতে চাই। রমনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি আরও বলেন, আমরা যখন এখানে এলাম, আপনি এসে বলেছিলেন, ‘তুমি নিজের মতো করে খেলো, যা করতে চাও করো।’ আমিও সেটাই করতে চেয়েছিলাম। নিজের খেলাটা উপভোগ করতে চেয়েছিলাম। আপনার সেই কথাগুলোর জন্য ধন্যবাদ। হরমনপ্রীতের এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, মানসিকভাবে স্বচ্ছ ঃদ থাকা এবং নিজের স্বাভাবিক খেলায় মন দেওয়ার পরামর্শ তাঁর কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ব্যাটিংয়ের খারাপ সময় থেকে বেরিয়ে আসতে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়াও যে জরুরি, এই ইনিংস যেন তারই উদাহরণ। ব্যাটিং কোচ হিমাংশুকেও কৃতিত্ব-শুধু ডব্লিউভি রমন নন, নিজের ব্যাটিং কোচ হিমাংশু ভাইয়ার অবদানের কথাও ভুলে যাননি হরমনপ্রীত। এশিয়ান গেমসের পর নেটে অনুশীলনের জন্য কিছুটা সময় পেয়েছিলেন তিনি। সেই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে নিজের ব্যাটিং নিয়ে পরিশ্রম করেছেন। অনুশীলনে তাঁর পাশে থাকার জন্য হিমাংশুকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভারতীয় তারকা। হরমনপ্রীত বলেন, এশিয়ান গেমসের পর নেটে অনুশীলনের জন্য কিছুটা সময় পেয়েছিলাম। হিমাংশু ভাইয়াকে বিশেষ ধন্যবাদ। আমার জন্য উনি প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। আজকের ব্যাটিংয়ের কৃতিত্ব ওঁরই। অর্থা, মাঠে ৯১ রানের ঝোড়ো ইনিংসের পিছনে ছিল দীর্ঘদিনের অনুশীলন, মানসিক সমর্থন এবং নিজের উপর বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার গল্প।

৯২ রানে জয়, সিরিজে ভারতের দাপট-জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-টোয়েঃটিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভারত ২০ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ২১৬ রান তোলে। হরমনপ্রীতের অপরাজিত ৯১ রানের পাশাপাশি শেফালি বর্মার ৩৭ বলে ৬৭ রানের দুরন্ত ইনিংস ভারতকে বড় স্কোরে পৌঁছে দেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জিম্বাবোয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে ১২৪ রানেই আটকে যায়। ফলে ৯২ রানের বড় জয় পায় ভারত। প্রথম দুই ম্যাচের মতো শেষ ম্যাচেও জিতে সিরিজে প্রতিপক্ষকে কোনও সুযোগ দেয়নি স্মৃতি মন্ধনার নেতৃত্বাধীন দল।

তবে এই জয়ের মধ্যেও সবচেয়ে আলোচিত হয়ে থাকল হরমনপ্রীতের প্রত্যাবর্তন। দীর্ঘদিনের ব্যাটিং খরা কাটিয়ে ৯১ রানের ইনিংস, চোখের জল এবং নিজের পাশে থাকা মানুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা-সব মিলিয়ে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে শেষ টি-টোয়েঃটি তাঁর কাছে হয়ে থাকল স্মরণীয়। শুধু বড় রান করাই নয়, নিজের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার আনঃদও যেন ভাগ করে নিলেন গোটা ক্রিকেটবিশ্বের সঙ্গে।

র‍্যামিরেজের ফ্রিকিক, এডমুন্ডের গোল, বিপিনের জোড়া ধামাকা! চার্চিলকে ৪-০ উড়িয়ে আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের স্বপ্নের শুরু

১৭ক্টোবর ঃ সপ্তমীতেই লাল-হলুদের জয়ধ্বনি! দানি র‍্যামিরেজের দুরন্ত ফ্রিকিক, এডমুন্ডের নিখুঁত ফিনিশিং এবং বিপিন সিংয়ের জো।া গোলে আইএসএল অভিযান দুর্দান্তভাবে শুরু করল ইস্টবেঙ্গল। গোয়ার ফতোরদা স্টেডিয়ামে চার্চিল ব্রাদার্সকে ৪-০ গোলে হারিয়ে নিজেদের শক্তির পরিচয় দিল লাল-হলুদ ব্রিগেড। ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেই প্রতিপক্ষকে কার্যত উ।িয়ে দিল আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের

দল। প্রথমার্ধে দুই গোলের পর দ্বিতীয়ার্ধে আরও দু’বার চার্চিলের জালে বল জ।িয়ে ব। জয় নিশ্চিত করল ইস্টবেঙ্গল। র‍্যামিরেজ, এডমুন্ড এবং বিপিনের দুরন্ত পারফরম্যান্সে উসবের আবহ লাল-হলুদ শিবিরে। ম্যাচের শুরুতেই র‍্যামিরেজের জাদু-আইএসএলে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নামার আগে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। প্রতিপক্ষ চার্চিল ব্রাদার্স নবাগত হলেও তাদের হালকাভাবে নিতে নারাজ ছিলেন স্প্যানিশ কোচ। বিশেষ করে এএফসি প্রতিযোগিতায় ইরাকের আল-শোর্তার বিরুদ্ধে দু’বার এগিয়ে থেকেও হারের অভিজ্ঞতা ইস্টবেঙ্গলকে আরও সতর্ক করে দিয়েছিল। রক্ষণে ভুল কমিয়ে আক্রমণে ধার বজায় রাখাই ছিল দলের প্রধান লক্ষ্য। তবে ম্যাচ শুরু হতেই বোঝা গেল, জয় ছিনিয়ে নিতে কতটা মরিয়া লাল-হলুদ ফুটবলাররা। খেলা শুরুর মাত্র দু’মিনিটের মাথায় ফ্রিকিক থেকে দুরন্ত গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন দানি র‍্যামিরেজ। বক্সের ঠিক বাইরে স্প্যানিশ তারকাকে ফাউল করায় ফ্রিকিক পায় ইস্টবেঙ্গল। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিখুঁত শটে বল জালে জ।িয়ে দেন র‍্যামিরেজ। ম্যাচের শুরুতেই গোল হজম করে চাপে প।ে যায় চার্চিল। চার মিনিটের মাথায় হলুদ কার্ড দেখেন চার্চিলের গৌরব বরা। দ্রুত গোল খেয়ে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা চালালেও ইস্টবেঙ্গলের সংগঠিত ফুটবলের সামনে বারবার বাধা পেতে হয় তাদের। যদিও ১৭ মিনিটে সমতায় ফেরার দারুণ সুযোগ পেয়েছিল চার্চিল। ওকোলির শট পোস্টে লেগে ফিরে আসায় স্বস্তি পায় লাল-হলুদ শিবির। সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে ম্যাচের ছবিটা অন্য রকম হতে পারত। বিরতির আগে এডমুন্ডের গোল, এগিয়ে ইস্টবেঙ্গল-প্রথম গোলের পর আক্রমণের ঝাঁজ কমায়নি ইস্টবেঙ্গল। মাঝমাঠে রাশিদ ও এডমুন্ডের বোঝাপ।ায় একের পর এক আক্রমণ তৈরি হতে থাকে। বলের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখে চার্চিলের রক্ষণকে ব্যস্ত রাখেন লাল-হলুদের ফুটবলাররা। অন্যদিকে, সুযোগ পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হয় গোয়ার দল।৪২ মিনিটে গোল করার সহজ সুযোগ নষ্ট করেন লেকে। সেই ব্যর্থতার খেসারত দিতে হয় তিন মিনিটের মধ্যেই। ৪৫ মিনিটে বাঁ-দিক থেকে ডেভিড হামারের বা।ানো বল পেয়ে বক্সে ঢুকে নিখুঁত ফিনিশিংয়ে গোল করেন এডমুন্ড। ব্যবধান বে।ে দাঁ।ায় ২-০। বিরতির আগে দ্বিতীয় গোল পেয়ে ম্যাচের রাশ আরও শক্তভাবে নিজেদের হাতে তুলে নেয় ইস্টবেঙ্গল।প্রথমার্ধের ফুটবলেই স্পষ্ট হয়ে যায়, প্রস্তুতির ক্ষেত্রে লাল-হলুদ শিবিরের বা।তি অভিজ্ঞতা কাজে লাগছে। ডুরান্ড কাপ এবং আইএফএ শিল্ডে খেলার অভিজ্ঞতা দলকে ছ ঃদ খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে। তুলনায় কম প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নামা চার্চিল ল।াই করলেও আক্রমণ শেষ করার ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল। দ্বিতীয়ার্ধেও আক্রমণ, বিপিনের জো।া গোল-দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হওয়ার পরও গোলের ব্যবধান বা।ানোর লক্ষ্যে খেলতে থাকে ইস্টবেঙ্গল। র‍্যামিরেজের একটি শট আটকে দেন চার্চিলের গোলরক্ষক সায়াদ কাদির। পরে দূর থেকে শট নিয়ে ব্যবধান বা।ানোর চেষ্টা করেন এডমুন্ড লালরিন্ডিকা। তবে সেই প্রচেষ্টা গোলরক্ষককে বিশেষ সমস্যায় ফেলতে পারেনি।চার্চিলও ম্যাচে ফেরার চেষ্টা চালিয়ে যায়। ৬৫ মিনিটে বক্সের মধ্যে ভালো বল পেয়েও পা ছোঁয়াতে পারেননি লেকে। এর পর ৭১ মিনিটে ব্যবধান আরও বা।ানোর সুযোগ পায় ইস্টবেঙ্গল। দ্রুত প্রতি-আক্রমণে উঠে বক্সের মধ্যে বল বা।ান এডমুন্ড। সামনে ছিলেন বিষ্ণু, কিন্তু কাছ থেকে পাওয়া সহজ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি তিনি।তবে গোলের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি হাবাসের দলকে। ম্যাচের ৮৫ মিনিটে বক্সের ঠিক বাইরে থেকে বাঁ-পায়ের দুরন্ত শটে অসাধারণ গোল করেন বিপিন সিং। তাঁর শটের গতি ও নিখুঁত লক্ষ্য চার্চিলের রক্ষণকে কার্যত স্তব্ধ করে দেয়। ব্যবধান তখন ৩-০। সেখানেই থামেননি বিপিন। ম্যাচের ৯০ মিনিটে আবারও গোল করে চার্চিলের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন তিনি। তাঁর জো।া গোলে স্কোরলাইন দাঁ।ায় ৪-০। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবধানেই ম্যাচ জিতে মাঠ ছা।ে ইস্টবেঙ্গল। সপ্তমীতে লাল-হলুদের উসব-চার্চিলের মাঠে গিয়ে চার্চিল ব্রাদার্সকে চার গোলে হারানো নিঃসংঃদহে ইস্টবেঙ্গলের কাছে আত্মবিশ্বাস বা।ানোর মতো জয়। র‍্যামিরেজের দ্রুত গোল, এডমুন্ডের কার্যকর ফিনিশিং এবং বিপিন সিংয়ের শেষ মুহূর্তের জো।া ধামাকা-সব মিলিয়ে আক্রমণভাগের দুরন্ত ছ ঃদ ধরা প।ছে এই ম্যাচে। হাবাসের দল যে শুধু গোল করতেই জানে, তা নয় প্রতিপক্ষের সুযোগ সামলে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার ক্ষমতাও দেখিয়েছে তারা। যদিও রক্ষণে আরও উন্নতির জায়গা রয়েছে, তবু প্রথম ম্যাচে চার গোলের জয় নিঃসংঃদহে সমর্থকদের প্রত্যাশা বা।িয়ে দিল। দুর্গাপুজোর সপ্তমীতে লাল-হলুদ সমর্থকদের জন্য এর চেয়ে ভালো উপহার আর কী হতে পারে! চার্চিলকে ৪-০ গোলে উ।িয়ে জয় দিয়েই আইএসএল অভিযান শুরু করল ইস্টবেঙ্গল। র‍্যামিরেজ, এডমুন্ড ও বিপিনদের পারফরম্যান্সে নতুন মরশুমের শুরুতেই স্বপ্ন দেখছেন লাল-হলুদ সমর্থকরা। এবার এই দুরন্ত ছ ঃদ পরের ম্যাচগুলিতেও ধরে রাখাই হবে হাবাসের দলের সবচেয়ে ব। চ্যালেঞ্জ।

শামি নন, আরসিবি তারকাকেই জাতীয় দলে ফেরানোর দাবি গাভাসকরের! বয়স নয়, যোগ্যতাই হোক নির্বাচনের মাপকাঠি

জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের দাবিতে মহম্মদ শামিকে ঘিরে যখন আলোচনা তুঙ্গে, তখন অন্য এক ক্রিকেটারের হয়ে সওয়াল করলেন ভারতের কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর। তাঁর পছ ঃদ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর অলরাউন্ডার ক্রুশাল পাণ্ডিয়া। বয়সের অঙ্কে না গিয়ে ক্রিকেটীয় দক্ষতা, ধারাবাহিকতা এবং ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতাকেই জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার প্রধান মাপকাঠি করার পরামর্শ দিয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক। তাঁর মতে, শুধু বোলিং নয়, ব্যাটিং ও ফিল্ডিংয়েও দলকে ভরসা দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ক্রুশালের। বিশ্বকাপের মতো বড় প্রতিযোগিতায় এমন অলরাউন্ডারদের গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ভুবনেশ্বরের প্রত্যাবর্তনে বাড়ছে আশা -বয়স বাড়লেই যে জাতীয় দলের দরজা বন্ধ হয়ে যায় না, ভুবনেশ্বর কুমারের প্রত্যাবর্তন সেই আলোচনাকে নতুন করে উস্কে দিয়েছে। দীর্ঘ ১৪২৫ দিন পর ভারতীয় দলে ফিরেছেন এই অভিজ্ঞ পেসার। যদিও বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে তাঁকে বোলিং করার সুযোগ দেওয়া হয়নি, তবু তাঁর প্রত্যাবর্তন জাতীয় দলের বাইরে থাকা ক্রিকেটারদের মনে নতুন করে আশার সঞ্চার করেছে। সেই তালিকায় রয়েছেন মহম্মদ শামিও। দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় দলের বাইরে থাকা এই অভিজ্ঞ পেসারের প্রত্যাবর্তন নিয়ে ক্রিকেটমহলে আলোচনা চলছে। তবে নিউজিল্যান্ড সফরে তাঁকে সুযোগ দেওয়া হয়নি। ফলে শামির ভবিষ্য নিয়ে প্রশ্নের পাশাপাশি নির্বাচকদের দল বাছাইয়ের পদ্ধতি নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতেই শামির পরিবর্তে ক্রুশাল পাণ্ডিয়াকে জাতীয় দলে ফেরানোর পক্ষে মত দিয়েছেন গাভাসকর। তাঁর বক্তব্য, ক্রিকেটার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বয়সের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাওয়া উচিত মাঠের পারফরম্যান্স, খেলার বুদ্ধি এবং দলের প্রয়োজনে অবদান রাখার ক্ষমতার। ক্রুশালের ক্রিকেটীয় বুদ্ধিতে মুগ্ধ সানি-সম্প্রচারকারী চ্যানেলের একটি অনুষ্ঠানে ক্রুশালের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন গাভাসকর। তাঁর মতে, ক্রুশাল শুধু একজন কার্যকর অলরাউন্ডার নন, ক্রিকেটের পরিস্থিতি বুঝে খেলার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট দক্ষ। বিশেষ করে বল হাতে তাঁর পরিকল্পনা এবং ব্যাটারকে চাপে রাখার কৌশল আলাদা করে নজর কেড়েছে কিংবদন্তি ক্রিকেটারের। গাভাসকর বলেন, ক্রুশাল অসাধারণ এক ক্রিকেটার। ক্রিকেট নিয়ে ওর বুদ্ধি ও চিন্তাভাবনা দেশের অন্যতম সেরা। ওর বোলিং দেখলেই তা বোঝা যায়। ক্রুশালের বোলিংয়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সানি বুঝিয়ে দিয়েছেন, উইকেট নেওয়ার জন্য শুধু বল ঘোরানোর ক্ষমতাই যথেষ্ট নয়। ব্যাটারের দুর্বলতা চিহ্নিত করা, পরিস্থিতি অনুযায়ী লাইন ও লেংথ বদলানো এবং প্রতিপক্ষের পরিকল্পনা বুঝে পাল্টা কৌশল তৈরি করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। গাভাসকরের মতে, ক্রুশাল হয়তো খুব বেশি বল ঘোরাতে পারেন না, কিন্তু বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যাটারকে আটকে রাখার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। কখনও স্টাম্প লক্ষ্য করে বল করা, কখনও আচমকা বাউন্সার দিয়ে ব্যাটারকে চমকে দেওয়া-এই ধরনের পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিপক্ষের উপর চাপ তৈরি করেন তিনি। অর্থা, প্রতিটি বলে উইকেট নেওয়ার চেষ্টা না করেও কীভাবে রান আটকে রাখা যায়, সেই ক্রিকেটীয় বুদ্ধিই ক্রুশালকে অন্যদের থেকে আলাদা করে বলে মনে করেন গাভাসকর। ব্যাটিং ও ফিল্ডিংয়েও বাড়তি সুবিধা-ক্রুশালকে জাতীয় দলে ফেরানোর পক্ষে সওয়াল করার সময় তাঁর অলরাউন্ড দক্ষতার কথাও বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন গাভাসকর। তাঁর মতে, সীমিত ওভারের ক্রিকেটে এমন ক্রিকেটারদের প্রয়োজন, যাঁরা একাধিক বিভাগে দলকে সাহায্য করতে পারেন। লোয়ার অর্ডারে ব্যাট করতে নেমে প্রয়োজনীয় রান তোলার পাশাপাশি বল হাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন ক্রুশাল। আবার মাঠের বাইরের অংশে, অর্থা ডিপে ফিল্ডিং করার সময়ও দলের জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখেন তিনি।বড় প্রতিযোগিতায় এই ধরনের বহুমুখী ক্রিকেটারদের উপস্থিতি দলের ভারসাম্য বাড়ায়। একজন বোলার হিসেবে রান আটকানো, ব্যাটার হিসেবে চাপের মুখে রান করা এবং ফিল্ডার হিসেবে রান বাঁচানো-সব মিলিয়ে ক্রুশালের মতো ক্রিকেটার নির্বাচকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প হয়ে উঠতে পারেন। গাভাসকরের বক্তব্য, শুধু বোলিংয়েই নয়, লোয়ার অর্ডারে ব্যাটার হিসাবে এবং ডিপে ফিল্ডার হিসেবেও ক্রুশাল দলকে ভরসা জোগায়। আমার বিশ্বাস, বিশ্বকাপ জিততে হলে যেসব ক্রিকেটারের ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা রয়েছে, কোনও রকম দ্বিধা না করে তাঁদেরই দলে সুযোগ দেওয়া উচিত। আইপিএলে পারফরম্যান্সই ক্রুশালের বড় শক্তি-২০২১ সালের জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কা সফরের পর থেকে ভারতীয় দলের জার্সিতে দেখা যায়নি ক্রুশালকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দূরে থাকলেও আইপিএলে ধারাবাহিকভাবে নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে চলেছেন তিনি। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে গত মরশুমে নজর কেড়েছিল তাঁর পারফরম্যান্স। ১৬টি ম্যাচে ১৪টি উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাট হাতে ২২৬ রান করেছিলেন এই অলরাউন্ডার। অর্থা, দলের প্রয়োজনে বল ও ব্যাট-দুই বিভাগেই অবদান রাখার ক্ষমতা দেখিয়েছেন তিনি। বিশেষ করে টি-টোয়েঃটি ক্রিকেটে মাঝের ওভারে রান নিয়ন্ত্রণ করা এবং ব্যাটিংয়ে প্রয়োজনীয় সময়ে গতি বাড়ানোর দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ। ক্রুশালের অভিজ্ঞতা ও বহুমুখী ভূমিকা সেই জায়গায় দলকে সাহায্য করতে পারে। যদিও আইপিএলের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের চাহিদা, প্রতিপক্ষ এবং দলের ভারসাম্য বিবেচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে নির্বাচকদের। বয়স নয়, পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে নির্বাচন ক্রিকেটার নির্বাচনের ক্ষেত্রে বয়সকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার বিরোধিতা করেছেন গাভাসকর। তাঁর মতে, কোনও ক্রিকেটার কত বছর বয়সি, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তিনি কতটা ফিট এবং মাঠে কেমন পারফর্ম করছেন। গাভাসকর বলেন, কোনও ক্রিকেটারের বয়স কত, দয়া করে তা বিচার করবেন না। বয়স কখনও যোগ্যতার মাপকাঠি হতে পারে না। কেউ যদি আইপিএলের মতো কঠিন প্রতিযোগিতায় নিয়মিত খেলে, তা হলে বুঝতে হবে সে পুরোপুরি ফিট। তিনি আরও মনে করেন, ঘরোয়া ক্রিকেটে লাল বা সাদা বলে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেললেও ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাঁর বক্তব্য, যোগ্যতা ও পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার পথ আরও স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন। সব মিলিয়ে, ক্রুশাল পাণ্ডিয়াকে ফেরানোর পক্ষে গাভাসকরের এই মন্তব্য নির্বাচকদের সামনে নতুন করে একটি প্রশ্ন তুলে দিল-জাতীয় দল গঠনের ক্ষেত্রে বয়সকে গুরুত্ব দেওয়া হবে, নাকি বর্তমান ফর্ম ও ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতাই হবে প্রধান বিবেচ্য বিষয়? মহম্মদ শামির প্রত্যাবর্তন নিয়ে আলোচনা চললেও আপাতত গাভাসকরের নজরে রয়েছেন আরসিবির অলরাউন্ডার ক্রুশাল। এবার নির্বাচকেরা তাঁর এই পরামর্শকে কতটা গুরুত্ব দেন, সেটাই দেখার।

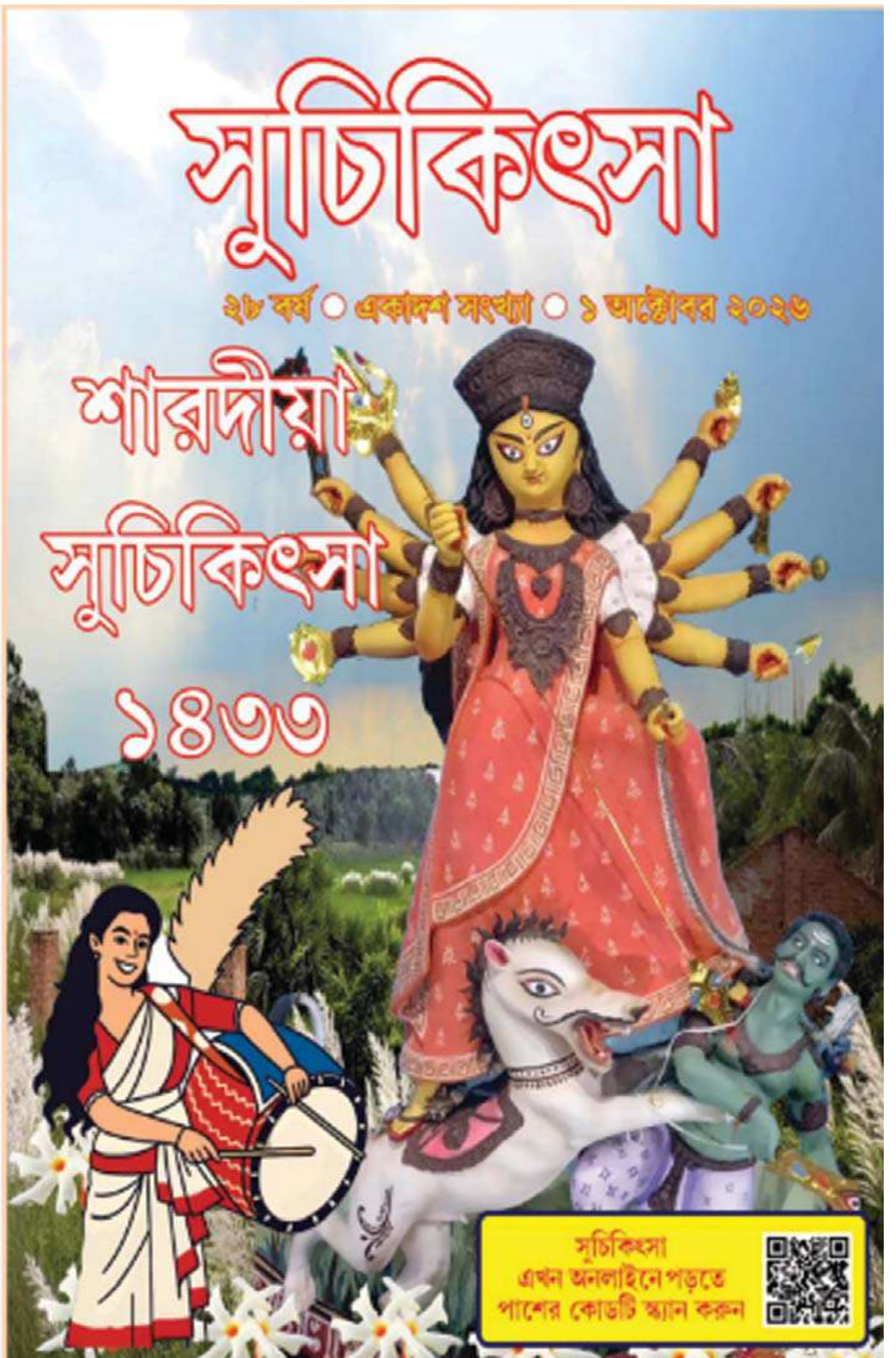

নিউজিল্যান্ড সফর থেকে বাদ পড়ে হতাশ শামি, রনজিতে নামলেন না! ব্যাটিং বিপর্যয়ে ১৮৪-তেই শেষ বাংলা, শাহবাজদের ঘূর্ণিতে চাপে সার্ভিসেস

রনজি ট্রফিতে ব্যাট হাতে চূড়ান্ত ব্যর্থ বাংলা। শুরুটা ভালো হলেও মাঝপথে একের পর এক উইকেট হারিয়ে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৮৪ রানে গুটিয়ে গেল অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল। তবে ব্যাটিংয়ে হতাশ করলেও বল হাতে পাল্টা লড়াই শুরু করেছে বাংলা। শাহবাজ আহমেদ, প্রদীপ্ত প্রামাণিক ও আমির গনির দাপটে প্রথম দিনের শেষেই চাপে সার্ভিসেস। এর মধ্যেই বাংলার শিবিরে বড় খবর, ব্যক্তিগত কারণে এই ম্যাচ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন মহম্মদ শামি। নিউজিল্যান্ড সফরের দল থেকে বাদ পড়ার পর হতাশা থেকেই কি এই সিদ্ধান্ত? তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। ভালো শুরু করেও বড় রান পেল না বাংলা-রবিবার টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন বাংলার অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। শুরুতেই অঙ্কুর পাল মাত্র ৪ রান করে ফিরে গেলেও দ্বিতীয় উইকেটে অভিমন্যুর সঙ্গে সুদীপ ঘরামির জুটি বাংলাকে লড়াইয়ে রেখেছিল। দুই ব্যাটার সাবলীল ব্যাটিং করায় একসময় বাংলার স্কোর দাঁড়ায় ১ উইকেটে ৭৬ রান। মনে হচ্ছিল, বড় রানের ভিত তৈরি করে ফেলেছে বাংলা। কিন্তু সুদীপ ঘরামি ৩৮ রান করে আউট হতেই ছবিটা বদলে যায়। দ্রুত উইকেট হারাতে শুরু করে বাংলা। সুদীপ চট্টোপাধ্যায় করেন মাত্র ৩ রান। গত ম্যাচে শতরান করা অভিষেক পোড়েলও এ দিন ব্যর্থ, তাঁর সংগ্রহ মাত্র ৭ রান। শাহবাজ আহমেদ কোনও রান না করেই ফিরে যান। মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে ৩৫ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে বাংলার রান ছিল ১২২। একদিকে অধিনায়ক অভিমন্যু অর্ধশতরান করে দলকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, অন্যদিকে ক্রমাগত উইকেট পড়ায় বড় স্কোরের আশা ধাক্কা খায়।মধ্যাহ্নভোজের পরেও বাংলার ব্যাটিং বিপর্যয় থামেনি। সার্ভিসেসের স্পিনার পুলকিত নারাংয়ের ঘূর্ণিতে একের পর এক উইকেট হারায় বাংলা। ৫৪ ওভারে মাত্র ১৮৪ রানেই শেষ হয়ে যায় প্রথম ইনিংস।বাংলার হয়ে সর্বোচ্চ ৫৬ রান করেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। সুমন্ত গুপ্তর ব্যাট থেকে আসে ২৮ রান। সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল ২২ রানে অপরাজিত থাকেন। সার্ভিসেসের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল পুলকিত নারাং। ৬৩ রান দিয়ে ৫ উইকেট তুলে নেন তিনি। অর্জুন শর্মা ৩টি এবং রাহুল সিং ২টি উইকেট নেন।একসময় ১ উইকেটে ৭৬ রান থেকে বাংলার ইনিংস শেষ হয়ে যায় ১৮৪ রানে। এই ব্যাটিং ধসই ম্যাচে সার্ভিসেসকে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দেয়। বাংলার শিবিরে সবচেয়ে বড় চর্চার বিষয় মহম্মদ শামির অনুপস্থিতি। নিউজিল্যান্ড সফরের দল থেকে বাদ পড়ার পর হতাশ বঙ্গ পেসার ব্যক্তিগত কারণে রনজির এই ম্যাচে খেলছেন না বলে জানা গিয়েছে। যদিও তাঁর সিদ্ধান্তের সঙ্গে দল নির্বাচন নিয়ে হতাশার যোগ রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত নয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, শনিবারও অনুশীলন করেছিলেন শামি। তাই শেষ মুহূর্তে তাঁর সরে দাঁড়ানোয় অবাক বাংলার ক্রিকেটমহল। প্রথম দিনের শেষে তাঁকে ব্যাটিং অনুশীলন করতেও দেখা যায়। শামির পরিবর্তে দলে সুযোগ পেয়েছেন তাঁর ভাই মহম্মদ কাইফ। শুধু শামিই নন, ভারত ‘ দলের হয়ে খেলার কারণে এই ম্যাচে নেই আকাশ দীপ ও মুকেশ কুমারও। ফলে বাংলাকে খেলতে হচ্ছে দলের তিন গুরুত্বপূর্ণ পেসারকে ছাড়াই। এমন পরিস্থিতিতে বোলারদের উপর বাড়তি দায়িত্ব এসে পড়েছে। ব্যাটিংয়ে হতাশ করলেও বল হাতে দারুণভাবে লড়াইয়ে ফিরেছে বাংলা। প্রদীপ্ত প্রামাণিক ও আমির গনি দু’টি করে উইকেট তুলে নিয়ে সার্ভিসেসের ব্যাটিংয়ে ধাক্কা দেন। শাহবাজ আহমেদও একটি উইকেট পেয়েছেন। বাংলার স্পিনারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে রান তুলতে সমস্যায় পড়ে সার্ভিসেস।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com